LAXMI BOOK BINDING &
DYE PRINTING WORKS,
8, Kambuliatola Lane,
CALCUTTA-5.

LAXMI BOOK BINDIN
DYE PRINTING WO
6, Kambuliatola Lane,
CALCUTTA 5.

পা ৬৬৬ ২৪৩

শ্রীবৎস-চিন্তা

নাট্য-কাব্য।

দর্জ্জিপাড়া থিয়েটরিক্যাল ক্লবের দ্বারা অভিনীত।

"ঊষাহরণ," "হর-বিলাপ" "রত্নমালা" "প্রণয়পারিজাত"
প্রভৃতি প্রণেতা
শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত।

কলিকাতা ১৫ নং শ্রীদামমুদির লেন হইতে
"দর্জ্জিপাড়া থিয়েটরিক্যাল ক্লবের" অবৈতনিক সম্পাদক
শ্রীদুর্গাচরণ পাল দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা

১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন,
গ্রেট ইডিন্ প্রেসে,
শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯১ সাল।

Acc [illegible]
১০/১০/২০০৬

পা- ৬৬৬

উৎসর্গপত্র।

প্রণয়াস্পদ, মান্যতম

শ্রীযুক্ত দর্জ্জিপাড়া থিয়েটরিক্যালক্লব

মহোদয়গণ সমীপেষু।

প্রিয় সুহৃদমণ্ডলি!

বাঙ্গালায় যিনি ভাল নাটক লিখিবেন, তাঁহাকে সাধ্যানুসারে উৎসাহ প্রদান আপনাদিগের উদ্দেশ্য—এ উদ্দেশ্য সাধু, উদার ও উন্নত। আমি আপনাদের উদ্দেশের প্রথম লক্ষ্য; আমার লেখা ভাল কি মন্দ—জানি না; তবে, অনুরোধে 'শ্রীবৎস-চিন্তা' রচিত হইল—ভাল হউক, মন্দ হউক, আপনাদের অবশ্য আদরের বস্তু; সেই সাহসে নির্ভর করিয়া আপনাদের কর-কমলে এই পুস্তকখানি অর্পিত হইল।

গ্রে ষ্ট্রীট, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের লেন, ১ নং
কলিকাতা,
২৪ শে মে, ১৮৮৪।

চিরবাধ্য
শ্রীরাধানাথ মিত্র।

৫৪৩

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

প্রায় দুই তিন বৎসরকাল কয়েকখানি গীতিনাট্য লিখিয়া সময় অতিবাহিত করিয়াছিলাম, এক দিন কথাচ্ছলে আমার পরম হিতৈষী, বন্ধুবর, সুপ্রসিদ্ধ প্রভাতীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল সরকার মহাশয় আমাকে একখানি নাটক অথবা কাব্য লিখিবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করেন; তাঁহারই আদেশ মত অদ্য সাধারণ সমীপে "শ্রীবৎস-চিন্তা" নামক একখানি অকিঞ্চিৎকর পুস্তক প্রদত্ত হইল! যে ব্যক্তি কাহাকেও কোন কার্য্যে সংযত হইবার অনুরোধ করেন, সেই কার্য্য যতক্ষণ না সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়; তদবধি তাঁহার বিরাম নাই; কার্য্যকারীর অপেক্ষা—আদেষ্টার শ্রম অধিক, সেই হিসাবেই—বলা বাহুল্য, আমার এই নবব্রতে সংযোকের সেই সেই ফল লাভ হইয়াছে; এই নিঃস্বার্থতা বশতঃ আমি তাঁহার নিকট চিরবাধ্য।

শ্রীরাধানাথ মিত্র।

নাট্যকাব্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।	স্ত্রীগণ।
শ্রীবৎস।	চিন্তা।
শনি।	লক্ষ্মী।
ব্রহ্মা।	বনদেবী।
পবন।	ভাগ্যদেবী।
বরুণ।	কমলা।
সূর্য্য।	ভদ্রাবতী।
গণক (ছদ্মবেশী শনি।)	সুরভি।
বাহুদেব।	মহিষী।
সওদাগর।	মালিনী।

মন্ত্রী, ধীবরগণ, ফুলবালাগণ, সখিগণ,
কাঠুরিয়াগণ, কাঠুরিয়াপত্নীগণ ইত্যাদি।

৭১৮৩

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ মিত্র প্রণীত

গীতি-নাট্যাবলী।

ঊষাহরণ, প্রণয়-পারিজাত, মায়াবতী, হরবিলাপ, মেঘেতেবিজলী;

এই ছয়খানি পুস্তক একত্রে সুচারু বাঁধাই, স্বর্ণাক্ষরে নামাঙ্কিত;

মূল্য ডাকমাসুল সমেত ১৸০ এক টাকা বার আনা।

"এই তালিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকগুলি সাধারণতঃ গীতিনাটক নামে অভিহিত হইতে পারে। ইহার প্রথম পাঁচখানি পৌরাণিক কথা লইয়া রচিত হইয়াছে। এ সকল কথা এতদিন যাত্রার সামগ্রী ছিল, এইক্ষণ গীতিনাটকে প্রথিত হইতেছে। শেষোক্ত পুস্তকখানি "প্রণয়-পারিজাত" পৌরাণিক কোনও প্রসিদ্ধ কথা লইয়া রচিত হইয়া না থাকিলেও ইহার নায়ক নায়িকা এবং অপ্সরা ও পিশাচী পৌরাণিক কল্পনার ছায়াতলেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

গ্রন্থকার অনেক স্থানে বিশিষ্ট গুণপণা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার একটী গীতের সমস্ত শব্দই মকারাদি এবং আর একটী

সমস্ত শব্দই পকারাদি। আমরা এই গীত দুইটী নিম্নে তুলিয়া দিতেছি।

* * * * *

* * * * *

কিন্তু আমাদের নিকট এইরূপ বর্ণগত গুণপণার গীত অপেক্ষা রাধানাথ বাবুর অন্যান্য অনেক গীত অধিকতর প্রীতিপ্রদ বোধ হইয়াছে।

বাবু রাধানাথ মিত্র কবিতা রচনায় নূতন ব্রতী কিংবা অকৃতী নহেন, তাঁহার মেঘেতে-বিজলী কিম্বা উষাহরণ পড়িলে সকলেরই মনে এইরূপ আশা জন্মিবে যে, তিনি যদি যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম করেন, তাহা হইলে পৌরাণিক কোন প্রসঙ্গ লইয়া তিনি একখানি দীর্ঘস্থায়ি ও সুপাঠ্য কাব্য রচনা করিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া কেন এইরূপ ক্ষুদ্র পুস্তকে তাঁহার সময় ও শক্তির অপব্যয় করিতেছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।" বান্ধব, পৌষ, ১২৮৯।

রত্ন-মালা।

(নীতি)

প্রথম ভাগ। মূল্য /১০ আনা মাত্র ডাকমাসুল ৲১০।

"ইহাতে কতকগুলি নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত আছে। ইহার ভাষা সরল ও মধুর। ইহা সুকুমারমতি বালকগণের পাঠোপযোগী।" আনন্দবাজার ১৭ই ভাদ্র ১২৯১।

প্রিয় ভাই শ্রী [illegible] হরি [illegible] মহাশয়
[illegible] এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি
[illegible] অর্পিত হইল।

৮/ ৩৮৩

শ্রীবৎস-চিন্তা।

প্রস্তাবনা।

স্নানাগার সম্মুখস্থ দালান।

(শ্রীবৎস আসীন।)

শ্রীবৎস। এই বিশ্ব-রঙ্গ-ভূমে পশি নট সাজে—
সুযশ কুযশ লোক লভে কার্য্যগুণে।
পবিত্র ধর্ম্মের পথে বিঘ্ন অহর্নিশি—
মায়ামোহ রিপু তাহে, কণ্টকের প্রায়
সমাকীর্ণ স্তরে স্তরে—হেন সাধ্য কার,
হৃদয়ের বল বিনা, বিদূরিতে তায় ?
জ্ঞান, দান, হিতকার্য্য, ভক্তি জগদীশে
নশ্বর এ দেহত্যক্ত আত্মার সহায়।
আসে যায় দিবা নিশি রবি শশী তারা
নিয়মের পথে নিত্য, পুরাইতে জীবে,
জীবনের একে একে নির্দ্দিষ্ট সময়।

সাধে কার্য্য বিজ্ঞ জন, লভে-অন্তে সুখ-
সতর্কতা সদা চাই—সংসার ভ্রমণে।
পদে পদে ঘটে লোকে যে পদ-স্খলন,
বিবেচক বিনা তার কে করে নির্ণয় ?
পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ,
হিতাহিত সম্মিলনে সৃজিত ভুবন
পরীক্ষার স্থল ভাবে—প্রকৃতির মত
সিদ্ধ নর নিরন্তর, না দেখি অন্যথা ;—
দৈববল কাছে কিন্তু পরাস্ত এ সব।
অন্নাভাবে দ্বারে দ্বারে ভ্রমে যেই আজি,
হ'তে পারে মহা ধনী দৈবের সহায়ে।
পুনঃ, যারে সেবা করে শত শত দাসে,
পড়িলে ইহার কোপে চির নিঃসহায়।
ঘুরিতেছে কালচক্র—ইন্দ্রজাল খেলা—
স্বপনের ছায়ামত—নাহি আছে স্থির
কখন কাহার ভাগ্যে হবে কি ঘটন।
কে হেন জগতে ইথে পায় অব্যাহতি?

(নেপথ্যে লক্ষ্মী।)

সাধিতে অশিব জীবে, শনি দুরাচার !
নিরন্তর কার্য্য তব—ধিক্ কোন মুখে

আপনারে শ্রেষ্ঠ বলি দাও পরিচয় ?

(অন্তরীক্ষে কমলাসনোপরি কমলা ও অপর দিকে
শনির আবির্ভাব।)

ত্রিভুবন পূজে মোরে ভক্তি উপহারে,
ধনী বলে গণ্য লোকে আমার কৃপায়—
আমি হীন তোমা হ'তে ?—একিরে বিচিত্র !

শনি। বৃথা কর বাক্যব্যয়, বিষ্ণুর ঘরণি !
রত্ন হেতু যত্ন পাও, হীনচেতা কাছে।
ইহাতেই গর্ব্ব এত ! না দেখ ভাবিয়া
অর্থ অনর্থের মূল—কে তোমা আদরে
কৃপণ মূর্খের দেবি—গুণবান জনে
নাহি চায় তোমা প্রতি সস্নেহ-নয়নে।

লক্ষ্মী। এত অহঙ্কার, রবির কুমার,
ভাবিয়াছ কিবা মনে ?
কহ রূঢ় কথা, দাও মর্ম্মে ব্যথা,
কি কথা তোমার সনে ॥
ভঞ্জিতে বিবাদ, থাকে যদি সাধ,
মর্ত্ত্য লোকে ত্বরা চল।
শ্রীবৎস রাজন, সর্ব্ব বিচক্ষণ,
তাঁরে সুধাই সকল ॥

মধ্যস্থ ধরিয়ে, ল'ব মীমাংসিয়ে,
বুঝিব কাহার মান।
নীচ উচ্চ ভাষে, কেবা ভালবাসে ?
চল ভূপ সন্নিধান ॥

শনি। আমি শনি, চরাচর কাঁপে মোর নামে—
সহিব নারীর গর্ব্ব—চল নৃপ কাছে—
দেখিব দেখিব আজি, কে পায় সম্মান।

(উভয়ের রাজসমীপে অবতীর্ণ হওন।)

শ্রীবৎস। বন্দি দোঁহে পদাম্বুজে, সার্থক জীবন—
উল্লাসিত হৃদি প্রাণ—জন্ম জন্মান্তরে
ধ্যান-নেত্রে কভু নর না পায় দেখিতে
যেই দেবী দেবে, আজি উপনীত তাঁরা
অভাগার হীন গৃহে—কি সৌভাগ্য মোর
হেন ভাগ্যবান আছে কেবা মোর সম ?
পবিত্র হইল পুরী হেন আগমনে।
কহ, কোন প্রয়োজনে, কিবা অভিলাষে
উপনীত দীন স্থানে, সুধাই চরণে।

শনি। আছে কার্য্য নৃপবর তব সন্নিধানে।
বিচক্ষণ জানি তোমা আসিয়াছি মোরা—
কেবা শ্রেষ্ঠ, কে নিকৃষ্ট, কহ বিচারিয়া ?

শ্রীবৎস। সৃষ্টির প্রধান দোঁহে—সৃষ্টির সহায়।
সুখ দুঃখ ভুঞ্জে লোকে—যে ভাবে যখন,
যার প্রতি কর দৃষ্টি—শস্যপূর্ণ ক্ষিতি,
মৃদুমন্দ সমীরণ, শীতল সলিল,
সুধাংশুর সুধা-প্রভা—যা কিছু ভুবনে
নয়নের তৃপ্তিকর—করে প্রীতি দান—
করুণা-কটাক্ষে যারে কর দরশন—
বিষম বিপাক ঘটে বিমুখে দোঁহার।
যত দিন ইহলোকে লোকের জীবন—
প্রতিক্ষণে প্রার্থী সবে ওই কৃপা-কণা।
অনন্ত শকতি ধর অবনী পালিতে—
সুর নর কম্পান্বিত স্মরণে দোঁহার।
হীনমতি নর আমি—মর্ত্ত্যবাসী দাস—
তুচ্ছ সর্ব্বমতে—কিবা আছে সাধ্য মম
দেবদেবীদ্বন্দ্ব হেন করিতে বিচার?
সৌর-জগতের শোভা অজ্ঞ জন যথা
না পারে বর্ণিতে কভু, অথবা যেমতি
উন্নত হিমাদ্রিশৃঙ্গে স্থিত তরুলতা
পদদেশে দাঁড়াইয়া নির্ণীত না হয়,
কিম্বা যথা তটে বসি গণিতে অক্ষম

গভীর সাগরগর্ব্ভে নিহিত রতন;
তেমতি এ জ্যোতিহীন মানবের আঁখি
পারে না দেখিতে কভু জ্যোতিষ্মান দেবে—
পারে না নির্ণীতে কভু শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ কেবা।
অসম্ভব হেন কার্য্য কভু কি সম্ভবে?
সাধিতে প্রভুর কার্য্য পারে কি কিঙ্কর?
অনুগত সদা আমি,—ছলিতে দাসেরে
বুঝি মায়া করি দোঁহে আসিলে মরতে?

শনি। নহে এ ছলনা ভূপ—আছে প্রয়োজন।
বিজ্ঞ তুমি সবিশেষ আছি অবগত,
আসিয়াছি সেই হেতু তব সন্নিধান।
উত্তর প্রদানে তুষ্ট কর দোঁহাকারে;
রুষ্ট নাহি হব মোরা স্থির জান মনে।

শ্রীবৎস। (স্বগত) হইয়াছে কার্য্যে বুঝি পাপের সঞ্চার,
শনি সনে কমলারে প্রেরিলা বিধাতা
সমুচিত দণ্ড তাই করিতে বিধান।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডসুত সদা দুষ্টমতি—
দর্শনে যাহার—করিমুণ্ড গণাধিপে—
রসাতলে যায় সৃষ্টি, চির দীন হীন
কত শত ভাগ্যবান; নতুবা কথন

সে সপ্তম গ্রহ, বাধায়ে কলহচক্র—
নারায়ণযায়া সহ হয় উপনীত
বিবাদ ভঞ্জন হেতু আবাসে আমার ?
শেষ হ'ল সুখ আশা—না দেখি মঙ্গল।
প্রকাশিব ইথে আমি কিবা অভিমত ?
বিচারে তোষিতে দোঁহে কিবা সাধ্য হেন ?
একের রাখিলে মান, অন্যে অপমানে
আচরিবে মন্দ মম বিবিধ প্রকারে—
কপালে দুঃখের ভোগ লিখেছেন বিধি।
চিন্তাসনে যুক্তি করি করিব যা হয়
লভি মুক্তি কোন মতে আজিকার মত।
(প্রকাশ্যে) তৈললিপ্ত গাত্র মম অশুচি সে হেতু।
উত্তরিতে নারি প্রশ্নে—দেহ অনুমতি
স্নানাগারে যাই আজি, পুনঃ কালি দোঁহে
আসিলে অধীনবাসে, বলিব যা হয়।

লক্ষ্মী। তথাস্তু, চলিনু মোরা, লভ কার্য্যে যশ—
কালি পুনঃ দেখা দিব উত্তর আশায়।

[লক্ষ্মী ও শনির প্রস্থান।

শ্রীবৎস। বিধির বিচিত্র বিধি, কে পারে বর্ণিতে ?
অকস্মাৎ একি আজি দৈবের ঘটন!

ভবিষ্য-নয়নে যেন শোকের ভীষণ
ছবি, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কে যেন ধরিছে!
অমঙ্গল চিন্তা যত উঠিছে হৃদয়ে,—
উদ্বিগ্ন অনল শিখা প্রবল বেগেতে
জ্বালাইছে চিত্ত মম,—অশুভ লক্ষণ
শনি—সহচরীবেশে কমলা আপনি
আইলেন মোর ঠাঁই, না জানি কি ঘটে।

(চিন্তার প্রবেশ।)

চিন্তা। কেন মহারাজ, এ ভাবে বিরাজ,
চেয়ে দেখ ভানুপানে।
অলস হইয়ে, রয়েছ বসিয়ে,
ধৈর্য্য প্রাণে নাহি মানে॥
বিলম্ব দেখিয়ে, আসিনু ছুটিয়ে,
একি হেরি তব ভাব।
বিষাদিত মন, কহ কি কারণ
বসে বসে কিবা ভাব?
কাতর অন্তরে, সুধাই তোমারে,
নাথ, না পাই উত্তর।
ত্বরা কও কথা, ঘুচাও এ ব্যথা,
কেন হে বিলম্ব কর॥

শ্রীবৎস। এস এস প্রাণপ্রিয়ে—জীবন-সঙ্গিনি—
অধীরা কেন লো তুমি বিলম্ব হেরিয়ে ?
কার্য্য-বশে কার্য্যনাশ, জগতের গতি ;
অবলা সরলা তুমি—কি তার বুঝিবে ?
কহি তবে দৈবলীলা—শুনলো সুন্দরি !
শনি সনে কমলার ঘটেছে বিবাদ—
মীমাংসিতে মোর স্থানে দোঁহে উপনীত।
আসিতে কহিয়া কালি দিয়াছি বিদায় ;—
না জানি কেমনে তুষ্ট করিব দুজনে।
একের রাখিলে মান, অন্যে হবে রোষ,
ভাবিতেছি মনে মনে—তাই প্রিয়তমে
হইয়াছে হেন মম বিচলিত মন।

চিন্তা। অমরে অমরে দ্বন্দ্ব হয় সুরপুরে,
মধ্যস্থ কি হেতু মানে মর্ত্ত্যবাসী নরে ?
মনে নাহি লাগে নাথ ইহা সুলক্ষণ—
মম কর্ম্ম ফলে বুঝি বিধি কি ঘটায় !

শ্রীবৎস। চিন্তাদেবি, চিন্তাময়ি, কর চিন্তা ত্যাগ—
বিধির নির্দ্দিষ্ট লিপি কে পারে লঙ্ঘিতে ?
পৃথিবীর কার্য্যাকার্য্য, গতিবিধি যত
যাহা কিছু আসে যায় নয়নের পথে—

কালপূর্ণ সমুদয়—জগতে সুন্দরি!
কালের শাসনে চলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড,
পূর্ণকালে মানবের জীবনের শেষ,
তবে কেন অকারণ হও অন্যমনা?
কারণ কার্য্যের মূল জানিয়া নিশ্চয়,
হও স্থির প্রাণেশ্বরি,—বুঝাও অন্তরে।
ফুল্ল প্রাণে যাও ঘরে,—যাই স্নান হেতু—
অবসরে দুইজনে করিব বিধান।

[শ্রীবৎসের প্রস্থান।

গীত।

চিন্তা। লীলাময়, লীলা ঠাঁই ভুবন তোমার।
স্বভাবে স্ব-ভাবে ভবে মহিমা প্রচার ॥
বিচিত্র কৌশল-বলে, বিশ্ব-রাজ-কার্য্য চলে;
চরাচর, জল স্থলে, শকতি অপার।
পাপ পুণ্য দুই বিধি, মানবে দিয়াছ বিধি,
করে কাজ গুণনিধি, বাসনা যে যার ॥
ধর্ম্মপথে ইহলোকে, ঘটে বিঘ্ন সদা লোকে,
শুনি, হৃদি মগ্ন-শোকে শনির সঞ্চার।

পটক্ষেপণ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(পারিষদবর্গ পরিবেষ্টিত রাজা সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট ; দুইপার্শ্বে রজত ও স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসনদ্বয়।)

শ্রীবৎস। মন্ত্রীবর! নাহি জানি কি আছে কপালে ?
সত্যে বদ্ধ আজি আমি করিতে বিচার—
কমলা শনির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন জন ?
এখনি আসিবে তারা—হইল সময়।
নীরবে করিব কাজ, যা করেন বিধি ;
স্বর্ণ রৌপ্য সিংহাসন রেখেছি সাজায়ে।
সাবধানে কর কাজ—কিন্তু হয় মনে
ঘটিবে অনিষ্ট মম,—নাচে বাম আঁখি—
থেকে থেকে বাম অঙ্গ উঠিছে কাঁপিয়া—
উদয় নিয়ত হৃদে অশুভ ঘটন।

মন্ত্রী। ধরানাথ! পরিহর অন্তর হইতে
অমূলক চিন্তা—অনর্থের মূল চিন্তা
দেখুন ভাবিয়া মনে। বিবেচক লোকে

নহে কভু অভিহত—কি কারণ প্রভু
মগ্ন চিত্ত এবে তব চিন্তা-পারাবারে ?
আন্দোলনে ঘোর বেগে ক্রমে বৃদ্ধি পায়।
ঘাত প্রতিঘাতে শেষে দারুণ-উচ্ছ্বাসে
ভেঙ্গে ফেলে একে একে হৃদয়ের দ্বার।

(কমলা ও শনির প্রবেশ ; পারিষদবর্গসহ রাজা সিংহাসন
হইতে অবরোহণান্তর প্রণামপূর্ব্বক দণ্ডায়মান।)

শ্রীবৎস। জয় জয় শনিরাজ, জয় মা কমলে—
চরণ-কমলে দোঁহে, করিগো প্রণতি ;
সুরপুরী ত্যজি আজি বিরাজি ধরায়
প্রকাশিলে কৃপা দীনে—সার্থক জীবন—
ভুবন-মোহনরূপ হেরি প্রাণ ভরে
খুলিয়া হৃদয় দ্বার ভক্তি উপাদানে—
পূজি আমি হীনমতি—ক্ষুদ্র বুদ্ধি নর,
অভাজনে শ্রীচরণে দিও সদা স্থান
চিরকাল হেন ভাবে—এই ভিক্ষা চাই।
কৃপা করি লহ দোঁহে আসন এখন।

(লক্ষ্মীর স্বর্ণ এবং শনির রৌপ্য সিংহাসনে উপবেশন।)

ঘুচিল আশঙ্কা মম, পূর্ণ মনস্কাম,

বিধাতা সদয় হয়ে না দিলেন দুঃখ,
শঙ্কটে পাইনু ত্রাণ—শুভাদৃষ্ট মম।
নতুবা বিবাদে দোঁহে করিলে বিচার,
একে তুষ্ট, অন্যে রুষ্ট, ঘটিত নিশ্চয় ;
প্রীত মন দুই জন না হত কখন।
পড়িলে একের কোপে হত সর্ব্বনাশ—
দোঁহার সন্তোষ চাই সংসার-ভ্রমণে।

শনি। আশা-পথ নিরখিয়া আছি নৃপবর,
কহ, এ দুয়ের মাঝে শ্রেষ্ঠ কোন জন।

শ্রীবৎস। কি আর কহিব দেব তব সন্নিধানে—
যাঁদের আদেশে কার্য্য, সাধিয়াছে তাঁরা ;
দাসের কি সাধ্য আছে, হেন কার্য্যভারে ?
বুঝিয়া দেখুন বিধি আসনছত্রেতে—
দক্ষিণে আসন পায় প্রধান যে জন,
বামেতে বসিতে ঠাঁই সাধারণ লোকে।

শনি। কি কারণ হেন গর্ব্ব শ্রীবৎস রাজন ?
আমি শনি, যার নামে কাঁপে চরাচর,
তার প্রতি গর্ব্ব এত ! বিধিমতে ইথে
দিব তোরে প্রতিফল—দেখিব কে পারে
রক্ষিতে আমার কোপে, রে অবোধ নর !

উপহাস সুরপ্রতি ! ছুটিতে গগন-
পথে পতঙ্গের সাধ ? খদ্যোত-আলোকে
নিশার তিমির রাশি করিবে বিনাশ ?
অচিরে এ গর্ব্ব তোর দিব রসাতলে—
তেজ, দর্প, অহঙ্কার—গৌরব অসার
চূর্ণিব নৃপতি আমি—কে রক্ষিবে তোরে ?
শ্রেষ্ঠ হল তোর কাছে, হীনা সে রমণী—
সিন্ধুর দুহিতা—অপমান হেন প্রাণে
সহিতে হইল মোরে ! ধিক্ ধিক্ তোরে,
ধিক্ হেন রাজকার্য্যে, ধিক্ রে বিচারে—
দারুণ সন্তাপভোগ আছে তোর ভালে।
অতুল রাজত্ব-সুখ—স্বর্ণ সিংহাসন—
সুন্দর সুরেন্দ্রপুরী—এ নগরী তোর
করিব রে ছার খার—দাবানলরূপে।
ঘন ঘন উল্কাপাতে—ভীম বজ্রাঘাতে
দহিব দহিব নৃপ—তোর এ সংসার—
দেখিব দেখিব আমি—কে রক্ষিবে তোরে ?
অধিক কি কব আর—চলিনু এখন।

[সক্রোধে শনির প্রস্থান।

লক্ষ্মী। মনসাধ পূর্ণ মম করেছ নৃমণি!
রহিব অচলা হয়ে প্রাসাদে তোমার।
ধনরত্নে পরিপূর্ণ রাখিব ভাণ্ডার,
ফলফুলে শুশোভিত রহিবে নগরী,
অন্নাভাব রাজ্যে তব না হবে কখন,
দিনেকের তরে দুঃখ কভু না ঘটিবে।
সুখে কর রাজ্যভোগ, লভহ সুযশ,
চির আশীর্ব্বাদ মম—যাই সুরপুরে।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

শ্রীবৎস। ওহো একি মনস্তাপ পাইনু সচিব!
সুবিচারে অবিচার করিলা আমায়
রবির নন্দন হায়!—একি দেবমায়া!
আর নাহিক নিস্তার—নিশ্চয়(ই) সংসার
হবে ছার খার মন্ত্রি, শনির সন্তাপে।
বাড়িল বিষম বেগে—উদ্বেগ উদ্বেল
উথালি পাথালি হায় ভাঙ্গিছে হৃদয়—
নেহারি নয়নে বিশ্ব অন্ধকারময়!
বুঝিলাম স্থির মনে, ছলিতে বিধাতা
পাঠালেন মোর পাশে কমলা শনিরে—
বাধায়ে বিবাদ-সূত্র—শ্রেষ্ঠ কেবা দোঁহে

হীনবুদ্ধি নর আমি, সাধ্য কিবা আছে,
হেন প্রশ্নে উত্তরিয়া তোষিতে উভয়ে।
মানবের বুদ্ধিবল পরাস্ত নিয়ত,
দেবের কৌশল কাছে! কার্য্যক্ষেত্র ধরা-
মানব-পরীক্ষা ঠাঁই—কখন কাহার
ভাগ্যে হয় কি ঘটন, কে করে নির্ণয়?
বিধাতাই একমাত্র কার্য্যের কারণ।
ধর্ম্মপথে ভ্রমে যেই, সুখী সেই ভবে—
পাপীর নিয়ত দুঃখ বিধানে তাঁহার।
কার্য্যদোষে হল বুঝি পাপের সঞ্চার—
রক্ষিতে সংসার ধর্ম্ম, তাই রুষ্ট বিধি।

মন্ত্রী। অপরূপ দেবমায়া বুঝিতে না পারি—
দুর্ব্বোধ বিষম তাহা, কি বুঝিব আমি;
অপরূপ অবিচার শনির নিশ্চয়!
কিন্তু নরমণি—কহি করযোড়ে আমি—
করুন সুস্থির চিত্ত, স্মরিয়া এখন
সৌভাগ্যরূপিণী লক্ষ্মী—করুণা তাঁহার
নারায়ণ-জায়া সেবা চাই পদে পদে,
কেমনে জীবনে তাহে হইবে অন্যথা।
ভবিষ্যে শনির কোপ, কিবা স্থির তায়

উপস্থিতে বিষ্ণুজায়া সুখের নিধান;
তাঁর না রাখিলে মান, হয় লক্ষ্মীছাড়া—
দীন ভাবে যায় দিন, এ বিশ্ব-সংসারে!
সে হেন লক্ষ্মীর যবে রহিল গৌরব,
কি ভাবনা আর তবে—হবেন অচলা
চঞ্চলা সে দেবী—আপনার গৃহে দেব।

শ্রীবৎস। জানি আমি সব মন্ত্রি—লক্ষ্মীর কৃপায়
থাকে হাস্যময় সদা মায়াময় পৃথ্বী।
কিন্তু কুচক্রী সে শনি—কুচক্রে তাহার
উগারে বিষম বিষ—ভ্রূকুটী ভ্রূভঙ্গে
উথলে অনল রাশি, হয় উল্কাপাত!
কঠোর কটাক্ষে তার—নয়নের কোণে
ঢেলে গেল যেই অগ্নি—পশি লোমকূপে
ছুটিল শোণিত সনে মস্তিষ্কে আমার।
জ্বলে সে অনল যেন চিতানল হায়!
শিরা মাঝে ছুটে ছুটে—তড়িতের বেগে
দহিছে হৃদয় মন—যাতনা বিষম!
মনস্তাপে পূর্ণ হৃদি—শনির সন্তাপে।

ব্রাহ্মণ। সবল হৃদয় তব, কেন নরমণি!
শনির সন্তাপে তনু করিছ তাপিত?

গরল উগারে ফণী—জেনে শুনে কেবা
সেই বিষ হাতে লয়ে দেখে বার বার ?
না ভাব ওকথা আর, নিবেদি তোমায়—
রাজকার্য্যে অর্প মন—আপন সমীপে
অবিচার কখন কি হয় সংঘটন ?
যুক্তিমত কার্য্য যাহা, সাধিয়াছ তুমি—
কমলা থাকিতে কভু শনি পায় মান ?
কেন তবে ম্লানমুখে, বিচলিত মনে,
মানসে অবৈধ চিন্তা করিয়া সঞ্চার ?
কেন ভাব হেন ভাবে ? যাঁর মুখ চেয়ে
নগরনিবাসী যত উল্লাসিত প্রাণে—
সাধিতেছে গৃহধর্ম্ম প্রতি ঘরে ঘরে ;
বিষাদ-কালিমা মাখা তাঁহার বদন
হেরিয়া কাঁদিবে সবে—ফাটিবে পরাণ !

শ্রীবৎস। না পার বুঝিতে দ্বিজ, কি যে করে মন।
যতই বুঝাই কিছু প্রবোধ না মানে।
রাজ্য ধন সিংহাসন নয়নে আমার,
নহে আজি তৃপ্তিকর—শোকের বারিধি
ভাসিছে নয়ন-পথে—নিত্য অনিবার—
প্রবল তরঙ্গ তায় প্রলয়ের প্রায়—

পার হতে হবে মোরে—ভাবনা সতত।
হিতকথা যত এবে পশে কর্ণে মম
গরল সমান হায়! বুঝিয়া বুঝিতে
নারি, একি অপরূপ! যাই অন্তঃপুরে—
পাইব তথায় ত্রাণ, চিন্তানল হতে।
রাজকার্য্য—গুরুভারে নাহি বশে মন,
চঞ্চল হৃদয়গতি—কর সভা ভঙ্গ।

[রাজার প্রস্থান ; পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজধানী-পথ।

(ব্রহ্মার প্রবেশান্তর গমন করিতে করিতে)

কার্য্যমত লভে ফল মানব-জীবনে।
দ্বিভাবে সৃজিত ধরা, বাসনা যে যার,
পুরাইছে সেই মত—আস্তিক নাস্তিক
সত্য মিথ্যা পাপ পুণ্য মঙ্গলামঙ্গল,
সুখ দুঃখ সমভাবে হতেছে ঘটন।
দেব শ্রেষ্ঠ নর হতে খ্যাত চরাচরে ;

অনাদি অনন্ত শক্তি দেবের প্রধান—
দেবের বিপক্ষ পক্ষ অসুর নিকর
পূজ্য লোকে দেব সম, না আছে বিভেদ।
রবি, শশী, উপগ্রহ, গ্রহ, তারাদল,
পালিছে ঈশ্বর আজ্ঞা নিজ নিজ পথে
করিয়া ভ্রমণ নিত্য—মানবের ভাগ্যে
শুভাশুভ ফল যত হতেছে নির্ণয়।
সদাশয় পুণ্যবান শ্রীবৎস নৃমণি
সত্যব্রতে সদা রত—হায় দৈববশে
কুক্কুরে করিল পান স্নাত বারি তাঁর।
কঠোর সপ্তম গ্রহ এই ছিদ্র দেখি
পূর্ব্বকৃত অপমানে প্রতিশোধ হেতু
হইল প্রবিষ্ট ;—ধন ধান্য পরিপূর্ণ—
মরি এ নগরী, অচিরে হইবে নষ্ট।
আমি অগ্নি, হিত কা'র হয় মোর হ'তে,
কেহবা অসুখী চির স্পর্শনে আমার।
অহিত করিতে ভবে সবে শ্রেষ্ঠ শনি ;—
হেন স্থলে কার্য্যে মোর না দেখি সুযশ—
সুখ্যাতি অখ্যাতি মম কার্য্য পরিচয়ে।
সাধিতে শনির কাজ মোর আগমন

Acc 22180

সম্মান না ঘটে কভু দুর্জ্জন মিলনে—
করিতে দাহন রাজ্য আজি মোর ব্রত।

[প্রস্থান।

পবনের প্রবেশান্তর গমন করিতে করিতে।

বিশুদ্ধ ধর্ম্মের পথ দুর্লভ মানবে—
মোহ হতে পায় মুক্তি, পথিক সুজন।
সাবধান সাবধান প্রতি পদে পদে!
সম্মুখে কণ্টকাবৃত, অন্তে মনোরম!
শুদ্ধমতি নরপতি, চিত্রধরসুত—
পুণ্য-ব্রত সার-কার্য্য জীবনে তাঁহার।
প্রতিহিংসা হেতু শনি, সাথে লয়ে মোরে
প্রবেশিল পুরে—হায় জগত-জীবন
বলে আদরে আমারে, যত মর্ত্ত্যবাসী—
জুড়ায় তাপিত প্রাণ, মৃদুল হিল্লোলে।
ধীরে ধীরে ঘরে ঘরে ফিরিয়া বেড়াই—
জগতের সর্ব্ব ঠাঁই মোর গতি বিধি।
সেব্য আমি লোকে সদা;—পুনঃ ভীমবেশে
করি নাশ, এ জগতে সৃষ্ট যাহা কিছু।
মন্দির, প্রাচীর, গৃহ, তরু, লতা আদি,
ভয় করে সবে মোরে,—শনির কথায়

নিজ নিজ কার্য্যে রত হয় যে যাহায়।
ভালবাসে ভববাসী আমার কিরণ—
জগতের চক্ষু বলি, সকলে আদরে।
জীবের আহার যত, আমিই যোগাই।
ঝড় বৃষ্টি, ধূমকেতু, উল্কাপাত আদি
হেন যাহা এ ধরায় আছে অমঙ্গল—
আমা হ'তে সমুদয় হয় সংঘটন।
শনি মম প্রিয়পুত্র, রাখিতে সম্মান
তার, আজি উপনীত—দুর্ভিক্ষ, মড়কে
রাজ্য যাবে ছার খার! না বুঝে ভূপতি
বাড়ায়ে কমলা মান, হতাদরে শনি।

[প্রস্থা

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিন্তার গৃহ।

(চিন্তাদেবী ও সখী আসীনা।)

সখী। অমঙ্গল চিন্তা দেবি, কর পরিহার—
সুখ দুঃখ সম্মিলনে মানব-জীবন।
নয়নের তৃপ্তিকর চারু শশধর,

তাহাতে কলঙ্করেখা—কি আছে নির্ম্মল
সখি দেখাও আমারে ? যাইতেছে দিন—
সহচরীবেশে আশা ফিরে সাথে সাথে;—
জীবনের অন্ত সনে ইহার বিলীন।
চাহিয়া সন্তানমুখ, পতিপ্রাণা সতী
পতির বিরহশোক যায় দেখ ভুলে।
জননীর ক্রোড় হতে কঠোর করাল
কাড়িয়া লইছে শিশু—হায় অনাথিনী
স্নেহের আধার সুত বিসর্জ্জন দিয়া
পুনঃ সে সংসার-ব্রত করিছে পালন।
তবে কেন প্রিয় সখি, দেখ বিবেচিয়া,
হতাশ হইয়া আজি, মগ্ন কুচিন্তায় ?
ঘটিছে অহিত রাজ্যে দৈবের ঘটনে,
শোভিবে পূর্ব্বের মত পুনঃ এ নগরী।
দুঃখ অন্তে সুখ আসে প্রকৃতির ধারা—
বৃথা কর রাজরাণী বিলাপ এরূপ।

চিন্তা। রাজ্য নাশ,—প্রজা ক্ষয়, হেরি পদে পদে—
কেমনে প্রবোধি মনে বললো স্বজনি !
অনাহারে মরে লোক, হাহাকার ধ্বনি
ঘরে ঘরে হয় আজি—হায় রে কপাল !

জনাকীর্ণ অনুক্ষণ ছিল যে নগরী,
যাহার সুষমাদামে মোহিত মানস,
কি হ'ল তাহার দশা!—কোথাও অনল-
শিখা ধক্ ধক্ জ্বলে, কোথাবা প্লাবনে
ভাসাইয়া লয়ে যায় গৃহ আদি যত,
কোথাও বা সমীরণ বহি ভীম বেগে
ভাঙ্গিছে পর্ব্বত-চূড়া, মন্দির, প্রাচীর;
শ্মশান হয়েছে পুরী—ঘটিতেছে নিত্য
নিত্য অশুভ ঘটন, নব নব ভাবে।
চিরকাল সুখে হায় করিয়া ক্ষেপণ
এ দুঃখে জীবন কি লো যাপিতে হইবে?
উদার সরলমতি প্রিয় মহারাজ
অনশনে, দীনমনে, ভাবিয়ে ভাবিয়ে
ভ্রমিছেন পথে পথে—রে দারুণ বিধি!
কি দোষে এ মনস্তাপ ঘটালি দোঁহায়।

(নেপথ্যে পদধ্বনি।)

সখী। আসিছেন মহারাজ বুঝি অন্তঃপুরে—
সম্বর শোকের বেগ, অয়ি প্রিয়সখি!
প্রবোধিতে চিন্তাতুর মহারাজ-হৃদি

তোমা বিনা আর তাঁর কে আছে ভুবনে ?
প্রচণ্ড তপনতাপে তাপিলে মেদিনী
জলধর ঢালে ধারা জুড়াইতে তায়—
তবে কেন ম্লানমুখে রয়েছ বসিয়া ?
হেরি তোমা শোকমগ্না কাঁদিবে রাজন—
উচিত না হয় তব রোদন এখন।
সেতারের তারে বাঁধা পর্দ্দে পর্দ্দে সই,
ঝঙ্কারে উথলি যথা সুতান সুলয়
শোকাতুর প্রাণে ঢালে অমৃতের ধারা—
নিভায় যাতনা তার—মরমের ব্যথা ;
তেমতি সুকণ্ঠে তব, সুধামাখা মুখে
সান্ত্বনার সুধাধারা পাইলে রাজন,
ঘুচিবে যাতনা তাঁর—জুড়াবে জীবন।
কর এবে তাই সখি—চলিনু এখন।

[প্রস্থান।

(শ্রীবৎসের প্রবেশ।)

শ্রীবৎস। জীবন-সঙ্গিনি—মম হৃদয়ের নিধি !
নিবার নয়ন-বারি ! অবোধের মত
করিছ রোদন কেন ? দেখহ ভাবিয়া

সুখ দুঃখ ভুঞ্জে নর নিজ কার্য্যফলে।
মানব-জীবন পূর্ণ ঘটনার-স্রোতে—
প্রবল তরঙ্গ কভু, মৃদুল কখন—
যখন যে ভাবে ছুটে নাহি বাধে মানা।
রোধিতে তাহার গতি শক্তিহীন নর—
একমাত্র জগদীশ বারিতে সে রোধ।
সসাগরা পৃথিবীর হয়ে অধীশ্বর
পাই হেন মনস্তাপ দৈবের ঘটনে—
ইথে করি প্রতিকার কি সাধ্য আমার ?
অবশ্য যাপিব দুঃখে—ধাতার বিধান।
চিন্তা। প্রাণনাথ, শুনি লোকে, দয়াল বিধাতা—
এই কি হে কৃপা তাঁর ? হায় চিরদিন
হৃদয়-আসন পাতি, বসায়ে যতনে
চরণ যুগল তাঁর ভকতি-কুসুম-
দামে করিয়া অর্চ্চনা, এ দারুণ তাপ
মিলিল সেবকে ! ওহো বুক ফেটে যায় !
সোণার নগরী আজি হ'ল ছার খার।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ—
হেন ভূপ-দেহে হ'ল শনির প্রবেশ।
শ্রীবৎস। শনিপূর্ণ রাজ্য এবে, অয়ি চিন্তাদেবি !

না কর বিলাপ আর—সাধিতে মঙ্গল
অমঙ্গল কার্য্য যত হতেছে ঘটন।
শুন মোর কথা, যাই আমি রাজ্য ত্যজি।
সকল হইল নাশ—প্রজাপুঞ্জ দুঃখ
না পারি দেখিতে আর—অনাহারে মরে
লোক, শকুনি গৃধিনী খেলিতেছে রঙ্গে—
ভ্রমিতেছে দলে দলে শৃগাল বায়স।
মনোহর রাজধানী হয়েছে শ্মশান—
চারিদিকে আর্ত্তনাদ—বধির শ্রবণ—
পুত্র হারা পুত্রবতী, পতি হারা সতী—
করিতেছে হাহাকার—অকাল মরণ—
অনিবার এই দশা নয়নের পথে।
অনাবৃষ্টি, উল্কাপাত, দুর্ভিক্ষ, মড়কে
ব্যাপিয়াছে সর্ব্ব ঠাঁই—ভীম প্রভঞ্জনে
ভাঙ্গিয়া পর্ব্বত চূড়া, অট্টালিকা যত,
করিতেছে পরিণত সমতল ভূমে।
স্থানে স্থানে গৃহ দাহ, প্রচণ্ড তপন
ভাতিয়া গগন-ভাগে প্রখর কিরণে
ঝলসিছে অঙ্গ সবে অগ্নি কণা সম—
সকল আমার তরে হেন দুর্ব্বিপাক!

বিদায় হইলে আমি ত্যজি এই পুরী,
শোভিবে সে পূর্ব্ব শোভা, অনুমানি মনে—
বনবাসে কাল মম করিব ক্ষেপণ।

চিন্তা। হা বিধি ঘটিবে হেন না জানি স্বপনে,
এই কি বিচার তব ওহে দয়াময় ?
পর্ব্বতে করিতে পার ধূলিকণা তুমি—
দেখালে কৌশল ভাল—রাজ্যপতি যেই,
কর তারে বনবাসী !—হও প্রতিকূল—
যা আছে তোমার মনে করহ সাধিত—
কি ক্ষতি তাহায় ? হইতাম আমি যদি
সুখ-বিলাসিনী, রাজ্য-ভোগে অনুরাগ
থাকিত আমার, পাইতাম মনস্তাপ !
কিন্তু, দেখ, ভিখারিণী যে সুখের লাগি,
কানন-বাসিনী হ'ব সেই সুখ-ভোগে—
এই ভিক্ষা, তব পদে যাচে অভাগিনী—
বনবাসে বিড়ম্বনা না করিও মোরে।

শ্রীবৎস। সে কি প্রিয়ে ! কও কথা উন্মাদিনী মত—
বনে যাবে তুমি,—কভুনা সম্ভবে হেন !
বনচর, নিশাচর, বিষধর আদি
শ্বাপদের বাসভূমি—ত্রাসিত করিবে

প্রাণে ;—তাদের গর্জ্জনে, বিহ্বলা হইবে—
সে সব ভীষণ মূর্ত্তি করি দরশন।

চিন্তা। ছায়া যথা নিরন্তর কায়ার সঙ্গিনী,
তব সহচরীভাবে দুঃখিনী তেমতি।
শ্রীহীন এ রাজ্যে আর নাহি বশে মন—
বিজন কাননভাগে থাকি তব সনে
লভিব পরম সুখ—শান্তির নিধান
হইবে সে রাজপুরী ; নিরখি নয়নে
তোমার সহাস্য মুখ—পাশরিব দুঃখ—
না কর অন্যথা নাথ দাসীর মিনতি।

শ্রীবৎস। চিন্তাদেবি! হেন চিন্তা কর পরিহার।
বনবাসে নব ক্লেশ নিত্য পদে পদে—
কি ভীষণ স্থান বন না জান সুন্দরি!
কত শত দুরারোহ মহীরূহ-গিরি—
মরীচিকাময়ী মরু, উপত্যকা ভূমি
লঙ্ঘিতে হইবে পথে ;—ভয়াল কুম্ভীর
আদি জলজন্তুবাস নদ নদী কত—
সন্তরণে পার হেতু পড়িবে সম্মুখে।
বল্লরী-লতিকাপূর্ণ দুর্গম কাননে
যাইতে হইবে কভু, কোথা বা সঙ্কীর্ণ—

পথ—আকীর্ণ-কণ্টকে, বাধা দিবে গতি।
জল-শূন্য কোন ঠাঁই হইবে গোচর,
অনাহারে যাবে দিন নাহি যথা ফল।
গিরি, গুহা, বৃক্ষমূল পত্রের কুটীরে
হইবে যাপন নিশা পর্ণশয্যা পাতি—
কভু বা প্রকৃতি কোলে—অনাবৃত স্থানে
ঢালিব ধূলায় অঙ্গ রজনী ক্ষেপণে ;
নিদাঘে তপন-তাপ, শীতের হিমানী,
বরিষায় বারিধারা বহিব মস্তকে।
রাজকুল-বধূ তুমি অয়ি প্রাণেশ্বরি,
পালিতা নিয়ত যত্নে—কোমলতা ছবি,—
কোন প্রাণে দিব বলি নিবিড় অরণ্যে ?
হিমলতা বাঁচে কভু মরুর মাঝারে ?
বিকাশে কি স্থলভাগে জলজ কুসুম ?
শীতল চন্দন-বাসে জুড়ায় শরীর,
কর্পূর মিলালে তায় থাকে কি সৌরভ ?
থাক গৃহে! গৃহলক্ষ্মী কে রাখে বাহিরে ?

চিন্তা। বিজন কানন বন যদিও ভীষণ,
তা হ'তে ভীষণ নাথ বিচ্ছেদ তোমার।
হইবে আঁধার পুরী—এ রাজ ভবন—

মলিনা যামিনী যথা চন্দ্রিমা বিহনে।
বিরহ বিষম ব্যাধি বধিবে জীবন—
না পারি রাখিতে প্রাণ তব অদর্শনে ;
থাকিলে তোমার সাথে কি ভয় শ্বাপদে ?
দুর্গম কানন বন আনন্দে ভ্রমিব ;—
নিরখি ও মুখচন্দ্র চকোর-নয়ন
পরিতৃপ্ত হবে সদা—পথশ্রম, ক্ষুধা
তৃষ্ণা দূরে যাবে সব, দেহ অনুমতি
নাথ, নিবেদি চরণে—যাইব কাননে
তোমা সনে, সাধ মনে, না হও বিরূপ।

(চরণে পতিত।)

শ্রীবৎস। উঠ উঠ প্রিয়তমে পতিপ্রাণা সতি !
নিষেধিনু দুঃখ হেতু হইতে সঙ্গিনী
মম বন-পথে ; গৃহে যদি বাড়ে দুঃখ,
চল বনে, করি তোমা কণ্ঠের ভূষণ
হইব বাহির আজি—মণি, মুক্তা, হীরা
আদি প্রবাল প্রস্তর—যাহা কিছু আছে
বসন ভূষণ, লও বস্ত্রে আচ্ছাদিয়া।

চিন্তা। জুড়াল তাপিত প্রাণ তব কথা শুনে,
অবলার পতি মাত্র জীবনে সহায়—

সেবিব স্বামীর পদ সদা সাধ মনে।
সম্পদ বিপদ তাহে কিবা আসে যায়;
যথায় যাইবে তুমি, যাইব তথায়;—
লভিবে স্বর্গের সুখ ও পদ-কমলে
দাসী করিয়া শয়ন; তব কথা মতে
লইতেছি রত্নরাজি কাঁথার ভিতরে।
না সহে বিলম্ব নাথ, চল শীঘ্র যাই—
ক্ষণেক এ পাপ পুরে কে চায় থাকিতে?

শ্রীবৎস। চল প্রিয়ে, যাই তবে, থাকিতে যামিনী,
লোকালয় পরিহরি—জাগিবে নগর-
বাসী উষার আগমে,—না দিবে যাইতে।
পশ্চিম গগনে শশী—আর নিশি নাই,
প্রভাতের শুকতারা ওই দেখ ভাতে;
এখনি তারকা-মালা সুধাকর সনে
বিলীন হইবে নভে—বিষাদে তিমির-
রাশি পশিবে বিজনে; ভীষণ আঁধার—
বিষাদের ধার-দোঁহে—ধরি তার গলে
চল যাই গৃহ ত্যজি—যথা মন চায়—
না জানি বিধাতা ভালে পুনঃ কি ঘটায়।

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ব্ভাঙ্ক।

কানন পথ—অদূরে মায়ানদী।

(শ্রীবৎস ও চিন্তার প্রবেশ।)

শ্রীবৎস। দেখিতে দেখিতে দিন যাইছে চলিয়া,
মিলাইতে অনিবার অনন্ত সময়ে—
বহু দূর আসিয়াছি মোরাও তেমতি।
নগরের কোলাহল না পশে শ্রবণে,
লোকের জনতা আর না পাই দেখিতে,
যে দিকে ফিরাই আঁখি হেরি তরুরাজি।
নগরের দৃশ্য আর না হয় গোচর,
ভয়াল ভল্লুক আদি হিংস্র-জন্তুবাস
এ কানন ভূমি—ওই দেখ ফেরুপাল
ভ্রমিছে নির্ভয় চিতে—গহন এ বন
যত যাই আর দূর বোধ সমুদায়;—
অনন্ত ব্যাপিয়া যেন এ বিটপী-ধারা।
রবি অস্তমিত হায়, আইল গো-ধূলী,
ঢাকিল মেদিনী বপু আঁধার বসনে,

তারকার হারে সাজি, সুনীল আকাশে
সুধা ক্ষরে সুধাকরে—শীতল ভুবন—
ফুটিল কুসুমরাজি, পরিমল লয়ে
মৃদুল মৃদুল বহে সন্ধ্যা-সমীরণ ;
আইল বিহগকুল কুলায় যে যার—
প্রশান্ত মূরতি ধরা করিছে ধারণ,
সাজিল প্রকৃতি রাণী সুচারু ভূষণে—
মানব লভিল শান্তি সংসারের শ্রমে।
বিলাস-সদন নিশা—গৃহবাসী জনে
হৃদয়ের শান্তি তবু নাহি লভে তায়—
দুরন্ত তস্কর—দস্যু-অপযোনি ভয়ে—
যদবধি নিদ্রাদেবী নাহি লয় কোলে।
ভীষণ রজনী আর পরবাসী জনে—
সুত দারা পরিজন কে আছে কেমন
নিয়ত এ চিন্তা তার হৃদয়ে জাগায়।
ব্যাধির বেদনা বাড়ে যামিনীর যোগে,
প্রণয়-বিরহী জনে নিদ্রা নাহি হয়—
এ হতে ভীষণ প্রিয়ে দেখ পান্থজনে—
প্রান্তর মাঝারে পড়ি হয়ে নিরুপায়
শূন্যময় হেরে ধরা নয়নে তাহার।

ভেবে দেখ প্রিয়তমে কি দশা মোদের—
সম্মুখে কানন ভূমি—খাদ্য অন্বেষণে
দলে দলে নিশাচর হতেছে বাহির।
ওই শুন ঘন ঘন গভীর গর্জ্জনে
ফাটায় গগন বন—ফুরাল জীবন
বুঝি শ্বাপদের হাতে, নির্জ্জন এ বনে।

চিন্তা। চল নাথ পশি বনে—হেরি বন-শোভা
মোহিত হইবে প্রাণ, ত্যজি গৃহবাস
বনবাসী দোঁহে আজি, সংসার-আশ্রম-
চিন্তা—বিষাদের মূল—আর কেন চিত
তাহে কর অভিহিত—যা করেন বিধি,
ঘটিবে তাহাই ভালে—কি ভয় কাননে।

শ্রীবৎস। রাজার দুহিতা প্রিয়ে, রাজার ঘরণি,
পড়িয়া অভাগা হাতে কি দশা তোমার ;
না জানি সাহসে কিবা বাঁধিয়াছ বুক!
কোমল কমল-পদে কণ্টক-অঙ্কুর
কতই ফুটিছে এবে—কোমলরক্তিম
পদ্ম নখাঘাতে যেন শতধা বিক্ষত!
আহা মরি প্রিয়তমে! সদা সুখ ভোগে
কাটিয়াছে দিন যার, যে চারু বদন

রবি শশী নিরন্তর বিকাশি গগনে
নারিল দেখিতে ; আজি সেই দীনবেশে
পথে পথে ভ্রমিতেছে অনাথিনী প্রায় !
শনিগ্রস্থ দেহ মম, গত রাজ্য ধন,
যথায় যাইব আমি, ঘটিবে অশিব !
দোঁহার জীবন মাত্র রেখেছেন বিধি
ভুঞ্জিতে শনির কোপ—শুন প্রাণেশ্বরি
উপায় না দেখি আর, যাও পিতৃ ঘরে।
সরলা সরল মতি কিছুই না জান,
পশিতে কাননভাগে তাই সাধ মনে।
রাখ কথা, প্রিয়তমে, না পারি দেখিতে
তোমার এ দুঃখ আর, জনক ভবনে—
যাও, সুখে কর বাস ;—সুখী হব প্রাণে
হেরিলে তোমায় সুখী—নারী সাথে পথে
না হয় উচিত মম করিতে ভ্রমণ।
যথা তথা যাবে দিন—শনি ত্যাগ কভু
যদি ঘটে ভালে, পুনঃ হইবে মিলন।
ওই যে অদূরে শোভে চিত্রসেন পুরী—
যাও এই পথে—থাকিবে আদরে সদা।
চিন্তা। আর না শুনাও নাথ এ দারুণ বাণী,

শ্রবণ বধির হ'ক এ কথা শ্রবণে—
নাসায় না বহে যেন নিশ্বাসের শ্বাস,
নয়ন হারায় যেন দর্শনের গতি।
পতির বামাঙ্গ সতী ভেবে দেখ মনে—
যাব আমি পিত্রালয়ে, বিষম শঙ্কটে
নাথ ফেলিয়া তোমায়! সেবিতে চরণ
দাসী আসিয়াছে সাথে—তব সনে গতি
মম, পরাণ থাকিতে না পারি ছাড়িতে
তোমা—ত্যজ এ বাসনা, ত্যজিলে আমায়
হাসিবেক অরিকুল, মরিব জীবনে।
দাসীর মিনতি নাথ করহ শ্রবণ,
দুঃখিনীর সাধ—সদা নয়নে নয়নে
রাখি নিয়ত তোমায়, জুড়ায় জীবন।

শ্রীবৎস। একান্ত যাইতে সাথে, দুঃখ ভুঞ্জিবারে,
করেছ মানস যদি সুচারু-হাসিনি!
না দিব ও হৃদে ব্যথা, চল যাই তবে;
না রাখিলে বারে বারে নিষেধ আমার।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। করি আশীর্ব্বাদ দোঁহে—শুভক্ষণে আজি
যাও বন-পথে—গ্রহ দোষে দুঃখ হেন।

পাবে পুনঃ রাজ্য ধন—শোভিবে নগরী
সে চারু সুষমাদামে শোভিত যেমন।
সাথে সাথে আছি সদা—না কর আশঙ্কা,
স্মরিলে হইবে দেখা—বিদায় এখন।

চিন্তা। অকূল তটিনী নাথ পশিতে এ বনে,
কেমনে হইব পার,—না দেখি তরণী!

শ্রীবৎস। লিখেছে ললাটে বিধি, বিধি যেইমত,
অবশ্যই তার ফল ভুঞ্জিতে হইবে।
ভাবিয়া কি হবে আর, এস বসি কূলে
বিরলে হৃদয়-দ্বার করি উদ্ঘাটন।

(তরি সহ নাবিকবেশে শনির প্রবেশ।)

নাবিক। কে তুমি, রমণী সাথে এবে এ নিশিতে
রহেছ দাঁড়ায়ে তটে;—কাহার ঘরণী
আজি যাও লয়ে হরে—দেহ পরিচয়।

শ্রীবৎস। শ্রীবৎস নৃপতি আমি, ওহে কর্ণধার!
সঙ্গে সতী চিন্তাবতী মহিলা আমার—
দৈবের ঘটনে মোরে বিধি প্রতিকুল;
ভ্রমিতেছি বনে বনে তাই নারী সনে—
দিবস রজনী মোর নাহি ভেদাভেদ।
পার করি দেহ দোঁহে বিলম্ব না সহে।

নাবিক। যে তাল বেতাল সিদ্ধ ছিল রাজ্যে তব,
কোথায় তাহারা এবে ? না পাই দেখিতে
কেন সচিব প্রধানে—বল হে রাজন্!
পারিষদ, অনুচর, দাস আদি যত—
তাদের ত্যজিয়া কেন বিরল বিপিনে
আসিয়াছ জায়াসহ দীন হীনবেশে ?
শ্রীবৎস। আত্মীয় স্বজন আদি বন্ধু পরিবার
বিপদ সময়ে কেহ না দেখে চাহিয়া—
সংসারের নীতি এই—বৃথা মায়ামদে
হয়ে মত্ত নাহি থাকে ধর্ম্ম পথে মতি।
আমার আমার বলে মুখেতে যতন
দেখায় সকলে—সাধিতে আপন কার্য্য।
মায়াবদ্ধ জীব যত দেখ মহীতলে,
পরিজন সুখ হেতু সতত চিন্তিত—
অন্যায় আচারে তায় নাহি করে ভয়।
না দেখে ভাবিয়া মনে ক্ষণেকের তরে,
একমাত্র পুণ্য কর্ম্ম জীবনের সাথী।
করিত যতন সবে সুদিনে আমার,
হীন দশা হেরি মোর না চায় ফিরিয়া—
অভাগার দুঃখ গাথা কি আর কহিব।

হে নাবিক, কর দোঁহে উত্তীর্ণ এখন,
বিলম্ব কি হেতু তব—কি বল ভাবিছ ?
পাইবে উচিত মূল্য—কার্য্যসমাধানে ;
হীন বলে তব শ্রম ব্যর্থ না হইবে।

নাবিক। অতি জীর্ণ তরি মম, সুবুদ্ধি আপনি
দেখহ ভাবিয়া মনে—কেমনে করিব
পার এককালে দোঁহে ?—কি জানি, মগন
যদি হই তিন জনে—কান্তা সনে তুমি
হও অগ্রে পার, পরে, কাঁথা দিব পারে।

(শ্রীবৎস ও চিন্তা কর্ত্তৃক রত্নাদিপূর্ণ বস্ত্র তরণীতে স্থাপনকরণ।)

শ্রীবৎস। লয়ে যাও ইহা অগ্রে ; পরে যাব দোঁহে।
সত্বর সাধহ কার্য্য—আশ্রয় বিহীন
মোরা এই নিশাকালে—তরিলে এ নদী
পাইব কানন-ভাগ আশ্রম কারণে।

(শনিকর্ত্তৃক তরি বেগে চালিতান্তর অদৃশ্য হওন ; মায়ানদীর অন্তর্ধ্যান।)

নেপথ্যে।

ওরে মূঢ় মতি, শ্রীবৎস ভূপতি,
দেখরে বিক্রম মম।

মত্ত অহঙ্কারে, না বুঝ আমারে,
কে আছে আমার সম ॥
ত্রিভুবন কাঁপে, সদা মোর দাপে,
স্থষ্টিস্থিতি লয় পায়।
গিরি তল যায়, সাগর শুকায়,
কোপদৃষ্টে চাহি যায় ॥
শূর, যক্ষ, নর, অপ্সর, কিন্নর,
কাতর অন্তর সবে।
না ভাবিয়া মনে, সে জনে কেমনে,
অপমান কর তবে ?
মোরে হেলা করি, স্বর্গ পরিহরি,
ভগ চিহ্ন ইন্দ্র ধরে।
বলী দৈত্যপতি, পাতালেতে গতি,
ছিল বদ্ধ করাগারে !
অতুল শকতি, দক্ষ প্রজাপতি,
ছাগমুণ্ড হ'ল তার।
হয়েছি বিমুখ, সদা দিব দুঃখ,
হবে স্ত্রীভেদ তোমার ॥
ভঙ্গিতে বিবাদ, ঘটালে প্রমাদ,
রাখিলে কমলা মান।

গত রাজ্য ধন, আপন স্বজন,
তাহে নাহি দিব ত্রাণ ॥

শ্রীবৎস। গত এবে রত্ন আদি যাহা কিছু ছিল!
হায়! ইন্দ্রজাল খেলা—ভোজবাজী প্রায়
নিমেষে শুকাল নদী, নাহি চিহ্ন তার।
বুঝিলাম, মায়াজাল করিয়া বিস্তার
সাধিল চাতুরী শনি—সাক্ষাতে মহিষি
হেরিলে শনির কার্য্য, কি আছে উপায়?
অর্থ বল, সার বল জগতের ধারা,
বঞ্চিত হইনু দোঁহে—হেন দীন ভাবে
কেমনে যাপিব দিন; অনাথের মত
পেটের আহার তরে ভ্রমিতে হইবে,
সস্নেহ-নয়নে কেবা দেখিবে দোঁহায়?
কি করিব কোথা যাব, অথবা ভাবিয়া
নাহি কিছু প্রতিকার—চল প্রিয়তমে
বন-পথে ক্রমে ক্রমে হই অগ্রসর।

চিন্তা। প্রাণনাথ অপরূপ নিরখি নয়নে—
মনে বড় পাই ভয়, হায়, রাজ্য ত্যজি
বনবাসে নাহি সুখ! রে শনি দুর্ম্মতি,
কঠোর হৃদয়ে তোর নাহি দয়া লেশ?

না জানি আর কি দুঃখ করিবি ঘটন!
ধার্ম্মিকের জয় সদা—শুনি লোক মুখে,
পরম ধার্ম্মিক বর শ্রীবৎস রাজন—
জীবনের সার ব্রত করি পুণ্য কাজ
এই তাঁর প্রতিফল! আর এ জগতে
কেহ নাহি আচরিবে ধর্ম্ম কর্ম্ম কভু।

শ্রীবৎস। ভাগ্যদোষে দোষী আমি শুনলো সুন্দরি,
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কভু না হয় খণ্ডন!
হৃদয় দিয়াছি পাতি সহিতে শনির
কোপ; না কর বিলাপ, যদি থাকে ধর্ম্ম
চরমে লভিব সুখ—স্থির ভাব মনে।
এখানে বসিয়া আর কিবা প্রয়োজন,
চল যাই বনভাগে—মোহিতে মানস
প্রকৃতির শোভা বিনা আর কিছু নাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিত্রধ্বজ বন।

(ভাগ্যদেবী আসীনা।)

গীত।

গিরি নদ নদী বিপিন বিজন,
নির্ঝর জলধি বন উপবন—
যখন যে ঠাঁই নরের গমন,
মোর গতি বিধি নিয়ত তথায়।
সুখ দুঃখময় মানব-জীবন,
সমভাবে চির না যায় কখন—
নিয়মের পথে যে পদ স্খলন,
দুঃখ ভোগে আমি সহচরী তায়।
দীনের কুটীর, রাজার প্রাসাদ,
যা আছে ভুবনে, আমার প্রসাদ,
বিপদ সম্পদ, হরিষ বিষাদ,
আসে যায় লোকে, ছলিতে আমায়।
ধরমসংযত শ্রীবৎস ভূপতি,
শনি বাদী তাঁরে করে অধোগতি;
তাই নৃপ সনে কাননে বসতি,
ভাগ্যদেবী আমি সকলে সহায়।

[অন্তর্ধ্যান।

(শ্রীবৎস ও চিন্তার প্রবেশ।)

চিন্তা। মরি কিবা রম্য স্থান এই বন ভাগ—
তমাল, পিয়াল, শাল, বৃক্ষ নানা জাতি
ফল ফুলে সুশোভিত ; যে দিকে ফিরাই
আঁখি, নব নব ভাবে করিছে মোহিত।
এত যে সন্তাপপূর্ণ ছিল চিত মোর,
আনন্দ সঞ্চার তাহে হইল এখন।
না পারি চলিতে নাথ, নিবেদি চরণে,
ক্ষণেক বিশ্রাম কর বসিয়া হেথায়।
কল কল নাদে ওই চলিছে তটিনী—
নির্ম্মল সলিলে তৃষা হইবেক দূর ;
শ্যামল পর্ব্বত রাজি বৃক্ষলতা দলে,
মল্লিকা মালতী যাঁতি হয়ে বিকসিত
বিলায় অনিলে বাস—জুড়ায় শরীর
সমীর হিল্লোলে নাথ—পরিশ্রান্ত জনে
বিরাম-সদন, এই সুচারু কানন।
বহুদূর পথ দোঁহে করেছি ভ্রমণ—
অবশ হয়েছ তুমি ক্ষুধায় তৃষায়,
থাক নাথ ক্ষণ তরে, কর শ্রান্তি দূর
কুড়াইয়া ফল মূল ভরিবে উদর ;

পাইবে প্রচুর শক্তি করিতে গমন।

শ্রীবৎস। সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী অয়ি প্রিয়তমে,
ভীষণ কানন পথে আসিয়াছ সাথে—
করিব তেমতি যথা অভিরুচি তব ;
যাও স্নানে, ফলমূল করি আহরণ।

চিন্তা। অধিক কাতর নাথ হইয়াছ শ্রমে—
যাও অগ্রে স্নানে তুমি, পরেতে যাইব।

শ্রীবৎস। অনুক্ষণ যত্ন তব মোর সুখ হেতু,
জানি আমি প্রিয়তমে! সুখের কারণ
মিলায়েছে বিধি নারী পুরুষের সনে,
কামিনী প্রকৃতি যদি না হ'ত কোমল
সংসারের ধর্ম্ম কর্ম্ম কভু না চলিত ;
জীবনের প্রতি কার্য্যে রমণী সহায়।
লভি শান্তি ক্ষণকাল এই তরু মূলে,
যাও প্রিয়ে স্নানে তুমি—যাইতেছি আমি।

চিন্তা। জীবনের সার ব্রত পতির আদেশ
করিতে পালন, যাই নাথ আমি তবে।

[চিন্তার প্রস্থান।

শ্রীবৎস। কোথায় কমলাপতি—অগতির গতি
দীননাথ! কৃপা-নেত্রে কর দরশন

এ পাপী তাপীর প্রতি—তুমি না দেখিলে
কে আর দেখিবে ? ভীষণ এ বনভাগে
শ্বাপদ হিংস্রক যত সদা করে বাস,
ত্রাসে কাঁপে কলেবর—ওহে ভয়হারি !
দাও হে ভকতে স্থান চরণ-কমলে।
হীনমতি দাস আমি—হীন এ জগতে—
শঙ্কটে পড়েছি হেন, তাই দীনবন্ধু
ডাকি বার বার ; এবে ভরশা আমার
পদছায়া তব, কর দয়া দয়াময়।

দৈববাণী। না হও অধীর ভূপ, কর অবধান—
যত দিন এই বনে করিবে যাপন,
না আছে আশঙ্কা কিছু—করহ ভ্রমণ
সুখে—যথা ইচ্ছা হয় ; হেরিব নিয়ত
দোঁহে;—আছি সাথে সাথে রক্ষার কারণ।

শ্রীবৎস। চরিতার্থ দেহ মন—করি প্রণিপাত
গদাধর পদাম্বুজে, আর নাহি ভয়
ভয়াল শ্বাপদগণে—আপনি কেশব
সহায় যাহার, কে করে অনিষ্ট তার ?
পুলকিত চিত এবে—যাই স্নান হেতু।

[প্রস্থান।

(কতিপয় ধীবরের প্রবেশ।)

গীত।

দিন গেল রে নদীর তীরে।
মোদের সকাল বিকাল, নাই কালাকাল,
মাছের তরে ঘুরে ফিরে॥
সবাই মিলে কত করে, পড়্‌বে মাছ মনে করে,
ফেল্‌লাম জাল ধীরে ধীরে।
জল ঘাঁটাই হল সার, মাছ মিল্‌লোনা কার;
রইল ডুবে অগাধ নীরে॥

প্র-ধীবর। আরে ধুম্‌সো ধাম্‌সো মামা মিন্সে
চল্‌তে যে না পারে।

দ্বি-ধীবর। দেখ্‌না চেয়ে, রইলো পড়ে,
ওই যে পগার ধারে।

তৃ-ধীবর। চল্‌না যাই তোতে মোতে, আন্‌তে তারে ধরে;
পা ফেল্‌ছে থপাস্ থপস্—ওকি চল্‌তে পারে?

চ-ধীবর। কাজের যেমন আজরে মিতে
বেধে গেছে গোল।
মামা ব্যাটার সঙ্গ নিয়ে, সকল হ'ল গোল।

প্র-ধীবর। চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, বুড়ো হয়েছে;
তবু নাকি জাল ফেল্‌তে কসুর পড়েছে।

দ্বি-ধীবর। ওই যে ব্যাটা জাল ঘাড়ে,

আস্‌ছে এই দিকে,
চলরে ভাই হাতটা ধরে টেনে আনিগে।

তৃ-ধীবর। মামা ব্যাটা নাদুস নুদুস, কেবল হুঁদারাম।

চ-ধীবর। খোদার খাসি দেখ্‌তে বটে,
চলবার নাইক নাম।

নেপথ্যে। তোদের মত ছুটে ছুটে,
পোষায় না মোর যাওয়া।

দ্বি-ধীবর। সবার আগে যাবি বলে তোর যে বড় দাওয়া।

(দুইজনের অন্তরালে গমন ও জনৈক ধীবরের
হস্তধারণান্তর প্রবেশ।)

প্র-ধীবর। চলনা মামা, থামিস্ কেন, চালানারে পা;
একে মরচি জ্বলে, সব রকমে,
জ্বালাসনাক গা।

দ্বি-ধীরব। ওবাপ! ছাড়না মোরে, গেলুম যে রে
তোদের কেটো হাতে,
যা না চলে, নাইবা গেনু,
পথে তোদের সাথে।
পায়ের গাঁটে লাগছে ব্যথা;
আর চল্‌তে পারি না;

(উপবেশন।)

বসলুম আমি বকুলতলায় ঘরকে তোরা যানা।
উহু, উহু, মরি মরি, নড়া গেছে ছিঁড়ে,
দামড়া ব্যাটারা আজ, দফা দেছে সেরে।

প্র-ধীবর। আরে মামা ব্যাটা তফাস্ করে
বসলো বকুল তলে,
ব্যাটা চায়না যেতে ঘরে।

দ্বি-ধীবর। আরে বলা, মামা শালা,
গতর নিয়ে ম'ল।

প্র-ধীবর। (দ্বিতীয়কে চপেটাঘাত করিয়া)
শালা কিরে, মামা যেরে।

দ্বি-ধীবর। বটে বটে, বাপের শালা।

প-ধীবর। (ক্রোধে) তোর পিসের শালা।

দ্বি-ধীবর। দেখ্‌লে দেখ্‌লে, আক্কেল দেখ্‌লে,
সবার সামনে গালটা দিলে!

ত-ধীবর। তুমি কি কসুর কল্লে?

প-ধীবর। গাল দেবে না—বাপের ঠাকুর কিনা;
গাল দেবেন—গাল খাবেন না।

চ-ধীবর। ওরে পেঁচো ক্ষেমা দেনা;
বেলা হ'ল ঘরকে চনা।
মামা ব্যাটা থাক না পড়ে,

কাজ কি মিছে ঝগড়া করে।

দ্বি-ধীবর। ও ব্যাটা তিন কাল কাটয়ে পাঁড় হয়েছে;
তিন কুল খেয়ে বসে আছে।
মাগটা থাকত, টেরডা পেতো।

তৃ-ধীবর। মিছে কেন গণ্ডগোল—
এখন সব ঘর্‌কে চল।

চ-ধীবর। ঘর্‌কে যাবি কেমন করে?
সুধু হাতে গেলে ফিরে,
খোকার মা যে দেবে সেরে;
ছাই পাঁস খেতে দেবে বেড়ে।

প্র-ধীবর। তাই তো কেলো, একি হল, নাইক ঘরে ভাত,
গতিক দেখে, চমকে গেনু,
কপালে পড়লো হাত।

দ্বি-ধীবর। সারা দিনটা কেটে গেল, রইল খালি হাঁড়ী,
ঘরে গেলে ট্যাঁটা মাগি, মার্‌বে ঝাঁটার বাড়ী।

তৃ-ধীবর। আরে বলা, একি জ্বালা, ভাবিস কেন বল?
মাঝের গাঁয়ে, বড় পুকুরে, জাল ফেল্‌বি চল।

চ-ধীবর। বড় বড় রুই কাত্‌লা মারলে কত ঘাই;
জালের কাছে এলনারে ভাব্‌ছি এখন ভাই।

প্র-ধীবর। চুণো পুঁটি পড়লো নাকো, নদী নালা ঘেঁটে;

আবার বলিস্ কোথায় যেতে,
খিধে লেগেছে পেটে।

দ্বি-ধীবর। খোকার মায়ের বিষম কথা,
সইবেনা তা প্রাণে।
আজকে হবে এমন ধারা কেবা বল জানে?

তৃ-ধীবর। ভাবলে রে ভাই কি আর হবে বল?
ভগার নাম নিয়ে এখন ঘরকে যাবি চল।
তিনকুল খেগো বুড়ো ব্যাটা
থাক না কেন বসে;
ওর ভাই ভাবনা কিসে।

চ-ধীবর। চল না মামা, যাচ্চে সবাই,
বসলি কেন তুই?

প-ধীবর। যানা চলে সবাই কেন, যাচ্চি নারে মুই।

দ্বি-ধীবর। আক্কেল খেগো ও ব্যাটা যে
সাধিস কেন ওরে?

তৃ-ধীবর। মোদের সাথে; আয়না মিতে,
বলচি তাইত তোরে।
দেখতে দেখতে বেলা হল,
দাঁড়িয়ে কেন বল্?
মাছ ধরতে হবে পথে, এই বেলারে চল।

[পঞ্চম ধীবর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ধীবর। (স্বগত) ছোঁড়ার দলে মিশে আমার
হাড়টা হ'ল কালি ;
তাই ত বলি—
ওদের দলে থাকব না ক আর ;
তাতেও ত নাইক পার।
রাত পোয়াতে দেরি সয়না,
খোকাদের এম্নি বায়না ;—
"মামা মাছ ধর্ত্তে চল"
"মামা মাছ ধর্ত্তে চল"
মোকে ফেলে, গেল চলে,
এইত তার ফল ?
মামা মামা করে, করে ঝালা পালা,
শালাদের যেন কেনা বাপের শালা।
শালার ঘরের শালাদের কথায়
কোন শালা আর মাছ ধর্ত্তে যায়।
দূর হ'ক গে যাক্, সে সব কথা,
ফাল্‌তো কথা—ব্যাঙের মাথা।
এখন একটু আরাম করি,
গাছের তলায় শুয়ে পড়ি।

(ভুঁড়ি খুলিয়া শয়ন।)

গাছের ছাওয়া, নরমি হাওয়া,
খাটা খুটি সকল ভোওয়া;
রোদ লেগেচে, মাথা ধরেছে
না শুলে কি রক্ষে আছে।
এখন ত থাকি পড়ে,
সাঁজের সময় যাব ঘরে।
প্রাণটা মোর উঠ্‌ছে মেতে,
একটা কেন গাইনা তবে।

গীত।

মন-পাখীরে কেমন হলি।
দেহের মাঝে হৃদয়-খাঁচা;
থাকতে পেয়ে, তুই রে তাতে,
মায়া-আটায় আটকে গেলি!
অসার যত, দারা সুত,
তাদের তরে খাটলি কত;
সবাই ফেলে, গেল চলে;
ভবের সাগর সাম্‌নে পড়ে,
তরিতে তায় কি উপায় নিলি।

তন্দ্রাগত

(এক প্রান্তে শ্রীবৎস ও চিন্তার প্রবেশ।)

চিন্তা। অদূরে বিটপীতলে দেখ চেয়ে নাথ!

লভিছে বিরাম এক করী মহাকায়।
অগ্রসর নাহি হও—নিরখিলে দোঁহে
করিবে সংহার, স্থির অনুমানি মনে।
যায় নিদ্রা অচেতনে, এই অবসরে
ত্যজি এই ঠাঁই, চল যাই অন্য কোথা।

শ্রীবৎস। শ্বাপদের বাস ভূমে সদা বাস প্রিয়ে,
চারিদিক ব্যাপ্ত হের গহন এ বন,
যথায় যাইব তথা হেরিব এ রূপ।
রাখেন বাঁচায়ে বিধি যদবধি দোঁহে,
মিত্র-ভাবে বনচরে করিব আদর।
চল প্রিয়ে, দেখি গিয়া তরুর ছায়ায়
করিতেছে কোন জীব এরে শ্রান্তি দূর।

[উভয়ের কয়েক পদ অগ্রসরান্তর।

গজ নহে প্রিয়তমে, ধীবর জনেক,
মধ্যাহ্ন তপন-তাপে করিয়াছে শ্রম ;
লভে শান্তি তাই বুঝি—ওই দেখ মৎস্য-
পাশ রহিয়াছে পাশে—জাগাই উহারে।

(উভয়ের ধীবরের সন্নিকটে গমন।)

শ্রীবৎস। ধীবর! ধীবর! ধীবর!

ধীবর। (চমকিত হইয়া) ও বাবা একি তর!

মারিস্ না বাপ—দোহাই তোরে,
ছিনু পড়ে ঘুমের ঘোরে।

(উত্থান)

শ্রীবৎস। শুন শুন মৎস্যজীবি, নাহি কিছু ভয়,
দেহ কিছু মৎস্য মোরে ভোজন কারণ।

প-ধীবর। খালি হাতে যাচ্চি ঘরে শুনুন মহাশয়,
মাছ পড়্লোনা জালে বল কি দিই তোমায়।

শ্রীবৎস। মৎস্যজীবি! মৎস্য বিনা নাহি মোর গতি,
চাই মৎস্য নিরুপায়ে আজি তব কাছে।
এই দেখ সঙ্গে বামা প্রেমের-বল্লরী
অনাহারে শীর্ণা জীর্ণা বিবসা আ মরি!
রাখ প্রাণ মৎস্য দানে—ফিরি বনে বনে
ফল মূল নাহি পাই—ক্ষুধায় কাতর
দোঁহে; চলিতে অক্ষম, দেহ প্রাণ দান।

প-ধীবর। দোহাই মশয়, খালি হাতে,
যাচ্চি এখন বাড়ী;
এই দেখুন ঝুলছে ভারে খালি মাছের ঝুড়ি।
সঙ্গে যারা ছিল, তারা চলে গেল;
থাক্‌লে যা হক হ'ত।

শ্রীবৎস। নদীতটে গিয়া পুনঃ ফেল দেখি জাল,

পাইবে প্রচুর মৎস্য মোর কথামত।

প-ধীবর। (স্বগত) এদের ভদ্দোর নোক, বলে বোধ হয়,
স্ত্রীনোকটী নক্ষ্মী যেন—দেখে দুঃখু হয়।

প-ধীবর। (প্রকাশ্যে) ভদ্দোর লোকের ছেলে তুমি
কথায় গেছে জানা।
তোমার দুঃখ বাজলো প্রাণে,
একি বিধির হানা!
আচ্ছা মশয় আপনার কথায়
যাচ্চি আমি ঘাটে—
দেখবো এখন তোমার ঘটে
কেমন রকম ঘটে।
যা মাছ পাব, আনব ধরে ;
খেও দুজনে পেট্‌টা ভরে।
ভগা আছেন দিবেন খেতে,
কেবা কারে খাওয়ায়?
মোর কিবে সাদ্ধি আছে খাওয়াই তোমায়।

[প্রস্থান।

চিন্তা। হা নাথ! অনাথ মত মৎস্য-জীবী কাছে
জীবন ধারণ হেতু যাচিতে হইল!
হীনচেতা সে যে ভবে, ক্ষণেকের তরে

না ভাবিলে একবার, বারে বারে তারে
করিলে হে অনুরোধ মৎস্য আনিবারে ;
চাহিলে হে ভিক্ষাদান দীনের সমীপে !
অভাগিনী প্রাণ ধরে হেরিল এ সব,
তোমার এ দুঃখ আর না পারি দেখিতে—
এখনও কেন মোর মৃত্যু নাহি হয়।

শ্রীবৎস। কাতর না হও প্রাণে তুমি লো সুন্দরি !
যখন যে ভাব লোকে, সেইরূপ গতি।
কি দশা মোদের আজি ভেবে দেখ মনে—
দাঁড়াবার নাহি ঠাঁই, না আছে সঙ্গতি,
কি খেয়ে জীবন রাখি নাহি কিছু স্থির ;
ফল মূল—তাও এবে না পাই দেখিতে।
আছে গৃহ ধীবরের—দাঁড়াবার স্থান,
দিনেকের খাদ্য তরে কাঁদেনা সে কভু।
তাই বলি প্রিয়তমে, শ্রেষ্ঠ শত গুণে
আমাদের হ'তে সেই—যাচি তার কাছে
নাহি তাহে অপমান—মান লজ্জা ভয়
দিয়াছি যে বিসর্জ্জন রাজত্বের সনে।

চিন্তা। অনুক্ষণ এবে নাথ বিধাতা বিমুখ,
এক ভাবে কর কার্য্য, হয় অন্য ভাবে।

ধীবর না পাবে মৎস্য, লয় মোর মনে!
শ্রীবৎস। ভৃত্য ভাবে সেবে মোরে যে তাল বেতাল,
হীন ভাবে আছি বলে তারা কি ভুলিবে?
না ভাব এরূপ প্রিয়ে—দিয়াছি আদেশ
দোঁহে হইতে সহায় মৎস্যজীবী সনে।
এখনি আনিবে মৎস্য, না ভাব অন্যথা,
মোর কথা মিথ্যা নহে বুঝিবে তখন।

(পঞ্চম ধীবরের শকুল মৎস্য হস্তে প্রবেশ।)

প-ধীবর। মশয় আপনার পায়ে পড়ি,
অবাক হোল মোরে;
দেবতা, যোনি, কেবা আপনি, বলুন দয়া করে।
তাক লেগেছে রকম দেখে,
যেই ফেলেছি জাল;
আটকে গেল কত রকম
শকুল বোয়াল শাল।
এনেছি এই-শোল মাছটী—বড় মিষ্টি তারে;
সেবা করবেন দয়া করে, দিলাম তোমারে।

(মৎস্য প্রদান)

শ্রীবৎস। শুনহে ধীবর ভাই, নহি আমি দেব;
হীন বুদ্ধি তুচ্ছ নর, অধম নির্গুণ—

পথের ভিখারী মত আহারের তরে
ভ্রমিতেছি বনে বনে—লভিনু জীবন,
রক্ষা হ'ল তব হাতে—নাহি অর্থ ধন,
হেন উপকারে মোরা নারিনু শোধিতে।
যদি কভু জগদীশ সুদিন ঘটায়,
সাধিব তোমার হিত রহিল মানসে।
আশীর্ব্বাদ এবে মাত্র অভাগার ধন,
কি আছে মোদের আর দিব তোমা দান!
থাক সুখে চিরদিন আশিষী তোমায়।

প-ধীবর। চাইনা মশায় টাকা কড়ি,
কি কাজ তাতে মোর;
বড় হলে রেখ মনে—থাকে যেন দয়া;
কি আর চাব তোমার কাছে—
যাই এখন ঘরে।

[প্রস্থান।

শ্রীবৎস। ক্ষুধায় কাতর আমি, শুন প্রিয়তমে,
পোড়াইয়া দেহ মৎস্য করিব ভক্ষণ।

চিন্তা। এখনি পালিব নাথ আদেশ যেমতি,
ভোজনেতে দগ্ধ মীন—শনি প্রতিকার।

যাই দেখি, কোথা পাই, অগ্নির সন্ধান ;
আমীষ না হ'লে দগ্ধ না হবে আহার।

[মৎস্য গ্রহণান্তর প্রস্থান।

শ্রীবৎস। হায় রে প্রিয়ার দুঃখ নাহি সহে প্রাণে—
অভাগিনী মোর লাগি কাননে কাননে
ভ্রমিতেছে অনাহারে, দীনা হীনা বেশে।
পাছে পাই মন ব্যথা—মুখে নাই কথা ;
সতত শঙ্কিত সেই,—সন্তোষিতে মোরে।
দিবা নিশি নাহি ভেদ—ত্যজিয়াছে সুখ
ভোগ জীবনের মত ; আমার আরাম
বোধে তাহার আরাম—অস্থি-চর্ম্ম সার—
সোণার বরণ দেহ হইয়াছে কালী।
জানাইনু অভিলাষ আমীষ ভক্ষণে—
দগ্ধ হেতু গেল তাই অগ্নি অন্বেষণে।
দিরুক্তি না আছে তায়—মুখ হতে কথা
না হতে বাহির মম—না সহে অপেক্ষা—
অবিলম্বে গেল চলি তড়িতের প্রায়।
চেয়ে থাকে মুখ পানে—কখন কি কহি
সদা পালিতে যতনে—না দেখি উপেক্ষা
কভু ক্ষণেকের তরে—সাধ্বী পতিব্রতা

পতি হিতে প্রাণ দিতে শিখিয়াছে ভাল ।
কিন্তু, একি বুদ্ধিলোপ হইল রে মোর !
পাগল, পাগল আমি-শনির কুহকে,
তাই এই ছার দগ্ধ উদরের তরে
শ্বাপদসঙ্কুল এই বিশাল কাননে,
পাঠানু পাষাণ প্রাণে অগ্নি আনয়নে
সরলা সে পতিপ্রাণা ননীর পুতলি ।
এ গহন বন মাঝে যে দিকে নিরখি,
উন্নত বিটপী ঘন নয়নের পথে
বিদ্যমান অনিবার ; এ ঘোর বিপিনে
মানবের বাস ঠাঁই কভু না সম্ভবে !
জনপদ বিনা কোথা অনল বিরাজে,
ক্ষণেক এ কথা মোর না হল স্মরণ !
ওহো, স্মরিলে শিহরি, থর থর কাঁপি
শনির সে মর্ম্মভেদী প্রাণঘাতী স্বর—
প্রিয়ার বিরহ কথা—আগ্নেয় অক্ষর !
রক্ষ রক্ষ অভাজনে দেব নারায়ণ !
রেখ রেখ, দেখ দেখ, অভাগার ধনে ;
আঁধারের আলো মোর শনির নিশ্বাসে
নেবেনা নেবেনা যেন, মিনতি চরণে ।

(নেপথ্যে বায়ুভরে শুষ্ক পত্রাদি শব্দ শ্রবণে)

ওই বুঝি আসিতেছে প্রেয়সী আমার!

(নেপথ্যে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক)

কই না না—নহে চিন্তা, নয়নের মণি।
পবন ব্যজনে দোলে শুষ্ক পত্র দল,
প্রেয়সীর পদধ্বনি অনুমানি ভ্রমে।
একি হল তবে হায়! কেন না আইল
কেন বা বিলম্ব হেন হতেছে এখন?
না পারি থাকিতে আর—ধৈরয না সহে।
যাই, যাই দেখি কোথা গেল প্রিয়তমে।

(একদিক দিয়া শ্রীবৎসের প্রস্থান; অপর দিক দিয়া চিন্তার অগ্নি সংগ্রহণানন্তর প্রবেশ ও তাহাতে লতা পাতাদি ক্ষেপণানন্তর মৎস্য প্রদান।)

চিন্তা। (স্বগত)

কেন আর পোড়া প্রাণ এ পাষাণ দেহে!
আর যে পারিনা আমি দেখিতে এ সব;
কেমনে এ পোড়া মাছ দিবে অভাগিনী
রাজার কোমল করে করিতে ভোজন!
সুমিষ্ট সুতার কত ক্ষীর, ছানা, ননী

যাঁহার আহার সদা—হায় বনবাসে
দগ্ধ মীন সেই জন করিবে ভক্ষণ ?
যাঁহার ভোজন কালে—বিবিধ ব্যঞ্জন,
সরস সুতার মাছ, পায়স পিষ্টক
সারি সারি থরে থরে থাকিত শোভিত ;
ছাই মাখা এই মাছ কোন প্রাণে আজি
তুলে দিব তাঁর করে—সে কোমল করে !
ক্ষুধায় ব্যাকুল রাজা—না দিলেও নয়,
খেতে মাত্র পোড়া মীন—কিছুই যে নাই।
যাই তবে, বাপী তটে—নির্ম্মল সলিলে
করি ইহা প্রক্ষালন—এনে দিব নাথে।

[প্রস্থান করিতে উদ্যত।

(শ্রীবৎসের প্রবেশ।)

শ্রীবৎস। এই যে, কোথায় ছিলে বিরাম-দায়িনি,
অভাগা সর্ব্বস্ব ধন, মরমের নিধি !
হৃদয়ের চিন্তামণি, অয়ি চিন্তাবতি !
আসিতে বিলম্ব হেরে ব্যাকুল অন্তরে—
আছাড়ে কাছাড়ে যথা স্থলভাগে মীন—
ধাইলাম ঊর্দ্ধশ্বাসে, সন্ধানে তোমার।

খুঁজিলাম কত ঠাঁই, অবশেষে প্রিয়ে
আসিতেছি এই দিকে হইয়া হতাশ!
জুড়াল তাপিত প্রাণ তব দরশনে;
কহ কহ বিধুমুখি, বিলম্ব কি হেতু?

চিন্তা। প্রাণেশ্বর প্রাণকান্ত, প্রণয়-বল্লভ!
দাসীর মিনতি নাথ করহ শ্রবণ;—
নিজগুণে বাস ভাল প্রাণের অধিক,
অভাগীর অদর্শনে তাই গুণমণি,
পলকে প্রলয় জ্ঞান হইয়াছে তব।
অনর্থক পথশ্রম সহিয়াছ কত
মরি আকুল অন্তরে; একে, শোকে তাপে,
বিধিমতে নিরন্তর হইছে যাপিত,
তায় ও কোমল হৃদে অভাগিনী হেতু
লাগিয়াছে ব্যথা কত—বাজে মোর প্রাণে।
ক্ষুধায় কাতর নাথ হইয়াছ তুমি,
হইয়াছে দগ্ধ মীন—ভস্মমাখা তায়,
যাচে দাসী অনুমতি প্রক্ষালন হেতু;
নতুবা কেমনে দিব ভোজন কারণে?

শ্রীবৎস। শনির দারুণ কথা সদা জাগে মনে,
ক্ষণে ক্ষণে বোধ হয় হারাই হারাই;

নয়নের অন্তরালে তাই প্রিয়তমে
না পারি রাখিতে তোমা নিমেষের তরে।
দুরন্ত তপন-সুত প্রতিবাদী মোরে—
সাধিতে অহিত মম সঙ্কল্প তাহার।
ধন রত্ন যাহা ছিল, লয়েছে সে হরি
অভাগার এ সংসারে কে আছে আপন
আর তোমা বিনা সতি, দিয়াছ হৃদয়
পাতি ভুঞ্জিবারে দুঃখ—দীন পতি সনে ;
তোমায় ছাড়িয়া আমি কেমনে থাকিব ?
কেমনে সে অগ্নি শিখা বহিব মাথায় ?
কোথা হতে এ পাবক কহ প্রিয়তমে
পাইলে এ বনভাগে ? একি অসম্ভব !
দাবানলে দহে বন—শুনিয়াছি বটে,
নাহি দেখি চিহ্ন তার কিন্তু এ কাননে ;
পাইলে এ অগ্নি প্রিয়ে বল কোথা হ'তে ?

চিন্তা। হীনমতি নারী নাথ বিদিত জগতে,
তুমি না দেখালে পথ—কি সাধ্য দাসীর
এঘন বিপিন মাঝে সন্ধানে অনল ?
যখন যে কাজ করি, ভাবি মনে মনে
ও কমল পদ দুটী হৃদয়ে ধরিয়া।

পতির চরণে যদি রাখে ভক্তি নারী,
কি আছে সহায় হেন তার সমতুল ?
তোমার ও পদ যুগ ভজিয়া মানসে
লভিলাম দিব্যজ্ঞান—কাষ্ঠ সংঘর্ষণে
পরস্পর থেকে থেকে উগারে অনল ;
এরূপে হইল অগ্নি—আনিনু এখানে।

শ্রীবৎস। বুদ্ধিমতী তুমি সতি, এ মহী মণ্ডলে,
মোহিত মানস মম তব কথা শুনে।
নিজ গুণ পরিচয়, অয়ি গুণবতি,
নাচাও দেখাতে লোকে? সাধ্বী তুমি ভবে—
সতীর আদর্শ বলে ঘোষিবে জগত
তোমার মধুর নাম—যত দিন রবি
শশী ভাতিবে গগনে ; ধন্য ধন্য আমি
লভিয়াছি হেন রত্ন প্রণয় বন্ধনে।
অদূরে ঐ যে নদী বহে কলনাদে
যাও প্রিয়ে তবে তুমি মৎস্য ধৌত হেতু ;
যাও, যাও, যত দূর দৃষ্টির গমন !
নয়নের পথহারা না পারি করিতে
তোমা ক্ষণেকের তরে—নয়নে নয়নে
রাখি সদা সাধ মনে, যত দিন আছে

প্রাণ দোঁহে, সম্মিলনে রাখেন নিয়ত
যেন জগতের পতি—কৃপাকণা দানে।

[মৎস্য হস্তে চিন্তার প্রস্থান।

শ্রীবৎস। ক্ষুধায় ব্যাকুল প্রাণ—হেরি শূন্য ধরা,
যে দিকে ফিরাই আঁখি সব অন্ধকার।
নিয়ত বিহ্বল যথা উন্মাদের গতি—
কোথা যায়, কিবা চায়, নাহি নিরূপণ;
মুহুর্মুহু মর্ম্মভেদী প্রলাপে বিলাপে—
কভু থাকে গৃহভাগে, কখন বা পথে,
আকাশ পাতাল তার নাহি থাকে জ্ঞান;
আপনার ভাবে মত্ত, উদাস হৃদয়;—
এ চারু সংসার-চিত্র ছার সে নয়নে;
তেমতি আমার দশা হয়েছে এখন।
অবশ অচল অঙ্গ দুর্ব্বার ক্ষুধায়;
প্রচণ্ড তপন তায় নভ মধ্যভাগে
বিকাশিয়া শীরদেশে—ঢালিছে মাথায়
সহস্র কিরণ-মালা অবিরত এবে;
উত্তাপে তাপিত ধরা, অনলের শিখা
বহে অনিল হিল্লোলে—ঘন লাগে তৃষা—
পিপাসায় শুষ্ক তালু—অক্ষম চলিতে:

জ্যোতিহীন দুই চক্ষু—অন্তিমের প্রায়
মুদিয়া আসিছে এবে অনুক্ষণ মম!
প্রলয়ের কাল যেন হল উপনীত,
সংহারিতে এ ব্রহ্মাণ্ডে জীব জন্তু সনে;
সরসী সলিল শূন্য, ওই যে অদূরে
ঝর ঝরে ঝরিতরে নির্ঝরের জল—
নিশ্চল তাহার গতি; যা দেখি জগতে
তরু লতা ফুলরাজি পর্ব্বত নির্ঝর
কিছুই না লাগে ভাল, জঠর অনল
জ্বলিছে দ্বিগুণ বেগে—যে অবধি বিধি
করিয়াছে হেন দশা—না যায় উদরে
অন্ন দিনেকের তরে, সম্বল বিহীন—
দীন ভাবে বনে বনে যাইতেছে দিন।
ত্যজিয়াছি সুখভোগ জনমের মত—
ঘুচিবে যে দুঃখরাশি—নির্ম্মূল সে আশা।
অবস্থার পরিভেদে—সুখে দুঃখ ভোগ—
প্রকৃতির কার্য্যে কিন্তু না দেখি অন্যথা,
ভোজনের স্পৃহা কেন নাহি হয় লয়?
আশ্রম নিবাসী জনে খাদ্য যদি বটে
ফল মূল আদি যত—তাহাও বা কই?

শনির মায়ার ঘোরে, কিছু নাহি পাই,
প্রেমের প্রতিমা প্রিয়া—প্রাণ-প্রিয়তমা
সহিছে এ দুঃখ ভোগ প্রফুল্ল আননে ;
আমার সুখের হেতু কানন-বাসিনী।
বিঁধিছে অঙ্কুশ কত কোমল চরণে—
নখাঘাতে রক্তজবা দলিতা যেমতি।
ভ্রূক্ষেপ না আছে তায়! না পারি দেখিতে
আর প্রেয়সীর দুঃখ, সোণার প্রতিমা
আহা কালিমা বরণ, কেঁদে কেঁদে যাপে
দিন অনাহারে সদা, না জানায় মোরে
পথের দারুণ শ্রম ;—পাছে পাই ব্যথা!
চিরকাল সুখ ভোগে করিয়া যাপন
আজি কি আমার দশা ঘটিল কপালে!
দগ্ধ মীন খাব বলে হইয়া আকুল
পাইলাম কত কষ্টে, দিলাম প্রিয়ায়।
অবিলম্বে শশীমুখী সানন্দ অন্তরে,
লয়ে গেল দগ্ধ হেতু ; না সহে অপেক্ষা—
ক্ষুধায় বিকল প্রাণ হতেছে আমার।
কি ছিল, কি হল হায়—সব স্বপ্ন লীলা—
ভোজবাজি যেন—ভাঙ্গি গড়ি পুনঃ পুনঃ

দেখায় দুরন্ত শনি—বিদ্বেষ বিস্তারি।
ধন্য হে নিঠুর শনি, ধন্য তব লীলা!

[উদাসভাবে চিন্তামগ্ন।

(একদিকে চিন্তার প্রবেশ।)

চিন্তা। (স্বগত)

গ্রহ দোষে দোষী দাসী—বিমুখ বিধাতা,
কেমনে দেখাব মুখ নরনাথ কাছে?
দ্বিধা হও অয়ি ধরা—প্রবেশি তোমায়—
দুঃখিনী এ তনয়ারে লওগো মা কোলে।
হও রে বাহির প্রাণ ত্যজি পাপ দেহ,
নিমীলিত হও আঁখি—না কর দর্শন;
শ্রবণে না পশে যেন লোকালয় কথা,
রে নাসিকা রোধ গতি জগতের প্রাণে,
স্থির হও হস্ত পদ, সুরস রসনা
থাক লুপ্ত; তাপিনীর পুরিবে বাসনা।

(রাজার নিকট অগ্রসর হওন।)

শ্রীবৎস। (চিন্তাকে দেখিয়া সোৎসুকে।)

কই প্রিয়ে, দেহ মৎস্য, করিব ভোজন—
না পারি থাকিতে আর—জঠরের জ্বালা
করিয়াছে জ্ঞানহারা, কি হেতু বিলম্ব?

দাঁড়ায়ে রহিলে কেন অবনত মুখে ?
কোথায় সে মৎস্য মম—শূন্য দেখি কর
হৃদয় হইল শূন্য—বল বিনোদিনি
পুনঃ কি ঘটিল কোন অশুভ ঘটন !
একি প্রিয়ে, কেন ঝরে নয়ন-নীহার ?
কি কারণ ক্ষুণ্ণ মন, না পারি বুঝিতে।

চিন্তা। প্রাণনাথ—পোড়া মীন হা——

(নীরব।)

শ্রীবৎস। একি প্রিয়ে একি হেরি, বিষাদের নীর
ঝরিছে কেবল কেন—কেন বা নীরব ?
কি হয়েছে প্রিয়তমে, বল না আমায় ?

চিন্তা। কি আর বলিব নাথ—বুক ফেটে যায়,
না সরে সে কথা মুখে, শূন্য হেরি ধরা—
নিয়ত ঘুরিছে যেন নয়নের পথে।
সব অন্ধকার নাথ, দেখিতে না পাই
ছাইল আঁধারজালে নয়ন আমার,
ধর ধর প্রাণনাথ, যায় বুঝি প্রাণ।

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

শ্রীবৎস। কি হলো, কি হলো প্রিয়ে! ধূলার বাসরে,
ঢালিলে ঢালিলে মরি, সোণার শরীর !

ওহো একি, একি হেরি, নিমীলিত আঁখি
ঘন ঘন শ্বাস বহে—নয়নে নীহার!
গেলে কি প্রেয়সি তবে, অভাগায় ত্যজি
একাকী এ বনমাঝে, জনমের তরে?
উঠ, উঠ, জাগ, জাগ, ভুবনমোহিনি,
বারেক নয়ন মেলি— বাঁচাও আমায়।
চেয়ে দেখ অভাগায়, না পারি দেখিতে
আর এ দশা তোমার; উঠ বিনোদিনি
'নাথ' বলি মধু স্বরে, সম্ভাষ বারেক।
একি একি পতিপ্রাণা, পতির কথায়
না দাও উত্তর কেন? রহিলে নীরব!
ওহো, ওহো সর্ব্বনাশ কে দিবে উত্তর
নিশ্চল নিশ্বাস যে রে—স্থির আঁখি গতি,
গেলে গেলে তবে প্রিয়ে— ফেলিয়া আমায়
একাকী ভুঞ্জিতে দুঃখ, বিশাল সংসারে!
নিবিল কি চির তরে আশার প্রদীপ?
সাধের ব্রততী মম, অকালে শুকাল!
এত দিনে পূর্ণ হ'ল শনির বিদ্বেষ!
হে দেব অখিলপতি, বৈকুণ্ঠ বিহারি
যাচিনু যে বারে বারে, করুণা তোমার,

রক্ষিতে উভয়ে নিত্য, প্রণয়-মিলনে,
বিষম বিচ্ছেদ তার, হইল বিধান!
কি কাজ এ ছার প্রাণে—যাকরে এখনি,
যাকরে ফাটিয়া বুক ছিঁড়ি হৃৎপিণ্ড!
দেখ চিন্তা প্রিয়তমে, জনম মতন
চলিল অভাগা পতি, চলিল এখন—

চিন্তা। (ঈষৎ সুস্থ হইয়া।)
কোথা তুমি একা যাবে—যাব তব সনে।
ক্ষান্ত হও, শান্ত হও, কেঁদনাক আর,
মরে নাই চিন্তা তব, বেঁচে আছে নাথ!
কোথা যাবে অভাগিনী, ত্যজিয়ে তোমায়
একাকী ভীষণ বনে বনজন্তু মাঝে?
কিন্তু নাথ বুক ফাটে! এ কলঙ্কী মুখ
কেমনে দেখাবে আর সম্মুখে তোমার।

শ্রীবৎস। রক্ষা হ'ল রক্ষা হ'ল—বাঁচালে প্রিয়ায়
তুমি দেব নারায়ণ—বাঁচালে আমায়!
ভাষ মধু মৃদু মৃদু, মধুর ভাষিণি,
দেহ হ'তে প্রাণ মোর গিয়াছিল ত্যজি
হেরি তোমা অচেতনে—এ মৃত শরীরে
হইল জীবন দান তোমার কথায়।

কেন প্রিয়ে হেন হলে, কেন ওই কথা,-
কেন মর্ম্মভেদী কথা বলিছ প্রেয়সি !
তুমি নিষ্কলঙ্ক শশী—কলঙ্ক কোথায় ?
যদি পাও ব্যথা প্রিয়ে, নাহি কও কথা,
পীড়িতে কোমল অঙ্গ, নাহি চাহি আমি

চিন্তা। (ধীরে ধীরে উঠিয়া)

তোমায় না বলি যদি, বলিব কাহায় ?
শুন নাথ সব কথা, অপূর্ব্ব কাহিনী ;
হায় নাথ মোর সম কেবা অভাগিনী,
সাধ করে মৎস্য মোরে দিলে দগ্ধ হেতু ;
কলঙ্ক কপালে মোর ছিল অপবাদ—
দেখিলে নয়নে হেন না হয় প্রত্যয়,
কোন মুখে সেই কথা নিবেদি চরণে ;
হায় রে দারুণ ব্যথা বাজিছে পরাণে !
পোড়াইতে ছাই মাখা নিরখিয়া মীন
ধুইতে সরসী-তটে করিনু গমন,
তাপিনীর ভাগ্য দোষে দগ্ধ সেই মীন
সলিল পরশে গেল সরোবরে বেগে ;
হতবুদ্ধি হয়ে নাথ রহিনু চাহিয়া

কতক্ষণ জল পানে—আর না দেখিনু—
ঘুচিল মুখের গ্রাস অভাগিনী হ'তে।
(রোদন।)

শ্রীবৎস। না কর রোদন প্রিয়ে, কি দোষ তোমার ?
শনির চাতুরী ইহা বুঝিলাম স্থির,
পদে পদে বাদী সেই—নতুবা কখন
দগ্ধ মীন যায় জলে ? ভেবেছিনু মনে
বহু দিন হতে দোঁহে আছি অনাহারী
মনসাধে মৎস্য-মাংস ভক্ষিব উভয়ে ;
তাহে বিধি প্রতিকুল—কি করিবে তুমি !
রবির প্রখরতাপ—শশীর হিমানী—
ভুঞ্জিছ সকল প্রিয়ে অম্লান বদনে
অভাগার সুখ হেতু—আদেশে আমার
মীন করে অগ্নি তরে যাইলে ধাইয়া—
অপরাধ কিবা তব—বাস ভাল তুমি
মোরে প্রাণের অধিক, জানি আমি তাহা।
বৃথা কেন কর ক্ষোভ—মুছ আঁখি-জল
শনির ছলনা ইহা বুঝহ সুন্দরি !
বনে বনে প্রতি দিন যাবে এই ভাবে
যত দিন আছে দেহে শনির সঞ্চার ;

ঢালিয়াছি অঙ্গ দোঁহে বিষাদের স্রোতে,
অনন্ত বিষাদ-হ্রদে ইহার বিলীন ;
রাজ্য ধন সিংহাসন আত্মীয় স্বজন
সকলে বঞ্চিত মোরা—ঘোর অনুতাপ ;
জঠরের জ্বালা ইথে নহে গুরুতর !
কটু তিক্ত কষা ফলে ভরিব উদর,
ভাল মন্দ কিছু আর না ভাবিব মনে ;
দেখিব দুঃখের শেষ ঘটে কত দিনে !
লভিয়া মানব দেহ পশুর সমান
বনে বনে ফিরিতেছি বনচারী মত,
দোঁহার আহার মাত্র বন্য ফল মূল ;
চল প্রিয়ে অন্য স্থানে ত্যজি এই ঠাঁই,
না রাখিব ভেদাভেদ—দিবস রজনী ;
বেলা অবসান হ'ল, দেখিব কোথায়
এ হ'তে নিবিড় বন আছে বিরাজিত ;
যাপিব যামিনী তথা, কি ভয় শ্বাপদে ?

[উভয়ের প্রস্থান

তৃ-কাঠু । কথায় কথায় হচ্চে বেলা, এই বেলারে চল,
যাই যে যার আপন কাজে নাইক বসে ফল ;
সকাল সকাল গেলে পরে মনের মত করে,
আনবো কাঠ ভাল দেখে বেচবো দ্বিগুণ দরে।
হাটে যাব কড়াই ভাজা কিনবো কোঁচড় ভরে।
ঘরে ঘরে সাঙাৎনীরা নিবে আমোদ করে ।

(নেপথ্যে)

শ্রীবৎস । শুন প্রিয়ে কথা মম, ধনাঢ্য আগারে
না যাইব কভু মোরা—না পাব সম্মান—
অনাদরে দীনজনে জগতের গতি ।
চিরকাল সুখভোগে কাটায়ে জীবন—
ঘৃণিত লোকের কাছে—বিষম এ দুঃখ—
দরিদ্র দেখিয়া ধনী অবজ্ঞা করিবে।
উচিত এখন বাস দীনের সমাজে—
সমানে সমানে মিলে সখ্যতা বন্ধন।

(শ্রীবৎস ও চিন্তার প্রবেশ।)

চ-কাঠু । কে তুমি, কোথায় থাক, সঙ্গে দেখি মাগি ;
এলে হেথায়, মোদের বাসে ;
কহ কিবা লাগি।

শ্রীবৎস। শুন ভাই দুঃখ গাথা কাঠুরিয়াগণ!
মোর সম অভাজন না আছে ভুবনে;
বহু দুঃখ করি ভোগ আসিয়াছি আজি
তব ঠাঁই, যদি চাও কৃপা-নেত্রে দোঁহে
থাকে প্রাণ; বনে বনে করিয়া ভ্রমণ
ফল মূল নাহি পাই—আছি অনশনে
বহু দিন হ'তে; অবশ অচল দেহ
চলিতে না আছে শক্তি—হীনবল এবে।

দ্বি-কাঠু। বসুন মশয়, কাঁদেন কেন, ভাবনা কিবা তার,
থাক্‌তে মোরা দোঁহার দুঃখ
ঘটবে নাক কার।

তৃ-কাঠু। ঘরের লোকের মতন তোমায়
রাখ্‌বো আদর করে;
আমরা খাব তোমায় দিব পাক পকালি ধরে।

প্র-কাঠু। বড় নোকের ব্যাটা তুমি
দেখছি তোমার রূপে;
বেড়য়ে বেড়াও দুঃখীর সাজে
বনে বা কিরূপে?

শ্রীবৎস। অপূর্ব্ব সে পূর্ব্ব কথা কি কহিব ভাই,
ত্রিভুবন আছে ব্যাপ্ত ত্রিকাল করাল;

বর্ত্তমান সবা হ'তে অতি মনোরম,
ভবিষ্য অতীত ইথে পায় পরিচয় ;
ছিনু কালে মহাধনী সত্য সেই কথা,
কে পারে নির্ণীতে তাহা দেখিয়া আমায়,
না জানি ভবিষ্যে কিবা আছে নিদারুণ !

দ্বি-কাঠু। কাঠ ভাঙ্গতে মোদের সাথে
তোমায় লয়ে যাব ;
নিজের পয়সা নিজে খাবে কেন মিছে ভাব।

তৃ-কাঠু। তুই বড় ভাল, মুই বাসি ভাল,
আজ হ'তে ডাকৃব রে মিতে বলে।
ভাবি নাই মনে, দেখ্‌বো এ বনে,
আয় মিতে আয়, আয় মিতিনী চলে।

শ্রীবৎস। শুনিয়া আশ্বাস বাণী জুড়াইল প্রাণ !
দেখিবে তোমরা হেন সস্নেহ-নয়নে,
ভাবি নাই কভু মনে ক্ষণেকের তরে,
বিধি সুপ্রসন্ন আজি, তাই এ মিলন।

চ-কাঠু। থাক না ভাই বাসে মোদের,
কিছু কেউ না বল্‌বে তোদের।

প-কাঠু। যখন মিতে যাহা চাবি,
তখনি ভাই তাহাই পাবি।

আমি এনে যুগিয়ে দেব,
চকে চকে সদা রাখব;
ওরে কমলা কোথায় গেলি,
ডাকচি এত তবু না এলি।
হাতে ধরে নে যা ঘরে,
এসেছে আমার মিতিনী রে।

(কমলার প্রবেশ।)

কমলা। মরে মিন্‌ষে বকে,
ছিনু বসে ঘরকে।

(চিন্তার প্রতি)

আমরি কিবা রূপ
না দেখেছি এরূপ;

(চিন্তার কর ধারণ পূর্ব্বক)

আয়না বোন মোর কাছে,
দেখতে ও মুখ সাধ আছে।

চিন্তা। ভগ্নী তুমি আজি মম, শুন লো কমলে,
ভদ্র জাত কন্যা আমি, ভদ্রের ঘরণী,
কত লোকে অনুক্ষণ সেবিত যতনে
দিবস রজনী ভাগে; চিন্তা মম নাম,
শ্রীবৎস আমার পতি, দাঁড়ায়ে সম্মুখে!

বিধাতা বিমুখ তাই শনি বাদী হয়ে
করিয়াছে হেন দশা ; তব ব্যবহারে
মোহিত হইল প্রাণ ; না জানি স্বপনে
এ গহন বনে হেন প্রিয় সহচরী
মিলাবেন বিধি তাপিনীর শান্তি হেতু !
কত বিভীষিকা হায় ! হেরেছি কাননে,
স্মরিলে শিহরে অঙ্গ ; ভেবে ছিনু মনে
এ জীবনে না হেরিব লোকালয় পুনঃ ;
পতি মম মন দুঃখে ধনীর সমাজে
না যাইল এক দিন অপমান ভয়ে ;
আজি কিন্তু হেরি তৃপ্ত তোমা সবাকারে,
সুমধুর কথা শুনে, জুড়াল পরাণ।

কমলা। ছেড়ে তোরে আর না দিব,
রাখব সদা যতন করে
সাধ হয়েছে ও মুখানি হের'ব আঁখি ভরে
লতা ছিঁড়ে রে মিতিনী বেঁধে দিব চুল,
ঝুমকো ফুল আন্‌বো তুলে কাণে হবে দুল
ঘরকে চল প্রাণজুড়াবে শুনে তোমার কথা
হেরে তোমায় এমন ধারা পাই যে বড় ব্যথ

[চিন্তার হস্ত-ধারণ পূর্ব্বক কমলার প্রস্থান।

১ম কাঠু। দেখতে দেখতে হচ্চে বেলা, চলরে যাই বনে;
পয়সা বিনে আজিরে ভাই,
বল, কাটবে কেমনে?

২য় কাঠু। যাচ্চি মোরা কাঠ ভাঙ্গতে,
মশয়, ইচ্ছে যদি হয়;
চলুন তবে মোদের সাথে নাইক কিছু ভয়।

শ্রীবৎস। (স্বগত) ভাল খেলা মোর সনে খেলিছ হে শনি,
রাজ্য ত্যজি বনে বনে যাপিতাম দিন,
সঙ্গে ছিল রত্ন ধন, লইলে হরিয়া;
পথের ভিখারী মোরে করিয়া চরমে,
কাঠুরিয়া সনে হায় করালে বসতি।
না জানি আবার কিবা ঘটাইবে তুমি!
(প্রকাশ্যে) অঙ্গিকৃত আছি আমি কর্ম্ম করিবারে
তোমাদের সনে সদা, যেমতি করিবে
করিব তেমতি ভাই; সোদর সমান
যথা যাবে তথা যাব, না হবে অন্যথা।

৩য় কাঠু। চলরে যাই সবাই মিলে কাঠ ভাঙ্গতে বনে,
ভাল দেখে আনব কাঠ আছে যেমন মনে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুটীর।

(কাঠুরিয়া পত্নীগণ ও চিন্তা আসীনা)

চিন্তা। সুখেতে যাপিতে কাল সদা মন চায়,
প্রিয়জন সম্মিলনে—প্রিয় আলাপনে—
নাহি আছে ভেদাভেদ ; কি ধনী, নির্ধন
আলাপে সকলে বাধ্য, কোথায় নিবাস,
আজি বা কোথায় আমি, তোমাদের সনে
দেখা কভু যে ঘটিবে—নাহি ছিল স্থির ;
ভিন্ন দেশে বাস, আচার প্রকৃতি ভিন্ন
তোমাদের হ'তে ; কিন্তু, একি অপরূপ—
অপরূপ বন্ধ প্রেমে—আঁখির মিলনে!
যে ভাবে তোমরা মোরে করিছ যতন,
এ যেন আপন ঘর অনুমানি মনে ;
সোদরা তোমরা মম, যত যায় দিন
ভালবাসা পরস্পর বাড়িছে নিয়ত।
বেঁধেছ, নিয়েছ কিনে যেই প্রেমে সই,
কভু না ভুলিব তাহা থাকিতে জীবন।

ঃম কাঠু-প। ভালবাসিস বলে তাই বলিস ভাল ভাল,
ভাল চোক হলে দিদি মন্দে দেখে ভাল ;
তা না হলে তুই সই মোদের এ কুঁড়ে,
রাজার মাথার মণি থাকতিস কি পড়ে ?
তোর মিষ্টি কথা শুন্‌লে পরে সদা হয় মনে,
গলা ধরাধরি করে ঘুরি বনে বনে
ঝোপের পাশে বসে থাকি তোরে বুকে তুলে;
মুখপানে চেয়ে রই আপন জনে ভুলে !

চিন্তা। সরল হৃদয় যার সদা শুদ্ধমতি,
নাহি জানে এ জীবনে চাতুরী ছলনা ;
পর উপকার ব্রতে ব্রতী সে রমণী।
যেমতি বিটপী রাজি শীতল ছায়ায়
সদা করে শান্তি দান শ্রান্ত পান্থজনে,
রাখিছ স্বজনি তোরা যতনে আমারে ;
তোমাদের ঋণ সই নারিব শোধিতে !
কি গুণ আমার আছে তোমাদের কাছে ?
কে জানে গহন বনে বনফুল হেন
থাকে বিকসিত—মধুর সুরভি যার
মোহিল হৃদয় মন, তোমাদের সম
কি আছে আমার ভবে বলগো স্বজনি !

যাপিয়াছি সুখভোগে প্রথম বয়স,
আনন্দ-উৎসবে কত মাতায়েছি হৃদি ;
ভবের ভাবনা কিছু নাহি জানিতাম,
সহচরী সহ রঙ্গে খেলিতাম কত
কখন কুসুম বনে, কভু বা প্রাঙ্গনে ;
যৌবনের সমাগমে জনকজননী
মনোমত পতিসনে বিবাহ-বন্ধনে
দিলেন মিলায়ে ; সুখে যায় দিবানিশি
প্রেম আলাপনে, দৈব দোষে ঘোর দুঃখ
হরিল সে সুখ—বনে বনে নাথ সনে
গত কত কাল ; পরে, সদয় ধাতার
বুঝি উপজিল দয়া, তাই পাই সুখ
পুনঃ তোমাদের সনে—হেন সম্মিলনে।

২য় কাঠু-প। কেমনে বলিলি সই গুণ নাই তোর !
সব জ্বালা ভুলে যাই ও মুখানি চেয়ে ;
যা আছে লো তোতে দিদি,
আছে ওই চাঁদে।
বনফুল মধু তুলে—বুঝি ওই মুখে
চুপু চুপু রেখেছে লো বসন্তের তরে !
মিষ্টি কথা শুনলে তোর, সাধ হয় মনে

চোকের পুতুল করে রেখে দিই তোরে—
দিবে নিশি দেখে দেখে পরাণ জুড়াই।
নিতি নিতি সবে লয়ে শিখাও যে নীত,
না ভুলিব এ জনমে থাকিতে জীবন।

৩য় কাঠু-প। এখানে বসিয়া সই রহিলে অলসে,
না হ'ল ঘরের কাজ, বেলা শেষ হল ;
আসিবে পুরুষগণ খেটে খুটে ঘরে,
চল যাই এই বেলা সারি গৃহ কাজ।
আবার রেতের বেলা মিলিয়ে সবাই
দুঃখের সুখের কথা কহিব আমোদে।

চিন্তা। ভাল কথা কহিয়াছ তুমি লো সজনি,
আছেন পুরুষগণ গৃহের বাহিরে—
সারা দিন কেটে গেল না হল আহার ;
সন্ধ্যা হ'ল, এবে সবে আসিবে আবাসে।
কহিয়াছে স্বামী মোর আজি নিশাভাগে,
সবে মিলি এক সঙ্গে করিবে ভোজন ;
চল যাই সবে মোরা নিজ নিজ কাজে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নদীতট—চড়াবদ্ধ তরণী।

(জনৈক সওদাগর ও ভৃত্য আসীন)

সওদা। হায় হায় একি হ'ল দৈবের ঘটন,
পণ্যপূর্ণ তরি মোর বাধিল চড়ায়।
গেল সব, যাহা কিছু জীবন-সম্বল—
বাণিজ্য করিতে আমি আসিয়া বিদেশে
হারাইনু চির তরে; কি করি উপায়!
অর্থ হেতু দেশে দেশে করিয়া ভ্রমণ,
একি হল অবশেষে? প্রিয় পরিবার
কতই ভাবিছে মম বিলম্ব দেখিয়া!
মন সাধে এত দ্রব্য করিলাম ক্রয়,
সকল হইল ব্যর্থ; নিঃসহায় হায়
কেমনে ফিরিব ঘরে? বিবিধ যতনে
চালাইতে তরি খানি পাইনু প্রয়াস;
কার্য্য সিদ্ধ নাহি হ'ল—একি বিধি বাদ,
সহসা তরণী হেন হইল আবদ্ধ!

গীত।

(নেপথ্যে।)

তারক ব্রহ্ম তারণ নাম, ভজরে মন অবিরাম,
সে নাম অমৃত-ধাম, হবে পূর্ণ মনস্কাম,
সহায়ে তাঁহার।
সৃষ্টিতে যা দেখ সৃষ্টি, সকলে সে জন দৃষ্টি ;
জলস্থল চরাচরে, মহীমা প্রচার।
নব গ্রহে নব ভাব, নর ভাগ্যে আবির্ভাব,
ধর্ম্ম কর্ম্ম ফলাফল ভুঞ্জে যে যাহার।

সওদা। দেখ দেখ অনুচর, দেখহে চাহিয়া,
অদূরে গাইছে কেবা মধুর ও নাম ;
কর্ণে যেন পশিল রে বাঁশরীর ধ্বনি,
ভাব দেখি অনুভাবি গণক হইবে ;
যাও ভাই এইদণ্ডে, করে ধরে তাঁরে
লয়ে এস মোর ঠাঁই ; জিজ্ঞাসিব—তরি
মম পাইব কি পুনঃ;—অথবা জনম
মত বিদেশ মাঝারে দুঃখ ভোগে চির
দিন যাপিতে হইবে—অনাথের মত !

অনুচর। আজ্ঞাধীন অনুচর পালিতে আদেশ,
যাই আমি এই দণ্ডে ডাকিয়া আনিতে

যেমতি বারতা তব না হবে বিলম্ব ;
বিচলিত হেরি তোমা মোরা যে অসুখী।

[প্রস্থান।

সওদা। সুশীতল প্রাণ মম সঙ্গীত সুতানে,
মরি কি মাধুরী শক্তি—শোক তাপ যত
না থাকে স্মরণে কিছু ; সদা চায় মন
পুনঃ সে ললিত তানে মাতাইতে প্রাণ।

(গণক বেশে শনি ও ভৃত্যের প্রবেশ।)

সওদা। প্রণমি হে দ্বিজবর, লভহ আসন,
মোহিত হয়েছে প্রাণ মধুর সঙ্গীতে ;
গ্রহাচার্য্য হেরি তোমা আকার প্রকারে,
পাই বড় মনস্তাপ, সুধাই চরণে,
আসিয়া বাণিজ্য হেতু এই উপকূলে
কহ দেব, তরি কেন বাধিল চড়ায় ?

শনি। তাড়া তাড়ির কর্ম্ম নয়,
খড়ি পেতে গণতে হয় ;
একাজ কভু হয় কথাতে,
জন্ম বল কোন রাশিতে ;
খড়ি পেতে ঘরটা কাটি,
বল দেখি তোমার নামটি কি ?

(খড়ি পাতিয়া গণনা করণ।)

সওদা। ধনুরাশে জন্ম মম, নামে চাঁদ সাধু,
কি হবে আমার দশা গণক ঠাকুর ?

শনি। ধনু, তুলা, বৃষ, মীন,
রোহিণীতে মানে হীন ;
দুই বর্ণে নাম তায়,
শনি গ্রহে বিঘ্ন পায় ;
একে তিনে শত্রু ক্ষয়,
এ যাত্রায় শুভ নয়।

সওদা। গ্রহাচার্য্য, দেখ গণি, পুনঃ একবার,
হয় মনে গণনায় হইয়াছে ভ্রম;
বহুদর্শী, সূক্ষ্মবুদ্ধি, পণ্ডিত আপনি ;
অসম্ভব হেন বুঝি তব অনুমানে !
আশার প্রদীপ লয়ে মানব-হৃদয়
ভাতে প্রতিদিন ; নির্ব্বাপিত হলে সেই
আলোকের তাপ না থাকে জীবন কভু ;
সত্য কি গণকবর মোর সেই দশা ?

শনি। আর কি বল দে'খব গণে,
মোর কথা না ধরে মনে ;
ভাল, তোমার কথা মতে,
দেখছি পুনঃ গণনাতে ;

কর একটা ফুলের নাম,
দেখি পূর্ণ হয় কি কাম।

সওদা। হারায়েছি জ্ঞান দ্বিজ, কথায় তোমার ;
না জানি কি রূপে মম পূর্ণ হবে সাধ!
কহিলে ফুলের নাম কহিতে তোমায়.
কি বলিব নাহি স্থির—বলিনু বকুল।

শনি। তিন অক্ষরে নামটী হল,
বোধ হয় গণে হবে ভাল ;
চন্দ্র নেত্র সমুদ্র বাণ,
কপালের ফল টেনে আন ;
রাহু শনি আর কেতু,
বিপদের সদা সেতু ;
জন্মগ্রহ তব শনি,
বিত্তনাশ, প্রমাদ গণি ;
দ্বিতীয়ে মনের দুঃখ,
তৃতীয়ে বুঝহ সুখ ;
চতুর্থে বিপক্ষ বাড়ে,
পঞ্চমেতে পুত্র মরে ;
হেন আর কব কত,
ঘটায় অনিষ্ট যত ;

রুষ্ট শনি তব সনে,
সাধু দেখ বুঝি মনে।

সওদা। কহ ওহে দ্বিজবর, কিবা অপরাধে
পড়িয়াছে অন্তাজন হেন শনি কোপে?

শনি। স্থির মনে কথা মম করহ শ্রবণ;
নব গ্রহে করে পূজা গৃহিণী তোমার,
অবজ্ঞা করিয়া তাহে ওহে মহাজন
আসিয়াছ এই স্থানে—তাই হেন গতি।

সওদা। বিচক্ষণ দ্বিজ তুমি, প্রণমি চরণে,
পুলকিত চিত মম, শুনি তব বাণী।

শনি। শুন তবে যেই রূপে উদ্ধারিবে তরি,
না কর অন্যথা কিছু বচনে আমার;
এ গ্রাম-নিবাসী যত আছে কাঠুরিয়া—
নিমন্ত্রিয়া আন সবে তাদের ঘরণী;
পতিব্রতা নারী কোন সেই বামা দলে,
স্পর্শিলে তরণী তব তখনি চলিবে।
[প্রস্থান।

সওদা। বিপ্র দেব, ধন্য তুমি এ মহীমণ্ডলে,
লভিনু পরম তত্ত্ব আপন কৃপায়।
(অনুচরের প্রতি)
যাও সখা এই ক্ষণে, নিমন্ত্রিয়া সবে,

লয়ে এস সমাদরে কাঠুরিয়া সতী।

অনুচ। যথা ইচ্ছা তব প্রভু চলিনু এখনি।

[প্রস্থান।

সওদা। বিস্ময় হইল মনে গণক বচনে,
বিচিত্র দৈবের কার্য্য না পারি বুঝিতে !
প্রাণপণে এত জনে চালাইতে তরি,
করিল বিবিধ চেষ্টা ; তায় না ভাসিল।
কেবা হেন সতী নারী স্পর্শিলে তরণী,
চড়ামুক্ত হ'বে দণ্ডে, অপরূপ ভাবি—
ক্ষণেক এ জ্ঞান মনে না হয় উদয় !
অথবা দৈবের কাছে কি আছে বিচিত্র ;
নতুবা কখন বিশাল বারিধিবক্ষে
প্রবাহিত তরি—বাধে সামান্য চড়ায় ?
চির ব্যাপ্ত চরাচরে সতীর মহিমা,
অসাধ্য সাধিত হয় প্রভাবে সতীর ;
ভাসিবে তরণী জলে—এ নহে অদ্ভুত !
প্রকৃতির মূল নারী—সুখের সদন,
কেবা আছে সুখী ভবে ললনা বিহনে ?
যত দিন আছে প্রাণ—রমণী সহায়

তায় হেরি পদে পদে ; শৈশবে জননী
আপন শোণিত ঢালি পীযুষের ধারে
সুকোমল পয়োধরে, পিয়ায় তনয়ে
তার পোষণ কারণে ;—সতত শঙ্কিতা
শিশুর মঙ্গল হেতু ; কত উপবাস,
কত ক্লেশ নিত্য নিত্য সহিতে তাঁহায়।
যৌবনে যুবতী যত যুকতি যোগায়,
কে তোষে অমিয় প্রেমে বণিতার সম ?
সেবিতে দুহিতা আছে বার্দ্ধক্য বয়সে ,
গুণবতী এ জগতে মহিলামণ্ডলী,
পতিব্রতা সাধ্বী সতী সে রমণী-মণি—
দুর্দ্দান্ত দানব হত যে সতী প্রভাবে ;
কিরাত হইল ভস্ম যাঁর ক্রোধানলে !
হারায়ে সর্ব্বস্ব ধন অপেক্ষা না সহে,
দীনভাবে দিন যাবে কত দিন আর !

(নাবিকগণের প্রতি)

তিষ্ঠহে নাবিকগণ সবে এই স্থানে,
অবিলম্বে সন্ধানিয়া আসিব হেথায়।

[প্রস্থান।

প্র, না। ওরে চাচা একি হ'ল!

দ্বি, না। বিদেশে বাই প্রাণটা গেল।

তৃ, না। উঠছে নায়ে জল,

দ্বি, না। উপায় কিরে বল?

প্র, না। ও বাই গাই নাই বল,

তৃ, না। আমার এড়রে হিন্দল।

প্র. না। ও বাই লাজের কথা আর কত কব,
অলদিগুঁড়া হক্কপাতা ব্যাসা গেল হব।

দ্বি, না। আপনার জন রইল ঘরে, লাগে মায়া মো
হায় রে কপাল মরণ কালে,
কোথায় ছাবাল পো।

দ্বি, না। কপর্দ্দক হেতু যেই অধীন থাকে পরে,
বিফল জনম তার হেরি এ সংসারে।

গীত।

সকলে। দাসখতেতে নাম লেখান কি ঝক্‌মারি!
মনের কথা মনে থাকে, মুখে কিছু বল্‌তে নারি।
পরের চাকর হওয়া, যেন তালপাতা ছাওয়া;
কখন আছে কখন নাই;—তায় গুঁতো ভারি।
দেশ বিদেশে হয় রে যেতে,
নাইক ঠিক নাইতে খেতে;
বেড়াই করে সদাই মোরা—মনীবের হুকুম জারি

(সওদাগরের প্রবেশ)

সওদা। কর্ণধার, হও স্থির, না হও উতলা ;
নেপথ্যে কণ্ঠের স্বরে অনুমানি মনে
আসিতেছে নারীগণ মোদের সমীপে ;
তরণী উদ্ধার বুঝি হ'ল এইবার।

গীত।

(নেপথ্যে।)

আজ কি সুখের নিশি প্রভাত হ'ল রে।
ত্বরা করে নদী তীরে চল সবে চল রে।
সাধু কোন সওদা তরে, আসিলেন এই নগরে ;
তরণী তাঁর চড়া'পরে, হটাৎ আটকে গেল রে।
ভাসাতে সে নৌকাখানি, করলে লোকে টানাটানি ;
ঘটলো তাহে কেবল হানি, তরি না ভাসিল রে।
গণক ঠাকুর তথায় এসে, বললেন গণে অবশেষে ;
ডাকাও যতেক নারী দেশে, হবে সিদ্ধ ফল রে।
সাধুর লোকে সমাদরে, গেছে মোদের আহ্বানকরে ;
চলবে তরি ধরলে করে, ঘুষবে নারীর বল রে।

(প্রবেশ)

সওদা। বিষম বিপদে পড়ি ব্যাকুলিত মন,
কর যোড়ে, গলবস্ত্রে, করি নমস্কার
সবার চরণে ; গাইবে সুযশ তাঁর

এ বিশ্ব-সংসারে—যেই হতে মম কার্য্য
হবে সম্পাদিত ; রমণী কার্য্যের মূল
যা কিছু জগতে, সদ্যজাত সুত মুখে
পিযূষ প্রদানে মা বিনা কে আছে আর !
জননীর স্নেহ বিনা বাঁচে কি তনয় ?
হর হরি দ্বন্দ স্থলে ভবানী আইলা—
তাই ত্রাণ দোঁহে;—নারীই সৃষ্টির মূল,
হবে সিদ্ধ কার্য্য মম স্থির ভাবি মনে ;
যে হেতু আগত সবে এই দীন ঠাঁই !
সুপ্রসন্ন বিধি তাই আইল গণক ;
উদ্ধার হইবে তরি তোমাদের হাতে—
গিয়াছেন প্রকাশিয়া তাঁর এই মত ;
কর স্পর্শ এক বার সতী যে রমণী !
ধনে প্রাণে যাই মারা ;—হেন কেবা ধনি.
বাঁচাও আমায়—কি কহিব আর !

প্র-রম। ব্যাকুল কেন বণিক মশয়,
বুঝাও তোমার মন ;
ভাগ্যে যেমন লেখা ছেল ঘটলো তাই এখন :
চড়ায় বেঁধে নৌকো গেছে,
ভাবনা কিসের তার ?

আজ হ'ক বা দুদিন পরে পাবে তো আবার।
তাতে বিশেষ গণকঠাকুর গেছেন শুনি গুণে,
ভাসবে নৌকো এক নিমেষে,
সতী মেয়ের ঠানে ;
যাচ্চি মশয় টানতে তরি দেখি—কেমন ঘটে,
তোমার কাজে আমার খ্যাতি,
চলনু এখন ঘাটে।

[চেষ্টা ও বিফল হইয়া প্রস্থান।

সওদা। একি হ'ল একি হ'ল না চলিল তরি,
নারীর কোমল করে ?—বুঝি ব্যর্থ হ'ল
গণক গণনা যত ;—অথবা বিধাতা
বিমুখ যাহার প্রতি ; দৈবের সহায়ে
তার সিদ্ধ নহে কাজ ;—হেরি বামা দলে
মরুভূমি চিত্তে মম জীবন সঞ্চার—
ভাবিলাম নিরখিব পুনঃ পরিজনে,
নিরাপদে স্বদেশেতে করিয়া গমন।
কিন্তু, একি হ'ল—শুকাইল আশা-লতা—
বাড়িল দ্বিগুণ ভাবে হৃদয়ের ব্যথা।
দ্বি-রম। ভদ্দোর লোকের ছেলে তুমি,
ধনে মানে বড় ;

মোদের কিবে সাদ্দি হই,
তোমার কাজে দড় ?
শুনতে হবে তোমার কথা আছে এই রীত,
দেখি মশয় পারি কি না,
সাধতে তোমার হিত ;
কাঁদছ কেন মিছে মিছে মোছ চোকের জল,
দেখছি ঠেলে তোমার তরি—
গায়ে যত বল।

[চেষ্টা ও বিফল হইয়া প্রস্থান।

সওদা। উদ্ধার হইবে তরি, যাব ফিরে দেশে,
বিশ্বাস না হয় মনে—হায় রে কপাল,
এতকাল কতদেশে করিনু ভ্রমণ
যে তরণী লয়ে—সামান্য বন্দরে তাহা
বাধিল এরূপ ভাবে—কেহ না পারিল
চালাইতে এক পদ ! বিধির ছলনা
ইহা হেরি বিধমতে, কি করি উপায় ?

তু-রম। কি জানি কি ভাবে হয়,
কাজের গতি বিধি ;
আপনি মশয় জাতে কুলে উঁচু মোদের হ'তে,
আমরা অতি অধম জাতি—কপাল কিবে হেন

মোদের হ'তে হ'বে কাজ,
তোমার কথা মতে ?
বিশেষ এরূপ মনে আমার দিনেক নাহি হয় ;
নিন্দে যশে নাইক ডর, দেখি একবার —
মুই হ'তে একাজটী হয় বা না হয়।

[চেষ্টা ও বিফল হইয়া প্রস্থান।

সুভদা। সাধিতে আমার কার্য্য, আসি নারী গণে
একে একে তিন জনে কলঙ্কের ডালি
ধরিল মাথায়, হায় ; কি আছে জগতে
ভ্রষ্টা সম অপরাধ রমণী-সমাজে ?
প্রত্যয় না হয় মনে গণক বচনে—
চাটুকার সেই দ্বিজ—নিশ্চয় বুঝিনু
করে ছিল আগমন অর্থ লালসায় !
নতুবা কখন—সতীমূর্ত্তি সম এই
রমাদল, একে একে পাইয়া যতন
পলাতেছে লজ্জা ভয়ে ? গ্রহদোষে মম
ঘটিয়াছে এই রূপ, দুঃখে যাবে দিন—
অভাগার সুখ পথে পড়েছে কণ্টক,
আর না দেখিতে হবে স্বদেশ স্বজনে ;
জীবনের মত হ'ল এই ব্যবসায়।

চ-রম। যার কাজ সেই করে মিছে মিছি সাধু
হচ্চ কেন কাতর তুমি ?
দুঃখের ভোগটা ছিল ভালে ভগার লিখন—
ঘটলো তাই এখন; এক নিমেষে তোমার তরি
উঠবে জলে ভেসে ;
হেসে হেসে আবার তুমি যাবে ফিরে দেশে।
দিন কাটাবে মনের সুখে লয়ে আপন জনে,
বুঝদার হয়ে বুঝতে নার স্থির মান না মনে !
এমন ধারা আকুল ব্যাকুল সাজে না তোমায়;
যতক্ষণ থাকবো মোরা হেথা মহাশয়
যতন করে করব কাজ পরাণ করে পণ !

[চেষ্টা ও বিফল হইয়া প্রস্থান ; তৎ সঙ্গে সঙ্গে
অপরাপর রমণী গণের প্রস্থান।

সওদা। বুঝিলাম কার হ'তে প্রয়োজন মম
সিদ্ধ নাহি হ'বে—মিথ্যা গণক বচন ;
বৃথা নারীগণে অসতী কলঙ্ক রেখা
করিনু প্রদান ; প্রবোধ না মানে মন,
হল সর্ব্বনাশ—এই কি আমার বিধি
লিখেছিলে ভালে ; হায়, প্রিয় জন্মভূমি,
প্রাণের প্রতিমা রমা—জীবন সঙ্গিণী,

হৃদয়-পুতলি সুত---বার্দ্ধকের ধন ;
কোথা পিতঃ, হেরি ধরা যাঁহার কৃপায়
হইল বর্দ্ধিত দেহ—পাইনু জীবন ;
কোথা গো মা স্নেহময়ি জননি আমার,
কত দুঃখ সহিয়াছ লালন পালনে ;
সেবিতে নারিনু দোঁহে বার্দ্ধক্য বয়সে—
কৃতঘ্নতা-পরিচয় রাখিনু জগতে ;
এই স্থান চিরতরে হইল নিবাস—
প্রিয়জনে এ জীবনে আর না হেরিব,
নির্ম্মূলিত আশা-লতা হইল আমার।

অনুচ। দাসের মিনতি নাথ করহ শ্রবণ,
শান্তি বিনা কোন কার্য্য সাধন না হয় ;
আলোকের ছায়া যথা পিছে পিছে ধায়,
তেমতি আমরা তব—যা কর আদেশ
করিব তাহাই সবে ; করহ দমন
অগ্রে চিত্তের উদ্বেগ—আছে নিবেদন,
সুধাই চরণে প্রভু, দেহ অনুমতি।

সওদা। কিবা আছে আবেদন—নির্ভয় হৃদয়ে
করহ গোচর মোরে;—না করিব রোষ।

অনুচ। শুন প্রভু কথা মম, নিবেদি চরণে,

আসিল সকল নারী তব নিমন্ত্রণে ;
সাদরে সম্ভাষি মোরে জনেক রমণী
কহিলা মধুর স্বরে—না পারি যাইতে
স্বামীর আদেশ বিনা ; আছে নিবারণ
গৃহ হ'তে কোন ঠাঁই যাইতে বাহির।

সওদা। সেই সাধ্বী এ জগতে জানিলাম স্থির,
ভূগর্ভে রতনরাজি নিহিত যেমতি—
ভ্রমিয়া মেদিনী তার না হয় সন্ধান ;
আঁধারের মাঝে থাকি আপন আলোকে
প্রভা পায় অনুক্ষণ—তেমতি সে নারী
গৌরবিতা চিরদিন আপন গৌরবে,
পতি জ্ঞান পতি ধ্যান জীবনে তাঁহার,
সংসারের অন্য সুখ—কিছু নাহি চায় ;
প্রাসাদের সুখভোগ কুটীরে তাঁহার।
চলিবে তরণী মম—তাঁর আগমনে,
যাই আমি—যথা সেই পতিব্রতা সতী,
করযোড়ে, গলবস্ত্রে, ধরিয়া চরণে
সাধিতে এ কার্য্য মম লইয়া আসিব ;
এই স্থানে থাক তুমি আসিব ত্বরায়।

[প্রস্থান।

অনু। গণক বচন স্থির, ভাবি মনে মনে
বিচলিত অনুক্ষণ বণিক-কুমার ;
কিবা হিত কিবাহিত নাহি কিছু স্থির—
চলিলেন দ্রুতপদে সে নারী সমীপে।
করিনু কত যে চেষ্টা, হইল বিফল—
স্বামীর বারণ তাঁর করিতে গমন
বাটীর বাহির ভাগে ; দেখিব কেমনে
ভুলায়ে তাঁহারে সাধু আনে এই স্থানে।
আহা কিবা অপরূপ রূপের মাধুরী—
সে চারু-প্রতিমা কভু হেরে নাই আঁখি
এ মহীমণ্ডলে ; সে মিষ্ট কণ্ঠের স্বর
পশিলে শ্রবণে—বিকলিত হয় অঙ্গ !
না জানি কে বামা ছদ্ম বেশে করে বাস
কাঠুরিয়া নারীসনে ; সকলে আসিল
ব্যগ্রভাবে, মোর কথা করিয়া শ্রবণ
আনন্দে বিহ্বল হয়ে—দেখিতে কৌতুক !
স্থির সৌদামিনী সেই—সদা স্থির ভাব—
বিকৃত না হ'ল কিছু আমার কথায় ;
বলিলেন—না যাইব, মধুর সম্ভাষে।
ভদ্রকুলোদ্ভবা তিনি নিরখি আকারে ;

কিন্তু, কেন দীনভাবে—হীনজাতি সনে
যাপে দিন, কিম্বা বিধি কণ্টকের বনে
সৃজিয়াছে এ কুসুম—সুরভি-সদন—
বাড়াতে গৌরব আর—ভাল, বাসে ভাল
হৃদয় নয়ন মন—প্রকৃতির গতি !
যে অবধি হেরিয়াছি সে চারু বয়ান,
নেত্রপথে সে মূরতি জাগিছে নিয়ত।

(নেপথ্যে সওদাগর ও চিন্তা)

সওদা। চল দেবি, একবার তরণী সমীপে—
বিষম বিপদ হ'তে কর দীনে ত্রাণ ;
নিশ্চয় চলিবে তরি করস্পর্শে তব,
এই ভিক্ষা—সাধি কার্য্য যাও ফিরে ঘরে।

চিন্তা। নিষেধ পতির—কেমনে বা যাই আমি —
পতিই জীবনধন নারীর ভুবনে ;
তমালে বেড়িয়া থাকে মাধবী-লতিকা —
দুঃসহ তপন-তাপে কি করে তাহার ?
তেমতি, ভুবনে, বিষম ভাবনা-স্রোত —
দুরূহ শোকের রোল—দুর্ণীবার তাপ
ভুঞ্জিছে পুরুষ—গৃহকার্য্যে রত নারী।

সওদা। গুণবতি তুমি সতি এ মহীমণ্ডলে,

পতিভক্তি পরিচয় দেখইলে ভাল ;
না সরে বচন মুখে শুনি তব বাণী,
কৃপার ভিখারী আমি—যাচি কৃপা দান,
যায় প্রাণ—দেহ মুক্তি ঘোর এ বিপদে—
আশ্রিতে চরণে স্থান দেহ দয়াবতি !

(উভয়ের প্রবেশ)

চিন্তা। কাতর শরণাগতে আশ্রয় বিধান ;—
পতির বচন ঠেলি—প্রাণ করি পণ
আসিলাম তব সাথে--যা করেন বিধি,
যথা সাধ্য তব কার্য্যে পাইব যতন।

সওদা। এই দেখ চেয়ে সতি, তরণী আমার
অচল চড়ায়বদ্ধ—অচলের প্রায়—
নড়িছে না এক পদ—আবদ্ধ বিষম !
কত জনে কত রূপে পাইল প্রয়াস,
সকল বিকল হ'ল—পতিপ্রাণা তুমি---
সতি, অবনীমণ্ডলে---রমণীরমণি,
জানিয়াছি স্থির মনে—ভাসিবে তরণী
মম শুষ্ক ভেলা সম---কর স্পর্শে তব।

(স্বগত)

চিন্তা। কোথা নাথ, প্রাণকান্ত, হৃদয়ের মণি,

সতীর জীবনধন চাহ দীনা প্রতি।
অবহেলি তব আজ্ঞা সাধুর কথায়
আসিয়াছি নদীতটে উদ্ধারিতে তরি ;—
সাধিবারে হিত কার্য্য—আদেশ তোমার ;
পর কার্য্যে প্রাণ দিতে শিখায়েছ তুমি।
স্মরিয়া তোমার কথা উপনীতা দাসী—
জানি মনে, তব নামে, না আছে কলঙ্ক,
কর লজ্জা নিবারণ ; তোমা বিনা নাথ,
অবলার নাহি গতি এ মহীমণ্ডলে ;
তুমি নাথ ইষ্টদেব—তুমিই সকল,
কার্য্য সিদ্ধি আশে নাথ ডাকি হে তোমায়,
কর দয়া, দুঃখিনীরে, যেন ভাসে তরি !

(তরণী প্রদক্ষিণ করিতে করিতে)

(প্রকাশ্যে)

শুনহে অমর, নর, অসুরমণ্ডলী
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ, যে আছ যথায়
ত্রিলোক মাঝারে ; যাচে সবে অভাগিনী,
রাখ লজ্জা, পতিপদে থাকে যদি মতি,
সতী যদি হই আমি, কর-স্পর্শে মম
ভাসে যেন এ তরণী—এ মোর মিনতি।

(তরি স্পর্শ ও ভাসমান)

(স্বগত)

শ্রীবৎস। এ নহে সামান্য ধনি জানিনু এখন ;
যদি কভু ঘটে মম এরূপ বিপদ,
এ রমা লইলে সাথে পাইব উদ্ধার।
শত শত জন মিলি যে তরি নাড়িতে
না পারিল এক পদ—একি অসম্ভব !
ক্ষণেকে সে তরি মোর ভাসিল সলিলে
এ নারীর কর-স্পর্শে ?—না জানি কি গুণ
ধরে এই বামা-দেহে—হেরি অপরূপ !

(প্রকাশ্যে)

(করধারণ পূর্ব্বক)

এস রমা, দিবা নিশি রাখিব যতনে,
সুখেতে থাকিবে সদা—বৃথা বনবাসে
হেন ভাবে যাপ দিন ;—উচিত না হয় !
নন্দন-কানন-শোভা মন্দার প্রসূন—
নিবিড় কানন ভাগে বিকাশে সৌরভ ;
মধুপ বিহনে জানে কে তার আদর ?
এ বিজন ভূমি আজি করি পরিহার
চল যাই লোকালয়ে—এস তরি'পরে।

(তরণী উপরি চিন্তাকে উত্থানকরণানন্তর)

চিন্তা। দুরাচার, ত্যজ কর, একি বিপরীত—
সাধিতে তোমার কার্য্য ধর্ম্মরক্ষা হেতু,
পতি কথা অবহেলি আসিনু হেথায়,
তার এই প্রতিফল! হে বিধি, এ বিধি
ভাল লিখেছিলে ভালে; রাজ্য ধন ত্যজি
পতিসনে বনবাসী, তাহাও কি দেব
না সহিল তব প্রাণে! ভবে কেহ আর
পর উপকার-ব্রত কভু না পালিবে!
ধর্ম্মপথে বিঘ্ন এত, অগ্রেতে জানিলে
কভু নাহি আসিতাম বণিক কথায়।
রে সাধু, অখ্যাতি কীর্ত্তি না কর অঙ্কিত
সংসারের চিত্রপটে—ঘোষিবে অযশ;
থামাও থামাও তরি যাই আমি ঘরে।
অনাহারে পতি মম আছেন বাহিরে,
দীন ক্ষীণ তনু তাঁর ভাবনা চিন্তায়—
রাহুগ্রস্ত শশধর মলিন যেমতি;
স্বজনবিরহ শোকে জর্জ্জরিত কায়—
এক মাত্র আমি তাঁর সংসার-আশ্রমে;
কি হইবে তাঁর গতি, কি হবে আমার!

স্বামীই সর্ব্বস্বধন নারীর জীবনে,
ত্যজিয়ে সে স্বামীধনে সংসার আঁধার—
শূন্যময় হেরি ধরা; অবশ, অচল,
বিকলিত কলেবর—বিষাদের শেল
বুকে না বিঁধহ আর—এই ভিক্ষা দেহ
মোরে, যাই গৃহে, সেবিতে স্বামীর পদ।

সওদা। না কর বিলাপ ধনি, শুন নিবেদন—
দাস ভাবে দিবানিশি আদেশ তোমার
পালিব যতনে, অনুগ্রহ কর মোরে—
প্রবোধ হৃদয়ে; বৃথা কেন বনভাগে
হীন জাতি সনে, দীনভাবে যাপ দিন
কুটীরে করিয়া বাস শোভার আলয়!
লোকপূর্ণ জনস্থানে লয়ে যাব তোমা,
বাসগৃহ হবে তব রম্য নিকেতন;
দাস দাসী আজ্ঞা তব সম্পাদন হেতু
অপেক্ষিয়া রবে সদা, মোহিত হয়েছি
তব বিমোহন গুণে; আছি দূরপথে—
বিশাল বারিধিবক্ষ হতে হবে পার
যাইতে আবাসে মম; ঘটিলে বিপদ
তোমা বিনা কেমনে বা পা'ব পরিত্রাণ!

তাই বলি গৃহে যেতে না দিব তোমায়,
অমূলক হেন আশা না কর সুন্দরি !

চিন্তা। রে সাধু, অসাধু কার্য্যে কেন দিলে মন,
সবংশে নিধন তব হবে মোর শাপে ;
ভেবে দেখ মনে, সাধিতে তোমার হিত
আসিলাম আমি —মোর প্রতি হেন রীতি
কৃতজ্ঞতা-পরিচয় দেখাইলে ভাল !
নিজ কার্য্যদোষে মম ঘটিল এমন ;
অগ্রেতে বুঝিলে তব কপট আচার—
এ দারুণ ব্যথা মোরে না হ'ত সহিতে !
একাকিনী নদীতটে পাইয়া আমায়
লজ্জা নাহি হ'ল তোর করিতে হরণ ?

সওদা। তব রূপে মুগ্ধ আমি শুনলো রূপসি,
কি গুণে আবদ্ধা তুমি কাঠুরিয়া প্রতি—
কাল কি খাইবে, যার নাহি আছে স্থির
বনে বনে ভ্রমে যেই উদর পোষণে ;
দেখিবে কেমন সুখে করিব পালন !

চিন্তা। ধাতার লিখন কভু না হয় খণ্ডন,
নতুবা এমন কেন ঘটিবে আমার !
রাজার দুহিতা, যেই রাজার মহিষী,

পুণ্যবান চিত্রধর শ্বশুর যাহার—
তাহারে বণিকে হরে একি অপরূপ !
কোথা প্রভু দয়াময়, শ্রীবৎস রাজন,
দেখ আসি এক বার পত্নীর দুর্গতি !
সতীর জীবন-ধন, কর পরিত্রাণ—
বিষম এ দুঃখভার না সহে পরাণে ;
যায় প্রাণ, রাখ প্রাণ, হৃদয়ের মণি !
নারীর সহায় পতি—খ্যাত চরাচরে,
পড়িয়া বিপাকে আমি ডাকি বার বার,
দাও দেখা একবার এ দাসীর প্রতি ;
অবহেলি তবাদেশ আসি নদীকূলে
ঘটিল এ দুর্ব্বিপাক, মূঢ়া নারী আমি—
জগতের রীতি নীতি কিছুই না জানি ;
অপরাধ পরিহরি ক্ষম এ দাসীরে,
তোমা বিনা কেবা আছে—হৃদয়ের বন্ধু
অভাগিনী যাচে পদে দেহ মুক্তি দান !

(সমুদ্রের প্রতি)

রে জলধি, স্থির ভাবে এখন বহিছ !
মোর দুঃখে দুঃখ দেব, না বাজিল প্রাণে ?
এই কি আচার তব ! ভীষণ তরঙ্গে

কর তরি নিমগন অতল সলিলে ;
জীবনে জীবন দিয়া করি শান্তি লাভ।
বিজন কানন বন অচল নির্ঝর,
তরুলতা নদ নদী—যথায় যা আছে ;
তাপিনীর অনুতাপ কহিও সকলে,
আমার সে গুণনিধি শ্রীবৎস রাজনে !
কেন আমি মুগ্ধ হয়ে বণিক বচনে
আসিলাম না বুঝিয়া বাটীর বাহির !

সওদা। বৃথা ভাব মনোরমে, বুঝে দেখ মনে
লভিয়া এমন রত্ন কে পারে ছাড়িতে ?
সদয় বিধাতা মোরে—তাই হেন ধনি
করেছে মিলন ; না কর অপেক্ষা আর,
চালাই তরণী ;—নিজ দেশে যাই ফিরে

চিন্তা। একান্তই যদি হেন ঘটিল কপালে,
ক্ষণেক অপেক্ষা কর বণিক-কুমার !

(সূর্য্য প্রতি চাহিয়া যোড় করে)

প্রণমি হে প্রভাকর, চরণে তোমার
দিনকর, চাহ এই অভাগিনী প্রতি !
বিশ্বের কারণ তুমি, বিশ্বের নয়ন,
বিশ্ববাসী সুখে বাসে তোমার কৃপায়,

অনন্ত অচিন্ত-শক্তি না আছে নির্ণয়,
উদয় অচল হ'তে আকাশের পথে
এক দিনে অস্তগিরি যাও তুমি ফিরে ;
আলোকিত ত্রিভুবন আলোকে তোমার,
তেজোময় তুমি রবি, জগতজীবন !
তব কুলবধূ আমি,—চিন্তা মম নাম,
ধরিয়া দ্বাদশ মূর্ত্তি প্রখর কিরণে
হরিয়া আমার রূপ করহ বিরূপ ;
দেবের আশ্রয় তুমি—দেবের প্রধান।
জ্বরাযুক্ত দেহ দেব, দাওহে আমায়।

(দৈববাণী)

ভয় নাই, ভয় নাই, শুনলো ললনে,
এই দণ্ডে পুরাইব অভিলাষ তব ;
পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী তুমি এ ভুবনে,
সতীর রাখিতে মান—সহায় মাধব।

(চিন্তার বিরূপ ও জ্বরাযুক্ত দেহ ধারণ)

পট ক্ষেপণ।

পূজিব তনয় মত অঞ্জলি ভরিয়া
প্রেমের কুসুম তুলি বসি পদতলে।

রম্ভাবতী। আয় বাছা আয় আয় ও পর্ণ কুটীরে;
দুঃখিনীর যাহা কিছু সর্ব্বস্ব তোমার।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কানন পথ।

(শ্রীবৎসের প্রবেশ)

শ্রীবৎস। কোথা গেল চিন্তা মম, কনক-লতিকা—
অভাগার এক মাত্র জীবন সম্বল ?
রাজ্য ত্যজি বনবাসে সঙ্গিনী যে ধনি,
সুখে ভাসি দিবা নিশি যে মুখ চাহিয়ে,
শশী, ভানু দীপমালা তারকানিকর
আলোকিতে ধরাতল ভাতে প্রতিদিন ;
কেহ নারে কিন্তু মম হৃদয় আঁধার
ক্ষণেক হরিতে সেই চিন্তার বিহনে।
শূন্য ঘর আছে পড়ি, চিন্তা নাহি ঘরে,—
শূন্যময় হেরি ধরা, ব্যাকুল অন্তর,
সকল বিষাদময় যে দিকে নিরখি।
গৃহ হতে যেই বামা না যায় বাহির—
হেরে নাই মুখ যার রবি শশধর,
কোথা সে কমলা মুখী প্রেয়সী আমার ?

আর তারে এ জীবনে না পাব দেখিতে!
হৃদয়ের চিন্তামণি সে চিন্তা আমার,
মণিহারা ফণী সম না হেরে তাহায়;
যদি না তাহার দেখা পাই এ জীবনে,
কি সুখে রাখিব প্রাণ ছার এ ধরায়?
প্রতি দিন যে রমণী মোর প্রতীক্ষায়
ব্যাকুল অন্তরে থাকে; একি অপরূপ!
কত স্থানে, ক্ষুণ্ণ প্রাণে, করিনু সন্ধান—
তার সনে দেখা মোর না হ'ল কোথাও?
পতিব্রতা সাধ্বী সতী—সেবিতে সাদরে
মোরে, সতত যতন—না বলিয়া কভু
গৃহ হ'তে এক দণ্ড না হয় বাহির;
ভাসায়ে বিষাদ-নীরে আজি সেই রমা
কোথা গেল গৃহ ত্যজি প্রত্যাগমে মম?
এত দিনে পাইলাম রাজ্যহীন তাপ,
রাজলক্ষ্মী অভাগারে ত্যজিয়া যাইল;
দুঃখের উপরে দুঃখ—ঘটাইল বিধি!
ভীষণ কানন ভাগ—শ্বাপদ-নিবাস;
ভক্ষিল কি হিংস্র জন্তু সে স্বর্ণ-প্রতিমা?
কিম্বা, ধর্ম্মাধর্ম্ম হীন কাঠুরিয়া জাতি

ছলে বলে অবলার অন্যায় পাইয়া
নিধন করিয়া তারে—সাধিল এ বাদ !
অথবা জলদ-জালে বিজলী যেমতি
নয়নের দৃষ্টিপথে রাখে লুকাইয়া ;—
একাকিনী হেরি তারে তেমতি এ বন
হরিল কি ধন মম ? বুঝিতে আমার
মন, বুঝি চিন্তা সতী লুকাইল কোথা !
কাঠুরিয়া নারী সনে কহিতে বারতা
যাইল কি কার বাসে—না জানায়ে মোরে !
কই, কোথা বিধুমুখী—ঘরে ঘরে সবে
জিজ্ঞাসিনু বারে বারে ; কেহ না কহিল.
কোথাও না পাই দেখা, ত্যজি গৃহবাস
আসিনু কানন পথে, সন্ধানে তাঁহার
ভ্রমিলাম কত ঠাঁই—রাহু কি করিল
গ্রাস শশধর ভ্রমে ! কেমনে করিব
শান্তি এ চিত-চকোরে—তার সুধা বিনা ?
শুনরে বিহগ কুল, বসিয়া শাখায়
প্রভাতে সন্ধ্যায় গাও সুমধুর তানে—
তোষিতে তাপিত প্রাণ ; আজিরে অধীর
আমি চিন্তার বিহনে, কহ দীনপ্রতি —

কে হরিল, কোথা গেল, কমলা আমার !
উত্তর না দাও পাখী—রহিলে নীরবে,
প্রকৃতির জীব তুমি—সরল প্রকৃতি ;
তুমিও কি প্রতিকুল ভাগ্য হীন জনে ?
শিখিয়াছ ভাল বটে মানব স্বভাব !
কহ তরু, হিতব্রতে সংযত জীবন
তব—শীতল ছায়ায় বসি' শ্রান্তজন
লভে শান্তি, অবিরাম স্নিগ্ধ সবে তুমি,
নহে অভিলাষী আজি তব ছায়া হেতু ;
আছে নিবেদন, যাচি সকাতরে, বল
মোরে, কোথা গেলে, পাব সে কমলমুখী ?
তুমিও না কও কথা—এই কিহে রীতি !
প্রখর ভানুর তাপ না পার সহিতে,
তাই মূলে ধর ছত্র শীতলিতে কায় ;
অবোধ মানব তব গুণ করে গান—
না দেখে বুঝিয়া সিদ্ধ কর নিজ কাজ।
চিন্তা-শোকে শোকাকুল হৃদয় আমার,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি তোর কঠোর হৃদয়ে—
বিন্দুমাত্র দয়া তব নাহি উপজিল ?
বুঝিলাম বাম তুমি হেরি নিঃসহায় !

রে গিরি, উন্নত তুমি সবে ধরাতলে—
নহে কিছু অগোচর নয়নে তোমার ;
যথায় যা সংঘটন বিদিত সকল,
যুগ যুগান্তর ব্যাপি তব স্থিতি ভবে ;
সৃষ্টি স্থিতি লয় তুমি দেখিয়াছ কত,
জগতের কার্য্য তায় নিত্য হেরিতেছ।
ভাগ্যদোষে পড়িয়াছি এ দীন দশায়—
হারায়েছি বনমাঝে জীবন-সঙ্গিনী ;
বনস্থান তরুমূল—দেখিয়াছি কত
পাতি পাতি অন্বেষিয়া ; বিতরি করুণা
হে ভূধর! কহ মোরে, কোথা সে রমণী?
অপেক্ষায় আছি তব শুনিতে বারতা ;
ত্বরায় উত্তর দানে জুড়াও জীবন,
বিষাদে বিকল অঙ্গ, নাহি সরে বাণী
মুখে ; একি হে অচল, রহিলে অচল
ভাবে ; নাহি কথা—পাষাণ, পাষাণ-হৃদে,
না পশিল কর্ণে তব বিলাপের গীতি!
আর কেহ এ জগতে আদর তোমার
কভু না করিবে, জানিতাম স্থির মনে
হবে দয়া মোরে ;—বিফল সে আশা মম,

উপকার তোমা হ'তে নাহি ঘটে কা'র
বুঝিলাম এতক্ষণে; বিধি বাদী যারে—
প্রতিকুল তারে সবে—জগতের গতি।
নতুবা, বিহগ পশু বৃক্ষ লতা আদি
সুধাইনু সবে, কেহ না দিল উত্তর!
হে বিধি, একটী মাত্র প্রেমের বল্লরী
অভাগার শান্তি হেতু করিয়া বিধান—
শাখাচ্যুত কেন দেব, করিলে তাহায়?
সিংহাসন, রাজ্য ধন সকল পাশরি—
চাহিয়া সে মুখপানে এ কানন বাসে
থাকিতাম সুখে সদা, ভুবনের রোলে
নাহি কভু মজিতাম, পূর্ব্বকৃত সুখ
যত ছিলাম ভুলিয়া, প্রিয়ার বিরহ-
শোক শেল সম বাজে; দয়াল হে তুমি,
কেমনে দেখিছ নাথ অন্যায় এরূপ?
অথবা, তোমায় দোষি অনুচিত মম,
নিজ দোষে দোষী আমি বুঝিয়াছি দেব;
পাপীর না আছে শান্তি এই ভূমণ্ডলে,
ভুঞ্জিব কার্য্যের ফলে শোক, অনুতাপ!
হায়, কেন পশিলাম কাল এই বনে,

নগরে প্রিয়ার সনে থাকিতাম সুখে ;
শনির শঙ্কায় দোঁহে ত্যজি রাজ্যবাস,
আসিলাম বনপথে সুখের আশয়ে ;—
চিন্তার বিহনে তাহে পড়িল কণ্টক ।
হা প্রেয়সি, দেখ আসি, কি দশা আমার
ক্ষণেক না হেরে যারে দিশে হারা প্রায়,
চাহিতে যে যূথভ্রষ্ট কুরঙ্গিণীসম,
দিবা নিশি অনুক্ষণ কাননে কাননে
ভ্রমিতেছি অনাহারে, কাষ্ঠ আহরণ-
কার্য্য করি সমাধান আসিয়া আবাসে
শান্তি নাহি লভিয়াছি ;—বন উপবন
কত স্থানে ক্ষুণ্ণ প্রাণে সন্ধানে তোমার
বারে বারে ফিরিয়াছি—নাহি হ'ল দেখা,
জীবনের মত প্রিয়ে ত্যজিলে আমায় ;
অবসাদে শূন্য দেহ—বুক ফেটে যায় ।

(মুচ্ছা ও পতন ; বনদেবীর আবির্ভাব)

বনদেবী। (স্বগত)

একি হেরি বনমাঝে—মানব-আকৃতি
ভূতলে রয়েছে পড়ি ! না আছে চেতন,
নিদ্রা যায় সুখে—শ্বাপদের নাহি ভয়—

চিন্তার বিষাদ-রেখা নিরখি বদনে !
অশ্রুসিক্ত আঁখিদ্বয়, অবশ অচল
দেহ, বিচলিত বাস, অসীত বরণ ;
বুঝি কোন ভাগ্যহীন সংসার-আশ্র
মায়ার কুহকে পড়ি ঘোর মন দুঃখে
হইয়াছে নবব্রতী কানন-নিবাসে ?
যাই কাছে জিজ্ঞাসিয়ে লই পরিচয়

(নিকটে গমনানন্তর ; প্রকাশ্যে)

গভীরা যামিনী-কোলে নিদ্রিতা ধর
নাহি লোক কোলাহল, পশু পক্ষী
যত নীরব সকলে ; আঁধারের পুরী
এবে হয়েছে ভুবন—হেন নিশাক
হিংস্র পশু বাসভূমে কে তুমি মান
জীবনের নাহি শঙ্কা, ঘুমাও নির্ভয়ে

শ্রীবৎস। (সংজ্ঞালাভানন্তর)

কে ভাঙ্গিল মোহ মম, জ্বলন্ত অনল
বাড়িল আহুতি দানে, শোকের দারুণ
বেগ উঠিল হৃদয়ে—কোথা চিন্তা, দেখ
আসি একবার কি দশা পতির তব ;
চিরদিন সুখভোগে করিয়া যাপন

রম্য হর্ম্ম্য নিকেতনে, বনবাস দুঃখ
প্রাণে না সহিল তব—তাই কি ত্যজিয়া
মোরে যাইলে চলিয়া; না—না—পতিপ্রাণা!
সরল হৃদয় তুমি—কোমলতা-ছবি—
চাতুরী তোমার হৃদে নাহি পায় স্থান;
সতীর আদর্শ তুমি, ত্যজিয়া পতিরে
নয়নের অন্তরালে না থাক কখন;—
কষিত কাঞ্চনে কেন মিশাইব খাদ!
চুম্বুক যেমতি লৌহে করে আকর্ষণ,
সারি যথা শুকে ত্যজি না থাকে ক্ষণেক,
ছায়া যথা আলোকের সদা পিছে ধায়;
তেমতি সুন্দরি তুমি হিত হেতু মম
ত্যজিয়াছ রাজ্যসুখ, কর দুঃখ ভোগ;
শিখিয়াছ প্রাণ দিতে পতির কারণে,
কি দোষ তোমার সতি! দৈবের ঘটনে
হরিয়াছে কেবা তোমা না পাই সন্ধান;
কাঠুরিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমি' অন্বেষিয়া,
মিলিল না দেখা কোথা—শেষে এ বিপিনে
পাইব দেখিতে তোমা ভাবিয়া নিশ্চয়
অপেক্ষিয়া আশা-পথ বৃথা রহিলাম—

না পূরিল ইচ্ছা মম ; বিধাতা কপালে
লিখেছেন দুঃখ ভোগ—না হয় খণ্ডন,
অবশ্য সহিব তাহা ; সুখ-তরি মগ্ন
হ'ল জীবনের মত, নির্ব্বাপিত চির
তরে আশার প্রদীপ ; সাধের ব্রততী
শুকাল অকালে মম—মুকুলের মুখে ।
বনদে-। অধীর না হও বৎস ! উদ্বিগ্ন হৃদয়ে
কার্য্য কভু নহে সিদ্ধ ; যা দেখ জগতে,
সুখ দুঃখ বিজড়িত—আছে শান্তি পুনঃ ;
চিরদিন সমভাবে না যায় কাহার !
বিপদে বিহ্বল প্রাণ না হয় ধীমান,
বুঝিয়া, হৃদয়-বেগ কর সম্বরণ ;
পাইবে গৃহিণী তব—শুন মোর কথা—
নদী তটে এসেছিল জনেক বণিক,
কর্ম্ম দোষে ঘাটে তার বাধিল তরণী ;
বিষম বিপদে পড়ি ব্যাকুল হৃদয়ে
সাধিল কত যে চেষ্টা ;—সকল বিফল !
গ্রহাচার্য্য কোন পরে, কহিল তাহারে
পতিব্রতা সতী বিনা নাহি আছে গতি ;
কাঠুরিয়া নারী যত ছিল সেই স্থানে,

সাধুর আদেশ মতে সকলে যাইল,
তরি না চলিল ;—তব পত্নী ছিল ঘরে
সতীর ভূষণ সেই পতিব্রতা নারী ;
পরে, আসি সে বণিক মিষ্ট আলাপনে
বুঝাইল কত—উদ্ধারিতে কার্য্য তার,
সম্মত না হ'ল রমা তায় কোন মতে ;
বারে বারে সাধু তাঁরে যাইবার তরে
বলিল নিয়ত—পরে, দৈব বশে বামা
যাইল তটিনী তীরে ;—ক্ষণেকে ভাসিল
তরি কর স্পর্শে তাঁর, মোহিত হইয়া
তব ভার্য্যা গুণে—লয়ে গেছে সাধু দেশে।

শ্রীবৎস। ও-ও-প্রিয়ে, একি শুনি—ওহো ওহো মরি

(শ্রীবৎসের পতন ও মুর্চ্ছা ; বনদেবীর অন্তর্ধ্যান)

নেপথ্যে। গীত।

সুখ দুঃখ সম্মিলনে ভুবন সৃজন।
সমভাবে চিরদিন না যায় কখন।
রজনীতে নভ-গায়, শশধর শোভা পায় ;
কুমুদিনী সুখে তায়, করে আলাপন।
দিনমণি আগমনে, প্রভাতে নলিনী সনে ;
বিরহ-বেদনা মনে, পাইল দুজন।
দেখ দিবে নিশা ভবে, রবি ছবি লুপ্ত হ'বে ;—
কমলে কমল র'বে শোকে নিমগন।

শ্রীবৎস। (সংজ্ঞা লাভানন্তর)

হায় হায় একি হ'ল! কি দোষে বিধাতা
সাধিলে হে হেন বাদ—নিজ কার্য্য দোষে
ত্যজি রাজ্য সিংহাসন, বন্ধু পরিজন,
কাননে কাননে ভ্রমি'—যাপিতেছি দিন।
সঙ্গে মাত্র পত্নী মম—জীবন-সহায়—
তাও কিহে দেব, না সহিল তব প্রাণে?
জগতের হেতু তুমি পতিত-পাপন—
দীনজনে শ্রীচরণে নাহি দিলে ঠাঁই!
উথলিলে পুনঃ হৃদে শোকের তরঙ্গ,
ভাঙ্গিয়ে প্রেমের উৎস হায় চিরতরে
বিষাদের অশ্রুজল—দিলে ফুটাইয়া!
গোপনে লইয়া হরি নয়ন-পুতলি,
দারুণ বিলাপ-গীতি শিখাইলে ভাল;
নির্ব্বাপিত করিলে হে আশার প্রদীপ,
পূর্ণ হ'ল বসুন্ধরা ঘোর অন্ধকারে,
না জানি স্বপনে হেন ঘটিবে আমার!

(শনির প্রবেশ)

শনি। কোথা সে জলধি-সুতা শ্রীবৎস রাজন,
কার সাধ্য আজি তোমা রক্ষে মোর করে?

সিংহাসন রাজ্য ধন করেছি হরণ,
স্ত্রী ভেদ করিনু পরে—কাঁদ চিরতরে।
ঘুরাতেছি মম হস্তে ভাগ্য-চক্রতব,
ঘুর্ণিত সে চক্রে হের উদ্গারে গরল;
আগত ভবিষ্য বুঝ দুঃখময় সব,
ভাসাও ভাসাও ক্ষিতি ঢালি অশ্রুজল।
শক্তিধর আমি লোকে না পার চিনিতে,
তাই মোর, সভাস্থলে কর অপমান;
জ্বলন্ত অনল-শিখা চাও রে ধরিতে—
রন্ধ্রগত শনি যার, কোথা তার ত্রাণ?
সছিদ্র সূতিকা ছত্রে দীপ্ত ভানুকর
নিবারিতে নারে যথা;—কমলা তেমতি
অক্ষম সাধিতে কার্য্য আমার উপর;
আশ্রয় লইতে তার কে দিল যুকতি!
আগ্নেয় পর্ব্বত সম—প্রতিশ্বাস মম,
উচ্ছ্বাসিয়া হুতাশন ঘটায় অশিব;
ছার খার হয় যথা মোর সমাগম,
চির কর দুঃখ ভোগ শান্তি নাহি দিব।

[প্রস্থান।

শ্রীবৎস। ওরে শনি, পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও মোরে,

দিওনা যাতনা আর জ্বলন্ত জীবনে;
ছিঁড়ে ফেল হৃদিপিণ্ড, ভেঙ্গে ফেল প্রাণ,
পাপ এই দেহ ভার না পারি বহিতে;
জ্বলন্ত অনলে ঢালি জুড়াই জীবন।

(নেপথ্যাভিমুখে অগ্রসরানন্তর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া)

না-না-পারিব না কভু পশিতে পাবকে,
আত্মহত্যা মহাপাপ—ভীষণ অন্তিমে;
পূর্ব্বজন্মকৃত পাপে পাই হেন তাপ,
আবার পাপের ভার করিব সঞ্চার!
মরিলে দুঃখের শান্তি পা'ব ইহলোকে,
দুঃসহ যাতনা ভোগ পরজন্মে পুনঃ
জাগায় হৃদয়ে মোর—বাজে ব্যথা প্রাণে!
অথবা, দুর্দ্দান্ত শনি পীড়িতে আমায়
হানিছে শোকের শেল নিত্য নব ভাবে;
দহিতে জীবন, স্থির, সঙ্কল্প তাহার—
অপঘাতে মৃত্যু হ'লে নাহি পরিত্রাণ
তাহার কঠোর করে—জন্ম জন্মান্তরে!
হা প্রেয়সি! কি কুক্ষণে তোমা সনে আমি
আসিলাম বন মাঝে—থাকিতে আবাসে
কহিলাম পুনঃ পুনঃ; বারেকের তরে

এই হেতু না শুনিলে নিষেধ আমার ;
ঘটালে এ পরমাদ—ভাবিলেনা তুমি
কি হ'বে আমার দশা বারেকের তরে !
এতদিনে মনসাধ পূরিল শনির,
ধন রত্ন যাহা কিছু আনিলাম পথে—
কৌশলে হরিল সব ; ছিলাম দুজনে
প্রাণে, বিষম বিরহ ঘটাইল তায় ;
না জানি রক্ষিবে তারে কে বিপত্তি কালে !
ভ্রমিব সকল ঠাঁই তার অন্বেষণে—
দেখিব দুঃখের অন্ত কত দিন পরে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিত্তানন্দবন—সুরভি-আশ্রম।

(সুরভি আসীনা)

সুরভি। আমরি কি সাজে আজি সেজেছে কানন,
বিবিধ কুসুমরাজি হ'য়ে বিকশিত
বিলায় অনিলে বাস ;—শীতল শরীর
মৃদু মন্দ সমীরণ করিয়া সেবন।

কলরবে পিককুল সুমধুর তানে
তরুর শাখায় কিবা—জুড়ায় শ্রবণ!
শতদল শোভা পায় সরসী-সলিলে,
যে দিকে ফিরাই আঁখি—বিমোহিত চিত,
ফল ফুলে সুশোভিত এ রম্য কানন—
মনোলোভা সদা নরে; সুখে করি বাস,
বিবাদ বিদ্বেষ পূর্ণ ছার লোকালয়—
প্রতারণা চাটুবাদ তায় সহচরী,
অসুখ মনের ব্যথা প্রতি ঘরে ঘরে;
সংসারের শোক তাপ না পশে এখানে।

(এক প্রান্তে শ্রীবৎসের প্রবেশ)

শ্রীবৎস। নদ নদী উপবন, পর্ব্বত নির্ঝর
কানন নিকুঞ্জ পথ ভ্রমিলাম কত,
না মিলিল এ জীবনে তার দরশন!
ক্ষুধায় বিকল অঙ্গ, চলিতে না পারি;
হ'ল বুঝি ভবলীলা সমাপ্ত আমার,
দয়াল জগতপতি বিতরি করুণা
দিবেন কি মুক্তি মোরে ঘোর পারাবারে।
তনয়ের আর্ত্তনাদে পিতার হৃদয়
নাহি থাকে কভু স্থির—না জানি, ভুলিয়া

তিনি আছেন কি হেতু ; প্রতিফল দিল
ভাল ভানুর কুমার, বিষাদ শোকের
ছবি চির তরে হৃদে রহিল অঙ্কিত।

সুরভি। কে তুমি, কোথায় বাস, কহ কিবা দুঃখে
সংসার ত্যজিয়া আজি ভ্রমিছ বিপিনে !
শোকের দারুণ ব্যথা সহিয়াছ প্রাণে—
নিরখি আকারে ; চির শান্তি-নিকেতন
এরম্য কানন, কর সুখে উপভোগ।

শ্রীবৎস। মরুভূমি স্নিগ্ধে যথা শীতল সলিলে—
ঢালিয়ে বচন-সুধা সুমধুর কণ্ঠে
মৃত দেহে করিলে মা জীবন সঞ্চার !
শুন তবে শোক-গাথা, নিবেদি চরণে—
ছিলাম ভুপতি-শ্রেষ্ঠ,—কালে মহীতলে,
শ্রীবৎস আমার নাম, প্রজাগণ লয়ে
যাপিতাম সুখে কাল সদা সুশাসনে ;
কিন্তু মাতঃ, দৈবাধীন মানবের গতি,
আসিল প্রাগ্দেশে মম—যথা রাজধানী—
জলধি-তনয়া, শনি ঘটায়ে বিরোধ ;
ধর্ম্ম শাস্ত্র মতে দোঁহে সাধিনু বিচার,
না হইল প্রীত তায়—বুঝি বিপরীত

রাজ্য ধন করে নাশ দিনেশ-তনয় ;
চিন্তা সনে বনবাসে পরে ভুঞ্জি দুঃখ
যাপিতে ছিলাম কাল ;—বিজন বিপিনে
হারায়েছি চিন্তা সতী—জীবন-সঙ্গিনী।

সুরভি। শনির প্রতাপ ভূপ, নাহি এ কাননে—
নির্ভয়ে করহ বাস, যদবধি গ্রহ
মন্দ থাকিবে তোমার ;—পুনঃ, রাজ্য ধন
লভিবে অচিরে—চিন্তাবতী সতী বামে
শোভিবে তোমার, ত্যজিয়া এ বন তুমি
না যাও কোথাও, চৌদিক ব্যাপিয়ে শনি
পাতি মায়া-জাল অপেক্ষায় আছে তব,
চিন্তানন্দ বনে তার নাহি অধিকার।

শ্রীবৎস। যথাদেশ তব মাতা, লইনু আশ্রয়
আজি ও পদ-কমলে—কৃপানেত্রে দীনে
চাহিও জননী এই তনয়ের প্রতি ;
যত দিন দুঃখে মোর নাহি হয় ত্রাণ—
হইল নির্দ্দিষ্ট বাস এই বনভাগ।

সুরভি। সাবধানে সাধ কার্য্য, ওহে গুণাধার!
দুরাচার ভ্রমে সদা ছিদ্র অন্বেষিয়া,
এবন হইতে তুমি হইলে বাহির—

পড়িতে হইবে পুনঃ শনির মায়ায়।
শ্রীবৃদ্ধি হইবে পরে—অপেক্ষিয়া সেই
আশার কুহক পথ—মানবের মন
একে একে শান্তি পায়, নাহি আছে স্থির
ভাগ্যলক্ষ্মী কার প্রতি কখন সদয়।
সাধি মম প্রয়োজন আসিব এখানে,
স্থির চিত্তে থাক বৎস—চিন্তানল হৃদে
বর্দ্ধিত না কর আর,—চলিনু এখন।

[প্রস্থান

শ্রীবৎস। বিধাতা সদয় বুঝি হ'ল এত দিনে—
মিলিল দীনের তাই এবন-আশ্রয়,
নগরে করিয়া বাস বিজন বিপিনে
প্রীতিলাভ মনে কভু নাহি ঘটে কার;
কিন্তু, আজি নিঃসহায়,—জর্জ্জরিত দেহ
শোকে, শক্তি হীন তায়—না পারি চলিতে!
এই স্থানে, ফুল্ল প্রাণে, কাটাইতে হ'বে;
যাই তবে বাপীতটে—কাননের শোভা
হেরি জুড়াব নয়ন, শীতল সলিলে
দেহ করিয়া গাহন—উপজিবে শান্তি।

[প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম পার্শ্বস্থসমুদ্রে।

(অদূরে সওদাগর ও নাবিকগণ সম্বলিত তরণী)

গীত।

নাবিকগণ। উঠচে ঢেউ ঢলে ঢলে, তরি আর তায় কি টলে ;
উজান বয়ে যাচ্চে চলে, সাধ মিটেছে মনের মত।
সবাই যাব দেশে ফিরে, আপন জনে বসবে ঘিরে,
ডুবতে হবে বিষাদ-নীরে—গেছে সে সব ভাবনা যত।
দেশ বিদেশে আর না যাব, দুঃখে, সুখে কাল কাটাব;
ঘরে বসে মজা পাব, আমোদ মদে মাতবো কত।

সওদা। আমোদে উন্মত্ত আজি রে নাবিকগণ,
না জানি কি দশা হায় ঘটিত সবার
এতক্ষণে, তরি যদি মুক্ত না হইত।
বিদেশ বিভুমে কত দুঃখে যাপি দিন
হইত ক্ষেপণ,—না হ'ত জনমে আর
স্বদেশ গমন—মাতা পিতা আর যত
প্রিয় পরিজন কাহার না হ'ত দেখা।
ভাগ্য ফলে গ্রহাচার্য্য আসিয়া জুটিল,
ধন্য এ নারীর মায়া—তাই হ'ল গতি
শোকের সাগরে সবে; কি ভয় এখন,

বিপদে রক্ষিতে আছে সহায় রমণী ॥
নাহি বহুদূর, ধীরে চালাও তরণী ;—
উপকুল শোভা হেরি লভি প্রীতি মনে !

চিন্তা। শুন মম নিবেদন, বণিক-কুমার !
নিরাপদে যাবে দেশে—বিঘ্ন না ঘটিবে,
বৃথা কেন দুঃখিনীরে দুঃখ দাও আর !
বাঁধহ তরণী কুলে যাই অবতরি ;
এক মাত্র পতি মম আছেন বিজনে—
দুঃখে যায় দিনতাঁর বিহনে আমার,
পূর্ণকর মন সাধ, এই ভিক্ষা দেহ—
যাচি সকাতরে সাধু চরণে তোমার,
সাগর কানন বন স্থাবর জঙ্গম
অন্বেষিয়া ঠাঁই ঠাঁই সন্ধানিব তাঁয়।

সওদা। বৃথা কর হেন আশা তুমি লো ললনে।
বাণিজ্য ব্যবসা মম—তরণী সহায়ে
দেশেদেশান্তরে পণ্য সদা লয়ে যাই ;
প্রবল তরঙ্গ কত লাগে তরি'পরে,
পুনঃ কত বিঘ্ন আছে—নিত্য জলপথে।
তোমায় ত্যজিলে মম কি হইবে গতি,
লভিয়া অমূল্য ধন কে নিক্ষেপে দূরে ?

(কতকগুলি স্বর্ণপাট হস্তে শ্রীবৎসের অদূরে প্রবেশ)

শ্রীবৎস। হায় রে কপাল, রাজ্যভোগে সুখে ক্ষেপি
প্রথম বয়স ;—যাপিব কি চিরদিন
বিজন কানন মাঝে—অনাথের প্রায় !
লোকালয়—প্রিয়তম মানবের বাস
না দেখিব এ জীবনে, সুখের এ ঠাঁই
বনবাসী জনে ; প্রীত নহে মন তায়
ক্ষণেকের তরে, কি করিব কোথা যাব—
নাহি অন্য স্থান ; যাবে দিন হেন ভাবে,
যদবধি মোর প্রতি শনির প্রতাপ।
কি সুখে কাননমাঝে লোকের বসতি !
সদয় কি দয়াময় হইবেন মোরে,
কতকাল যাবে আর বিজন কাননে !
অপর মানব মুখ না পাই দেখিতে—
জীবনে মরণ প্রায় ; আজ্ঞাকারী আছে
মম যে তাল বেতাল—রচিলাম স্বর্ণ-
পাট সহায়ে দোঁহার, সুবর্ণে এ বনে
কিন্তু নাহি উপকার—বৃথা পরিশ্রম !
রত্নের সহায়ে সিদ্ধ হয় সর্ব্ব কাজ
জানিতাম স্থির মনে—বিফল সে জ্ঞান !

(সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপানন্তর)

(স্বগত) আসিছে তরণী কোন—চাহিলেন দীনে
বুঝি এতদিন পরে অনাথের নাথ
ঘুচাতে হৃদয় ব্যথা—দেখি কিবা ঘটে!
অবশ্য ধনাঢ্য কোন বাহি যায় তরি,
জিজ্ঞাসিয়া দেখি তায়, কিবা অভিমত
লইয়া যাইতে মোরে—কোন জন স্থানে।
পরি হরি জনপুরী—বিজন কাননে,
দীন হীন বাস হারা থাকিব কি চির!
(প্রকাশে) শুন শুন মহাজন! লওহে তরণী
তটে, আছে প্রয়োজন তোমার সহিত—
বিলম্ব না হবে তব, ক্ষণেকের তরে
বাঁধহ তরণী কুলে, বচনে আমার।
সওদা। রোধিব তরণী-গতি তোমার কথায়,
কিবা হেন প্রয়োজন—কহ বিবরিয়া;
না সহে বিলম্ব, ত্বরা যাইতেছি দেশে—
বহুদিন হ'ল গত—বাণিজ্য কারণে
স্বদেশ এসেছি ত্যজি—না জানি কেমন
আছে আত্মীয় স্বজন, ভাবি সদা মনে!
শ্রীবৎস। নিবেদন তব কাছে শুনহ বণিক,

কূলেতে আসিলে সব করিব জ্ঞাপন ;
এস তীরে ক্ষণতরে—মুহূর্ত্ত বিলম্বে
অপকার কিছুমাত্র না ঘটিবে তব,
উপকার হবে মম আসিলে এখানে।

সওদ:। চালাও হে কর্ণধার উপকূল মুখে,
শুনিব বারতা কিবা কহে ওই জন।

(তটসমীপে তরি আনয়ন)

শ্রীবৎস। শুন তবে ওহে সাধু, নিবেদি চরণে,
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ফলে—মহাবংশে কোন
লভিনু জনম, কত দিন সুখভোগে
যাপিলাম কাল, কিন্তু নিজকার্য্য দোষে
বিষাদ ঘটিল সব—ধাতার বিধান
না পারে খণ্ডিতে কেহ, কি সাধ্য আমার
অন্যথা করিব তায়, আজি হেন দশা—
না জানি কপালে মম পুনঃ কি ঘটিবে !
কৃপা-নেত্রে যদি মোরে কর দরশন,
বিষম এ দুঃখ ভারে হয় মুক্তি লাভ ;
কতগুলি স্বর্ণপাট করেছি প্রস্তুত—
বাসনা যাইতে লয়ে নৌকায় তোমার ;

বিক্রয় করিয়া যদি পাই কিছু ধন—
বিপদে উদ্ধার মম হইবে তা হ'লে।

সওদা। আসুন তরিতে মম—নাহি কিছু ভয়,
যাও অনুচর, লও যত রত্ন ধন,
সাবধানে রাখ সব তরণী উপরে।

অনু। যথা আজ্ঞা তব প্রভু পালিব যতনে,
সাধিতে তোমার কাজ চির আমি দাস।

(অনুচরের তট হইতে স্বর্ণপাট গ্রহণ ও
শ্রীবৎসের তরণীতে আরোহণ)

সওদা। দ্রুতবেগে বাহ তরি, না কর বিলম্ব—
সত্বর যাইতে হবে দেশেতে ফিরিয়া।

(তরণী তীর হইতে বাহন)

(স্বগত) ভাগ্য ক্রমে বিধি যদি দিল এ রতন
বধিয়া এজনে এবে ঘুচাই আশঙ্কা ;
বিশাল বারিধি মাঝে করিলে নিক্ষেপ
সিদ্ধ হবে কাজ মম, লোকে না জানিবে-
লভিব অতুল রত্ন—এ স্বর্ণ বিক্রয়ে।
বৃথা কেন তবে আমি প্রচুর এ ধনে
সম্ভোগ করিতে দিব ওই হীনজনে।

(প্রকাশ্যে) মিলিয়া নাবিক যত নবাগত জনে
করহ বন্ধন, নিক্ষেপ সাগর জলে।

শ্রীবৎস। একি হ'ল, একি হ'ল, কিবা অপরাধে
সাধু আজ্ঞা দাও দাসে করিতে বন্ধন ?
সদাশয় জানি তোমা লইনু আশ্রয়;
এই কি তাহার রীতি—অধর্ম্ম না কর,
ইহলোক পরলোক দেখ বিবেচিয়া।
দেহ সনে নাহি হয় আত্মার বিনাশ,
ধর্ম্মের প্রভাব চির বিদিত জগতে
সামান্য অর্থের লোভে বধিলে আমায়
ইষ্টলাভ কিবা তব; কত দিন ভবে
রহিবে জীবন আর—মরিতে হইবে—
মুদিলে নয়ন সঙ্গে নাহি যাবে ধন।
একমাত্র ধর্ম্মধন আত্মার সহায়—
উপেক্ষা না কর তায়; দেখ প্রতিদিন
বিকাশে আকাশে ভানু সত্যের প্রভাবে—
বহিতেছে জীব ভার সত্যে এ মেদিনী,
সত্য আচরণে লোকে সুখে স্বর্গবাস—
হিতাচার সার ভবে, অসার রতন
লোভে নিধনিয়া মোরে—পাপে লিপ্ত হবে—
নরকেও স্থান কভু না মিলিবে তব।
নর-হত্যা মহাপাপ বুঝি মনে মনে,

ক্ষান্ত হও হেন কার্য্যে—ভাবিতেছ তুমি
অকূল সাগর মাঝে বধিলে আমায়,
না পাবে দেখিতে কেহ ; কিন্তু, সেই হরি
সর্ব্বশক্তিমান—তাঁর চক্ষু সর্ব্ব ঠাঁই
করিছে দর্শন—অণুমাত্র সে নয়নে
অব্যাহতি নাহি পায় ; ঐহিক সুখের
তরে ভুঞ্জিতে হইবে দুঃখ চিরকাল।
পার্থিব যা কিছু দেখ সকল নশ্বর,
অনিত্যে সংযত হয়ে নিত্য মহাধনে
কর অবহেলা ; জীবন হইলে মৃত্যু
আছে স্থির ;—ইথে নাহি ব্যতিক্রম।
সংসার পরীক্ষাস্থল—অযথা আচারে
কিছুদিন যায় সুখে, পরে সূত্রপাত
ঘোর বিষাদের—লয় নাহি হয় তাহা
জীবনের সনে কভু এই ইহলোকে।
অনন্ত অচিন্ত্য সেই দেবের প্রধান
আছেন বসিয়া স্বর্গে—সুরপুর মাঝে
বিচার আসনে বিচারিতে সূক্ষ্মভাবে
পাপ পুণ্যে—ইহলোক হইত যদ্যপি
আত্মার চরম ঠাঁই—ধর্ম্মাধর্ম্ম কথা

ছুটী না হ'ত সৃজিত, জগদীশ জ্ঞান
না থাকিত কভু কার—আস্তিকের দলে
পূর্ণ হ'ত বসুন্ধরা, ধূলায় জনম—
ধূলায় হইবে লয় ;—যাদের সুখের
তরে লালায়িত অর্থে—সেই পরিজন
ত্যজিবে সকলে তোমা পরলোক গতে।
ধনী বাণী সুমধুর শুনিতে শ্রবণে,
অধর্ম্মে অর্জ্জিত ধন—কলঙ্ক লেপিত
সদা স্থির জান মনে—পাপের সঞ্চারে
সমুদয় ক্ষয় পাবে, সদুপায়ে লভ
রত্ন, চিরসুখে র'বে—বর্দ্ধিত হইবে
নিত্য, না আছে বিনাশ, লও মম ধন—
প্রসন্ন হৃদয়ে তোমা করিতেছি দান ;
প্রাণ-ভিক্ষা দেহ মোরে তার বিনিময়ে।

বণিক। তব মুখে উপদেশ না চাই শুনিতে—
ধর্ম্ম কথা কহে সবে জীবনের ভয়ে।
সুবিধা পাইয়া হেন—কে চায় ত্যজিতে
বিপুল এ স্বর্ণ রাশি, হয় হবে পাপ
মম, তার অংশ তোমা না হবে ভুঞ্জিতে !
ইহলোকে সুখভোগে যদি যায় দিন,

তাহাই পরম লাভ—কে ভাবে চরমে ?
না চলে সংসার কার্য্য তব কথা মতে,
জীবনে তোমায় যদি দিই অব্যাহতি—
এসব রতন মোর না হইবে ভোগ।
জীবনের আশা তুমি কর পরিত্যাগ,
বৃথা এ বিলাপ তব—নাহি কিছু ফল।
অবশ্য বধিব তোমা—দেখিব কেমনে
রক্ষা আজি হয় তব ঈশ্বর-সহায়ে !

(কর্ণধারগণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক।)

নিক্ষেপ নাবিক যত সকলে মিলিয়া
বারিধিসলিলে দুষ্টে ;—ভণ্ড ওই জন
ধর্ম্ম কথা প্রাণ ভয়ে শুনায় আমারে।

শ্রীবৎস। জীবনের ভয় সাধু না আছে আমার,
কর যাহা ইচ্ছা তব—জন্মিলে মরণ
প্রকৃতির চির ধার্য্য ;—কিন্তু, দুঃখ মনে—
দয়া নাহি উপজিল হৃদয়ে তোমার !
এককালে অর্থলোভে হইয়া বিহ্বল
ভুলিলে পরম তত্ত্ব—বিলাপ বচনে
ক্ষুব্ধ না হইল মন ; হে ভয়-বারণ
দরিদ্রের সখা বিভু চাও দীনপানে,

যায় প্রাণ, রাখ প্রাণ বারিধিসলিলে!
কোথা চিন্তা,—এ জনমে দেখা না হইল!
অবলা সরলা মম পতিব্রতা সতি,
না জানি কত যে দুঃখ পাইতেছ তুমি
বিহনে আমার, ভাবিয়াছিলাম মনে,
অন্তিমে লভিব সুখ মিলিয়া দুজনে—
মনের সে আশা মম মনেতে মিলা'ল!
অভাগার হাতে পড়ি প্রেয়সি আমার
সহিলে যে কত দুঃখ না হয় বর্ণন,
নিকটে থাকিতে যদি এ বিপদ কালে,
যাইতাম ফুল্ল প্রাণে কালের সদন।

(নাবিকগণের কর্তৃক সলিলে নিক্ষিপ্ত করণ।)

কোথায় বেতাল তাল এ বিপত্তি কালে!
নিয়ত বিশ্বস্ত ভাবে কর সেবা মোরে—
কৃতজ্ঞতা পরিচয় দেখায়েছ ভাল
সম্পদ বিপদে; অন্য দাসদাসী যত
কেহ নাহি চাহে ফিরি,—পালিতে আদেশ
আছ দুই জনে—ত্বরা আসি দাও দেখা।

(সমুদ্রের মধ্য হইতে তাল বেতালের উত্থান।)

তাল। কি ভয় রাজন, থাকিতে আমরা দোঁহে?

অসাধ্য সাধিব—যথাদেশ তব প্রভু!
প্রকৃতির সৃষ্ট মোরা—ভাসিছ সলিলে,
কষ্ট না হইবে তায়—নিদ্রারূপ ধরি
করিলাম রক্ষা তোমা!—যথা ইচ্ছা যাও।

বেতাল। থাকিতে এ দাস—বারিধি-তরঙ্গে নাথ
বিকলিত দেহ তব, ভেলা ভাবে আমি
নরমণি, দেহ ভার করিনু ধারণ—
আনন্দে ভাসিয়া যাও বাসনা যথায়।

(তরণী অভ্যন্তর হইতে চিন্তা বাহির হইয়া।)

চিন্তা। এই কি জীবন ধন, প্রাণকান্ত মম,
হা বিধি শ্রীবৎস ভূপে কি দশা করেছ!
তাহাতেও নহ ক্ষান্ত—শেষেতে জীবন
লয়ে সাধিতেছ বাদ, রাজ্য রত্ন ধন
প্রিয় পরিজন হ'তে করিয়া বঞ্চিত,
অরণ্যে দুঃখিনী সনে করাইলে বাস,
তাহাতেও প্রতিকূল—বিচ্ছেদ ঘটিল
মম পর উপকারে; হে বিধি এ বিধি
কভু সাজে কি তোমায়, ধর্ম্ম-আচরণে
সদা যায় যার দিন, ভ্রমেও কু-পথে
যেই না করে ভ্রমণ, তাঁহার এ দশা!

কাঁদে অভাগিনী—হা নাথ কোথায় যাও
আমিও যাইব সাথে ; নিঠুর বণিক
ভাল কীর্ত্তি দেখাইলে, পাপে পূর্ণ ধরা—
সত্যের আদর যেন কেহ নাহি করে
ছেড়েদে ছেড়েদে সাধু ছেড়ে দেরে মোরে,
ঝাঁপ দিয়া জলে ডুবি জুড়াই জীবন।

(বণিক কর্ত্তৃক কর ধারণপূর্ব্বক নিবৃত্ত করণ।)

বণিক। রাখিব আদরে তোমা, কি দুঃখে সুন্দরি
জীবনে জীবন দিবে—ভাবিয়াছ মনে
পাবে অব্যাহতি, বুঝি ভাল নারীমান—
যতনে রহিবে সদা ; বাহ তরী বেগে
নাবিক সকলে মিলি, ভিন্ন দিকে যাই।
এ কিরে বিচিত্র না মরে সাগর জলে,
অবাধে যাইছে ভাসি তুলারাশি প্রায়।

চিন্তা। রে বণিক ধিক তোরে মানব-কলঙ্ক !
দুঃখিনীর শোক-গাথা না পশে শ্রবণে !
কাতরে নিবেদি তোরে ছেড়েদে আমায়,
পশি জলে ঘুচাইব মনের বেদনা।
তাপিনীর আর দুঃখ না সহে পরাণে—
কান্তের নিধন হায় হেরিতে হইল।

কত পাপ করেছিনু জন্মজন্মান্তরে,
হানিলি দারুণ বজ্র তাই মোর শীরে।

বণিক। নিবার বারতা নারী, বাহরে নাবিক
দ্রুতবেগে যথা সাধ্য—প্রমাদ না ঘটে।

(তরণী অদৃশ্য হওন।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সৌতিপুর নদীতট—শুষ্ক পুষ্পোদ্যান।

(অদূরে রত্নাবতী মালিনীর গৃহ।)

(শূন্যভাগে ফুলবালাগণ।)

গীত।

মোরা যত ফুলবালা, ফুলে ফুলে গাঁথি মালা,
ফুলের ভূষণ, ফুলের বসন,
ঢালি ফুল-বপু ফুলশয়নে।
সুরভি কুসুম-বাসে, সদা প্রাণ ভালবাসে;
মন-বিমোহন, প্রসূন রতন,
না দেখি কোথাও ভ্রমি কাননে।
বহু দিন হ'ল গত, শুষ্ক তরু লতা যত;
না ধরে মুকুল, মোরা যে ব্যাকুল,
আসি যাই ফিরে ফুল বিহনে।
সতত ধরমে মতি, শ্রীবৎস ধরণীপতি,

শনির মায়ায়, ভাসিয়ে ভেলায়,
আসিবে আজিরে হল স্মরণে।

(নেপথ্যে চাহিয়া ও অকস্মাৎ কানন কুসুমিত দর্শনে।)

ওই দেখ ভাসে ভেলা, ফুটিল চামেলি বেলা,
মালতী বকুল, গোলাপ পারুল,
ফুল্ল ফুল রাশি হেরি নয়নে।
শুষ্ক শাখা মুঞ্জরিল, কিবা শোভা বিকাশিল,
হেরি অনুপমা, বনের সুষমা,
মোহিল মানস শ্যাম বরণে।

[সকলের অন্তর্দ্ধান।

(এক প্রান্তে ভেলাসহ শ্রীবৎসের প্রবেশ।)

(অপর প্রান্তে রম্ভাবতীর প্রবেশ।)

রম্ভাবতী। বিস্মিত নয়ন মন হেরি বন-শোভা
বসন্ত উৎসব যেন উদিল ভুবনে।
বিবিধ কুসুম-রাজি,—কিবা বিকাশিত ;
ঢালিতেছে পরিমল শীতল বাতাসে,
গুঞ্জরিছে অলিদল মকরন্দ লোভে ;
শুষ্ক ছিল তরুলতা যাইবার কালে—
সহসা সরস সব শ্যামল সুন্দর !
ঘুচেছিল বনশোভা বহু দিন হ’তে,

যাপিতে ছিলাম কাল অভাগিনী প্রায়—
সুদিন বিধাতা বুঝি দিল পুনঃ মোরে,
পুলকিত প্রাণ মন হেরি চারি দিক।

(ইতঃস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীবৎসকে দেখিয়া।)

(স্বগত) মরি কিবা অপরূপ নিরখি নয়নে,
রতি-পতি জিনি রূপে হরিল রে মন ;
শশী যেন নভ ত্যজি ভাতিল ভুবনে,
জীবনে না হেরিয়াছি এ হেন পুরুষ।
(প্রকাশ্যে) কে তুমি কোথায় বাস, কিবা অভিলাষে
আসিয়াছ হেথা কহ, নিবেদি বাছনি !

শ্রীবৎস। ভাগ্য দোষে জলমগ্ন বিধি বিড়ম্বনা ;—
অকূল পাথারে হায়—যাহা কিছু ছিল,
সকল হইল নষ্ট—রহিল জীবন ;
অবশেষে পাই কূল ভাসিতে ভাসিতে।
অসার ভাবনা ভাবি,—নহি চিন্তাকুল,
হেন ছিল লেখা ভালে ;—কে করে অন্যথা ;
যা ঘটে জীবনে লোকে ভবিতব্যমূল,
যে দিন যথায় থাকি তথা মম বাস।

মালিনী। চির অভাগিনী বৎস আমি এ জগতে
আপনার বলি হেন নাহি কেহ মম,

একাকিনী করি বাস এ বিজন বনে।
অনুতাপে যায় দিন, জুড়াল তাপিত
প্রাণ নিরখি তোমায়—চল মোর সনে,
সুখেতে রাখিব তোমা স্বজনের সম,
পরবাসে নিজবাস হইবে তোমার।
ভাগ্যহীন নহে তুমি, নতুবা কখন
বিশাল তরঙ্গ মাঝে তরিমগ্ন হয়ে
বাঁচিল তোমার প্রাণ; সদয় হইল
বিধি দুঃখিনীর প্রতি—তাই ভাগ্যবানে
হেন পাইনু দেখিতে, পাইয়াছ কত
ক্লেশ ভাসিয়া সলিলে—না জানি ক্ষুধায়
কত কাতর অন্তর, এস মোর সনে
যাই বাসে, তব দুঃখে পাই দুঃখ মনে।

শ্রীবৎস। জননি, জননি, স্নেহের অমিয় মাখা
মধুর বচনে জুড়া'লে তাপিত প্রাণ।
তুমিই সদয় মাতা আজি এ বিদেশে,
বৎস ভাবে স্নেহ নেত্রে দেখিলে যখন
সকল বিপদ হ'তে হয়েছি নির্ভয়।
এ জীবনে দিবা নিশি স্মরণের পথে
রাখিয়া তোমার চিত্র ভক্তির আগারে,

পূজিব তনয় মত অঞ্জলি ভরিয়া
প্রেমের কুসুম তুলি বসি পদতলে।

রম্ভাবতী। আয় বাছা আয় আয় ও পর্ণ কুটীরে;
দুঃখিনীর যাহা কিছু সর্ব্বস্ব তোমার।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদকানন।

(ভদ্রাবতী আসীনা।)

ভদ্রাবতী। গীত।

তোরে ভালবাসি, ওরে ফুলকলি;
হৃদয়ের দ্বার খুলি, তাইরে তোমারে বলি।
চুপ্ চুপ্ কাণে কাণে, মোর কথা তোর সনে,
যা দিয়ে কোমল প্রাণে, মধুপ কি গেছে চলি!
অনিল মৃদুল বায়, শীতল তুমি কি তায়,
বল মন কারে চায়, ভুলিতে পার কি অলি।
ঢাল ঢাল পরিমল, কাহারে তোষিবে বল;
মধুকর মধু বল যতনে সে লবে দলি।

কতদিন যাবে আর আশার আশায়ে,
কতদিন থাকিব এ শূন্য প্রাণ লয়ে;
কতদিন বহিব এ ছার দেহ ভার,
কতদিন ঝরিবে এ নয়নের ধার!

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদকানন।

(ভদ্রাবতী আসীনা।)

ভদ্রাবতী। গীত।

তোরে ভালবাসি, ওরে ফুলকলি;
হৃদয়ের দ্বার খুলি, তাইরে তোমারে বলি।
চুপ্ চুপ্ কাণে কাণে, মোর কথা তোর সনে,
যা দিয়ে কোমল প্রাণে, মধুপ কি গেছে চলি!
অনিল মৃদুল বায়, শীতল তুমি কি তায়,
বল মন কারে চায়, ভুলিতে পার কি অলি।
ঢাল ঢাল পরিমল, কাহারে তোষিবে বল;
মধুকর মধু বল যতনে সে লবে দলি।

কতদিন যাবে আর আশার আশায়ে,
কতদিন থাকিব এ শূন্য প্রাণ লয়ে;
কতদিন বহিব এ ছার দেহ ভার,
কতদিন ঝরিবে এ নয়নের ধার!

কতদিন সহিব এ হৃদয়-বেদনা,
কতদিন পাব আর মরম যাতনা ;
ছিলাম মনের সুখে সখিগণ মেলি,
কত রঙ্গে কত ভঙ্গে করিতাম কেলি ;
নিঠুরা মালিকা হায় আনি ফুলহার,
করিল প্রফুল্ল প্রাণ বিষাদ-আগার ;
আগে যদি জানিতাম ঘটিবে এমন,
মোহিত না হইতাম মালায় কখন !
নিতি নিতি আসে যায় মালাকার-জায়া,
কেমনে বুঝিব আমি তার হেন মায়া !
বিচিত্র রচনা হেরি কুসুমের হার,
জিজ্ঞাসিনু কেন তারে কেবা মালাকার ?
পড়িনু কুহক-ফাঁদে দোষে আপনার—
উত্তরিলা সে মালিনী কথায় আমার ;
আসিয়াছে গৃহে তার সাধু একজন,
তাঁহার রচিত এই হার সুচিকণ ;
কি জানি কি গুণে বাঁধা ছিল ফুলদল,
মালার মোহন গুণে হইনু বিহ্বল ;
চঞ্চল বিবশা প্রাণ—ধৈর্য্য না ধরিল,
কোথা হ'তে ভালবাসা আসি উপজিল !

নবীন যৌবন সবে—নব হৃদি-গতি,
রোধিব তাহার বেগ না হ'ল শকতি ;
সুখের স্বপন সদা সঞ্চারিল মনে,
সাধ হ'ল বাঁধি তাঁরে প্রণয়-বন্ধনে ;
কি জাতি কেমন তিনি না লয়ে সন্ধান,
অজ্ঞাত সে জনে প্রাণ করিলাম দান ;
অবশ শরীর তায়, পড়ে ঢলে ঢলে,
মজিলাম পিইলাম প্রেম-হলাহলে ;
বালিকা-হৃদয়ে সবে মঞ্জরী বিকাশ—
দেখিতে তাহারে মনে হইল প্রয়াস।
জানাইনু মালিকায় নিজ অভিমত,
আমার কথায় সেই ধরে ছল কত ;
পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলাম তায়,
স্বীকার পাইল পরে সে মোর কথায় ;
বলে গেল—দেখাইবে সে মন-মোহনে,
প্রভাত সময়ে এই প্রমোদ-কাননে।
যে অবধি তাঁর কথা কহেছে মালিনী,
হয়ে আছি তদবধি যেন পাগলিনী ;
আহারে বিহারে মোর নাহি আছে সুখ,
সতত বাসনা হয় হেরিতে সে মুখ।

অধীর হইল প্রাণ—ধৈরয না মানে,
স্থতান মধুর গীত—তাও বাজে কাণে;
দেখিতে সে গুণীবরে সদা মন চায়,
কেমনে হইবে দেখা না দেখি উপায়;
এক মাত্র আশা ছিল দেখাবে মালিনী,
অভাগীরে হামা দিল ভাল সে ডাকিনী!
আসিবার কথা ছিল নতুবা যখন,
নিশ্চয় আসিত সেই লয়ে সেই জন;
অসার ভাবিয়া হায় নাহি দেখি ফল,
বিধাতার বিড়ম্বনা বুঝি এ সকল।

(রম্ভাবতী-মালিনীর এক পার্শ্বে প্রবেশ।)

রম্ভা। (স্বগত) ভাল রঙ্গ বাধাইনু আজি আমি লোকে,
রচিতে কুসুমহার বলি বিদেশীরে;
এক দিকে ক্ষুণ্ণ মনে বণিক-কুমার—
আসিয়াছে যে অবধি সেই মহাজন,
মোর কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটে ফুল দল;
নীরস হইয়া ছিল যত তরু লতা—
একটী সরস পত্র কোথাও না ছিল,
নব শাখে সুশোভিত তাঁর পদার্পণে;
অনুমানি স্থির মনে মহাগুণি তিনি,

নতুবা নিমিষে হেন হয় কি ঘটন !
কিন্তু, একি অপরূপ—চিন্তা নাম মুখে—
চিন্তা চিন্তা জপমালা ভোজনে শয়নে ;
নহে ক্ষান্ত ক্ষণ তরে—জিজ্ঞাসিলে কহে
যত অন্য কথা,—তায় মলিন বদন,
দুনয়নে অশ্রুধারা অবিরল ঝরে ;
চেয়ে থাকে মুখপানে—না করে উত্তর !
কোথা চিন্তা, কেবা চিন্তা, না পাই চিন্তিয়া—
দিবানিশি মগ্ন সেই চিন্তার চিন্তায় ;
যে কাজ বলিয়া যাই করিতে তাহায়,
অবিলম্বে করে তাহা—নিপুণতা সহ ;
সদা কিন্তু অন্যমনা—সহাস্য বদন
হেরি নাই কভু তার দিনেকের তরে ।
কপটতা নাহি জানে—উদার হৃদয়,
নরপতি ভ্রম লাগে আকার গঠনে ;
জলদে আবৃত যেন শরতের শশী !
অন্য দিকে ভাসে সুখে রাজার কুমারী,
ভেটিতে তাহায় আমি সেই ফুলহার—
দেখিতে সে মালাকারে যাচে রাজবালা
সকল কুসুম গুচ্ছ দিয়া ছড়াইয়া !

যতনে ধরিয়া সেই মনোহর মালা,
কভু রাখে বক্ষ'পরে কভু বা মাথায় ;
"সে জন কেমন যার এ চিকণ মালা"
কথা ছলে বারে বারে কহে সে আমারে !
মালায় মোহিত হয়ে সদা সেই কথা,
শৈশবের সুখে তার নাহি বশে মন—
থেকে থেকে চুপি চুপি কহে মোর কাণে
রচয়িতা জনে সেই দেখাতে তাহারে ;
শিহরিল অঙ্গ মম শুনি তার কথা—
হেরিবে অজ্ঞাত জনে রাজার দুহিতা !
এ কথা দিনেক কভু গুপ্ত না রহিবে,
বাধিবে প্রমাদ ঘোর—বুঝাইনু তারে,
তথাপি সে কর্ণপাত—প্রবোধে আমার
না করিল ক্ষণকাল ; কিন্তু, থেকে থেকে
শুনায় আমারে তার হৃদয়-বাসনা,
ব্যাকুল অন্তরে মরি কাঁদিতে কাঁদিতে !
শিশু কাল হ'তে তারে পালিয়া যতনে,
পীড়িতে কোমল প্রাণে লাগে ব্যথা মোরে।
স্বহস্তে যে লতিকায় করেছি সিঞ্চন—
না পারি দলিতে তাহা থাকিতে জীবন ;

মাসি মাসি বলে বালা ডাকে বারে বারে,
মোহিত হৃদয় মম শুনি তার কথা!
পুনঃ পুনঃ অনুরোধে—গলিল হৃদয়,
স্বীকার পাইনু পরে দেখাইব তারে—
আগন্তুক সেই জনে—কিন্তু, এ কাননে
কোথাও না পাই দেখা সে রাজবালায়,
হেরিয়া বিলম্ব সে কি গিয়াছে চলিয়া!

(অগ্রসরানন্তর ভদ্রাবতীকে দর্শন করিয়া।)

অধোমুখে মনোদুঃখে কেন রাজবালা ?
প্রফুল্ল-সরসী হ'তে সন্তোষ-সরোজ
কে দলিল বল বল, কেন বা ঝরিছে
অবিরল আঁখি জল গণ্ডস্থল বাহি
বরিষার ধারে ; কোথা সে সঙ্গিনীগণ
একাকিনী কেন আজি বিরল-বাসিনী ?
নীরবে কাহার সনে কহিছ বারতা,
কোথায় সে বীণা তব—সঙ্গীত সুতানে!
প্রভাতের দিন-কর পদ্মিনী মোহন—
আলোকিছে ধরাতল ভাতিয়া গগনে,
খেলিছে কিরণ-বালা কুসুমকাননে।
দুঃখেতে আঁধার—সপত্নী প্রভাব হেরে,

রয়েছে লুকায়ে যত পর্ব্বত গুহায়,
সমীর বাহনে ধায় প্রতিধ্বনি সতী
ভুবন-গগন-তলে আকুল হইয়ে—
না পেয়ে শুনিতে তব সুললিত তান;
কও কথা একবার মু'খানি তুলিয়ে।

ভদ্রাবতী। এতক্ষণে মাসি কি গো হল তোর মনে
আছে ভদ্রা বন মাঝে একাকিনী বসে ?
তুই যে কহিলি মোরে যাইবার কালে
আনিবি গো—দেখাইতে সেই গুণীজনে,
যাহার মোহন-মালা মোহিল মানস।
অপেক্ষিয়ে আছি তাই হেরিতে তাহারে,
দেনাগো দেখায়ে মোরে সেই গুণমণি !
আকুল পরাণ অতি—জুড়াও হৃদয়,
হেরি তোরে একাকিনী সঙ্গে কেহ নাই,
নীরাশ হয় যে মন—বল বল ত্বরা
কি হইল কোথা গেল সে মন-মোহন ?
থাকিতে কুসুম-বনে ত্যজি সখী দলে
তুই যে বলিলি মাসি—নাহি পড়ে মনে;
কেন গো ছলনা কর ঝিয়ারীর প্রতি !

রম্ভাবতী। রাজার নন্দিনী তুমি যতনের নিধি,

চাতুরী তোমার সনে সাজে কি আমার ?
পর পুরুষের মুখ দেখা নহে বিধি,
হেরিতে তাহারে চাও কি সাধ তোমার !
বলেছিনু দেখাইব না বুঝিয়া আগে,
নহে সে ঘরের লোক—কেমনে দেখাব !
একাকিনী তায় তুমি আছ বন ভাগে—
হেরে যদি গুরুজন—বারেক না ভাব ?
কেমনে আনিব তারে—কেন বা আসিবে
সেই পুরুষ রতন, তোমার কারণে ?
তুমি চাও দেখিবারে, সেত নাহি চায়,
নিভৃত কাননে তব কি হেতু আসিবে ?

ভদ্রাবতী। ভালবাসি তোরে মাসী তাই বারে বারে
করেছিনু অনুরোধ দেখাইতে তায় ;
হানিবি যে শক্তিশেল মাথায় আমার
কভু নাহি জানিতাম ক্ষণেকের তরে,
আজি তোর কথা শুনে বাজিল পরাণি—
আশায় বিফল হ'ব ভাবিনি কখন।

(নীরব।)

রত্নাবতী। কি করিব বল বাছা, কত মতে তার
মনভাব বুঝিবারে—করিনু যতন ;

পাগলের মত সেই, না চাহে আসিতে
কোন মতে হেথা—তাই আসি একাকিনী!
আহা, সে পাগল মত চাহি চারিদিকে
চিন্তা চিন্তা করে সদা—না পারি বুঝিতে
তার হৃদয়ের ভাব—বিষাদ কালিমা-
মাখা সদা হেরি মুখ—অবিরল ঝরে
তার চিবুক বাহিয়া নয়নের ধার।
না পারি বুঝিতে সেই—কি ভাবে মগন।
ভাব দেখি নিরুপায়—ভাবিলাম কত
কেমনে দেখাব তোমা—পূরাইব আশ।
উপায় না পেয়ে শেষে, করিলাম স্থির,
যাইবে যখন সেই স্নান করিবারে ;—
দূর হ'তে দেখাইব, তখন তাহায়,
এই ত সময় তার স্নান করিবার ;
ধৈর্য্য ধর বাছা তুমি, এখনি দেখিবে,
আসিবে সে জন যেন পাগলের মত।

(নেপথ্যে শ্রীবৎস)

কোথা চিন্তা কোথা চিন্তা নয়নের মণি,
চিন্তাকুল চিত মোর চিন্তার বিহনে—
ভুবনে যেদিকে চাই, তায় না দেখিতে পাই,

কোথা গেল কি হইল সে বন-ভূষণে,
আঁধার হৃদয়তল—আঁধার ধরণী।
প্রেমের প্রতিমা রমা সে মন-মোহিনী,
না জানি কতই দুঃখ সহিছে পরাণে;
বিনা তার দরশন, হৃদয় নয়ন মন,
নহে স্থির ক্ষণ তরে ধায় শূন্যপানে;
কোথায় রহিল মম সেই বিনোদিনী।

রম্ভাবতী। অই যায় দেখ দেখ আহা মরি মরি,
চিন্তা চিন্তা মুখে তার, চিন্তায় বিভোলা

ভদ্রাবতী। একি অপরূপ, বিমোহন রূপ,
হৃদয় লোলুপ নিরখি হায়!
জিনি শশধর, মুখ মনোহর,
অমর বা নর কে চলি যায়।
সাধ হয় মনে, বসি নিরজনে,
হেরি ও রতনে, নয়ন ভরে।
বিফল মানস, হৃদয় অবশ,
হৃদি আঁখি মন, লইল হরে।
বল বল মাসি, তোরে গো জিজ্ঞাসি,
অভিলাষী দাসী, বরিতে তায়।
সদা দৃঢ় পণ, জনকের মন,

হবে কি সাধন, সুধায়ে তাঁয় ?
হেরি অনুভাবে, শোকাতুর ভাবে,
না জানি কি ভাবে, ফিরিয়া চায় ;
ইন্দু-বিনিন্দিত, তনু সুশোভিত,
তড়িত জড়িত লুটায় পায়।
ক্ষণে দেখা দিয়ে, গেল যে চলিয়ে,
ধৈরয ধরিয়া কেমনে রই।
মন উচাটন, বিহনে সে জন
কর গো মিলন, তোমায় কই।

রম্ভাবতী। রাজার ঝিয়ারী তুমি অয়ি ভদ্রাবতি,
না হয় উচিত তব বরিতে প্রণয়ে
সেই আগন্তুক জনে, জানিলে নৃমণি
রক্ষা নাহি পাবে কেহ তাঁর কোপানলে!
অর্পিবে ভূপতি তোমা সুপাত্রের করে,
ত্যজি এ কুসুম বন যাও গৃহ ভাগে।

ভদ্রাবতী। বলি শুন ওগো মাসি—যদি ও রতন
নাহি পাই এ জনমে—ত্যজিব জীবন।
প্রতিজ্ঞা আমার মাসি, শুনগো এখন,
পাই যদি র'বে প্রাণ, নতুবা মরণ।

রম্ভাবতী। একি অসম্ভব কথা, সুধাও বাছনি,

ভাগ্যবতী তুমি রমা—তারে দুঃখী গণি!
কেমনে হইবে বল, দুজনে মিলন,
হেন অসম্ভব কার্য্য, হয় কি ঘটন?

ভদ্রাবতী। না না মাসি এই কথা স্থির জান মনে,
হইলাম চিরদাসী—সেজন চরণে;
যা করেন জগন্ময়ী শম্ভু-শূলপাণি,
সহায় দাসীর মাত্র—শিবেশ শিবানী।
ভক্তিডোরে বাঁধা দোঁহে ভববাসী জনে,
তাপিনী স্মরণ ল'বে তাঁদের চরণে।

[ভদ্রাবতীর প্রস্থান।

রম্ভাবতী। একি দেখি সর্ব্বনাশ—দারুণ বারতা!
কেমনে হইবে দোঁহে অপূর্ব্ব-মিলন?
নৃপতি জানিলে ইহা রাখিবে কি আর,
হায় কেন মালা গাঁথি এনে দিনু তায়।
মালায় বালিকা প্রাণে—ফুটিল সোহাগ,
প্রণয়-কুসুমকলি-সৌরভ ছুটিল।
যাই এবে ঘরে ফিরে, কি হবে হেথায়?
যা হয় হইবে পরে—ভবিষ্যের কথা।

[রম্ভাবতীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজভবনান্তর্গত কুসুম-কানন—হরগৌরীর মন্দির,
পার্শ্বে রাজপথ।

(ভদ্রাবতী ভজনে মগ্না।)

নম বিশ্বচরাচর মাতঃ পদে,
নম তাপতরা শিবদে বরদে।
তুমি সৃজন-পালন-কারণ গো,
পুনঃ তার সবে ভব-ভাবন গো।
তুমি মা জগ-মা বুঝি কেহ মনে,
তব ও চরণে ভজনে ভজনে।
পিতঃ বা বলি কেহ বন্দে পদ গো,
তব শান্তি হ'তে লয় আপদ গো।
অভিলাষ মতে ভববাসী জনে,
তব রূপ স্বরূপ মঙ্গল গুণে।
ভয় ভাঙ্গ ভক্তে অনন্তা অচিন্ত্যা,
ভ্রম-পাশ-হরা হর গো কুচিন্তা।

(প্রণামান্তর স্তবে মগ্না।)

গীত।

কারণ-কারণ, অজ্ঞান-ভঞ্জন,
জয় জয় শিব-দাতা।

নিত্য নিরঞ্জন, সত্য সনাতন,
ভুবনেশ, ভব-ধাতা ॥
তুমি নিরাকার, তুমিই সাকার,
তুমি পিতা তুমি মাতা।
পতিত-পাবন, জীবের জীবন,
পরাৎপর বিশ্ব-পাতা ॥

আকাশে বিকাশে নিত্য—ভানু শশধর,
আসে যায় ছয় ঋতু নিয়মের পথে ;
অনিলে অনলে সদা মহীমা প্রচার !
জলচর উভচর ভূচর খেচর
আদি যত জীব আছে—ভুবন মাঝারে—
অপার করুণা হ'তে পাইল জীবন ;
সুখে যাপে সদা কাল—পুনঃ মৃত্যু কালে
ত্বরিতে এ ভবসিন্ধু দয়া বিকাশিয়া
সহায় দুজনে ; ভকত-বৎসল দোঁহে
দুঃখীর নয়ন-তারা—জানে সর্ব্বলোকে !
পূর্ণকর প্রেম-সিন্ধু জগত-পালক
হৃদয়ের অভিলাষ, দুঃখের সাগরে
ভাষে নিরখি সেবিকা কেমনে নিশ্চিন্ত !
জগতের আদি হ'তে প্রধান দুজনে,
গভীর আঁধার হ'তে কেশ আকর্ষণি

প্রকাশ করিলে দোঁহে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ;
মহাশক্তি আদিশক্তি অনন্ত পুরুষ—
তোমাদের দাসী হয়ে শঙ্কা আছে কিবা !
আরোহি বিশ্বাস-তরি ভবের সাগর
হাসি হাসি পার হব ত্যজিয়ে সংসার—
এই ভিক্ষা যাচে দাসী চরণে দোঁহার
বরি যেন স্বামী-পদে শ্রীবৎস নৃমণি।
ভগবতী। শুন ভদ্রা তুষ্ট মোরা বচনে তোমার,
পূর্ণ হ'বে মন সাধ, পরাইবে বর-
মাল্য শ্রীবৎসের গলে ; শুন মোর কথা—
আনন্দে যাপিবে দিন প্রণয়-মিলনে।
শত চেষ্টা করিতেছে নিত্য তব পিতা—
দেশে দেশে ভট্টগণে রাজেন্দ্র-আলয়ে
পাঠায়েছে নিমন্ত্রিতে যতেক ভূপালে,
স্বয়ম্বর শুভ কার্য্য করিতে সমাধা !
দলে দলে আসি তারা কালি সভাস্থলে
লভিবারে বরমাল্য করিবে প্রয়াস ;
বরিবে অনেকে তুমি উচ্চপদ দেখি
এই ইচ্ছা করিয়াছে জনক তোমার।
আমার আদেশ কিন্তু না হ'বে লঙ্ঘন ;

সভার অদূরে—দেখিবে অটবী এক ;
সে তরুর পাদদেশে পূর্ণিমার শশী—
শ্রীবৎস রাজনে তুমি পাইবে দেখিতে ;
নির্ভয়ে বরিবে তাহে—প্রসাদে আমার ।

ভদ্রা। থাকে যেন চির দয়া এ দাসীর প্রতি,
অভাগিনী সকাতরে নিবেদে চরণে ;
যখন যথায় থাকি—বিপদে সম্পদে
অনুক্ষণ কৃপা-নেত্রে চাহিলে দুজনে,
যাপিব সুখেতে কাল—কি আর ভাবনা
সহায় যখন মোরে নির্ভয়ের মূল !
এত দিনে মন সাধ হইল পূরণ,
পুলকিত হৃদি প্রাণ যাই সুখে বাসে ।

[ভদ্রাবতীর প্রস্থান।

(জনৈক রাজদূতের প্রবেশান্তর তুরীধ্বনি করিয়া রাজপথ দিয়া গমন করিতে করিতে।)

রাজদূত। শুন হে নগরবাসী, অপার আনন্দে ভাসি,
কালি হবে রাজ-বালা বিবাহ-উৎসব !
গগনে তুলিয়া তান, মাতাও হৃদয় প্রাণ,
চরাচরে ঘোষে যেন জয় জয় রব ।
পবিত্র প্রেম-প্রসঙ্গ, স্বয়ম্বর সভারঙ্গ ;

কত শত নৃপমণি আসিছে তথায়।
জিতেন্দ্রিয় মহামতী, বাহুদেব মহীপতি,
করদ রাজেন্দ্র যত সে পদে লুটায়।
কাণা খোঁড়া দীনজন, যাহার যা নিদেবন,
অচিরে পুরিবে সব—নৃমণি আদেশ।
হাস গাও নাচ সবে, ক্লেশ কা'র নাহি র'বে,
সাজাও আবাস গৃহ—পর চারু বেশ।
মুক্ত সবে রাজকোষ, ধনলাভে লভ তোষ;
ভূমি গাভী সোণা রূপা কত হ'বে দান।
সম্বৎসর রাজকর, না ল'বেন নৃপবর,
থাক সুখে যথায় যে তাঁহার বিধান।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-ভবন—অন্তঃপুর।

(মহিষী ও জনৈক সখী আসীনা।)

সখী। আজি কি সুখের দিন—সমাগত যত
ভূপ স্বয়ম্বরস্থলে, চতুরঙ্গ দলে
নির্ম্মিত বিচিত্র পুরী; করে অধিষ্ঠান

প্রতিমঞ্চে প্রতি রাজা—অপার আনন্দে ;
সুশোভিত পথ ঘাট ধ্বজা পতাকায় ।
বিহ্বল নগরবাসী আমোদ উৎসবে—
হাসির লহরী উঠে প্রতি ঘরে ঘরে ;
লোকপূর্ণ হইয়াছে হিরণ্ময় পুরী,
গায়কে গাইছে গীত—নাচিছে নর্ত্তকী ;
বাজিছে বিবিধ বাদ্য চিত্ত মনোহারী !
ভক্ষ্য ভোজ্য নানা বিধি নাহি পরিমাণ,
কেবা খায় কেবা লয় কে করে নির্ণয় !
বিদ্যুত-বরণী যত পুর-বিলাসিনী,
সাগর সিঞ্চিয়া যেন রতন তুলিয়া—
কুসুম গঠিত দেহে পরিয়া যতনে
বিদ্যুতের বেগে ধায় রাজপুর পানে ;
রাজেন্দ্র-নন্দিনী বিভা দেখিবে বলিয়া !
ভদ্রার বিবাহ হেতু হইয়া ব্যাকুল
কহিয়াছ কত রূঢ় মহারাজ প্রতি ;
দেখ এবে রাজসভা সুরসভা সম—
পরিপূর্ণ হইয়াছে নৃপেন্দ্র-নন্দনে !
ভাগ্যবতী তুমি রাণী এ মহী-মণ্ডলে,
দিবে মাল্য কন্যা তব অভিরুচি যারে ।

মহিষী। যা কহিলে সত্য সখি—সুখের বারতা,
কিন্তু কেন এ উৎসবে কুচিন্তা আঁধার
ঘেরেছে হৃদয় মোর—কে যেন তুলেছে
বিষাদের গান—প্রাণের চৌদিক ঘেড়ি।
নাচে বামেতর আঁখি, কাঁপিছে দক্ষিণ
অঙ্গ, অশুভ লক্ষণ ঘটে পদে পদে ;
বুঝি বা কি দুর্ঘটন ঘটিবে ললাটে!

সখী। চিন্তায় ধরিতে নারি কুচিন্তা তোমার,
কেবা সে নিঠুর প্রাণে নিঠুর হইয়া
হেনেছে কোমল প্রাণে ব্যথার অশনি!

মহিষী। হরগৌরী করে পূজা সদা ভদ্রা মোর,
প্রসন্না প্রসন্নময়ী হ'ল তার প্রতি—
ইচ্ছামত নিলবর ভদ্রা বিনোদিনী
বরিতে পতিত্ব-পদে—প্রাণের শ্রীবৎসে ;
যারে করেছে সে নয়নের ধ্রুবতারা ;
শুনিয়া একথা—হুতাশন সম ক্রোধে
মহারাজ বাম হ'ল দুহিতার প্রতি!
প্রেমের পুতুল মোর—প্রাণের কুমারী
মুকুলে মলিন হ'ল শুনি এ বারতা ;
তাই ভয় করি সখি প্রমাদ বা ঘটে।

সখী। পুরুষের অধীনেতে থাকে আজীবন
হিন্দুর রমণী যত—স্বেচ্ছা মত কাজ
কবে কে করেছে দেবি! হয়েছে বয়স
তব, কহঁ দেখি মোরে, নিজ অভিমতে
কখন কি কোন কার্য্য সাধিয়াছ তুমি?
বুদ্ধিমতী ভদ্রাবতী স্থির জান মনে,
হতাদর না করিবে পিতার বচন;
অজ্ঞাত শ্রীবৎস সেই—শুনি লোক মুখে
ত্যজিয়া জনমভূমি গৃহ পরিবার
রত্ন ধন যাহা ছিল বাণিজ্য কারণে
সকল করিয়া নাশ, তরি মগ্ন হয়ে
দীনহীন বাস হারা—দরিদ্র দশায়
যাপিতেছে সদা দিন বিদেশ মাঝারে।
বুদ্ধিমান বিচক্ষণ নৃমণি কেমনে
তার করে দুহিতারে করিবে অর্পণ?
ত্যজ এ কুচিন্তা রাণী—অসঙ্গত যাহা,
তাহা কি কখন সঙ্গত হইতে পারে!
মহিষী। কেমনে প্রবোধি মন বল লো স্বজনি,
কঠোর প্রতিজ্ঞ ভূপ—ক্ষণেকের তরে
কর্ণপাত না করিল দুহিতা বচনে;

স্থিরামতি ভদ্রাবতী মানিনী আমার
নহে তুষ্টা স্বয়ম্বরে—নৃপতি আদেশে
গেছে মাত্র সভাস্থলে—সদা সাধ মনে
তার পরিণয়-হারে বাঁধিতে শ্রীবৎসে—
দেবীর আদেশ যথা ; সরলা বালিকা
না জানে চাতুরী কভু, শুদ্ধ চিত তার
হরগৌরী আরাধনে—কপটতা-ছবি
নাহি পায় স্থান তার কোমল হৃদয়ে ;
চিরদিন সাধে কার্য্য আপন ইচ্ছায়,
আজি কি ভাঙ্গিবে পণ ভূপতি কথায় ?
এ ললাটে সুখ ভোগ লিখে নাই বিধি,
নতুবা বালার কেন টলিল হৃদয় !
কোথা হ'তে সে শ্রীবৎস আসিল এ দেশে—
শুনি নাই তার নাম কভু কার মুখে ;
অজ্ঞাত জনের সহ উপজিল প্রেম
কেমনে বা অবলার ! এ রাজভবন
নিয়ত প্রহরীগণে রক্ষে ক্ষণে ক্ষণে,
না পায় আসিতে কেহ—কেমনে তাহারে
বালা পাইল দেখিতে—বিনা দরশনে
উপজিল হেন প্রেম—অতি অপরূপ !

অসম্ভব হেন কার্য্যে মঙ্গল কখন
না ঘটিবে প্রিয়সখি জানিও নিশ্চয়!
কথায় কথায় রমা কহিলা আমায়—
সামান্য মানব নহে জানিও শ্রীবৎসে;
এতেক বিশ্বাস যারে—ত্যজিয়ে তাহায়
অপরে কি বরমাল্য করিবে প্রদান?
সুমতি কি হেন তারে দিবেন বিধাতা!
অকারণে কোন কার্য্য না হয় কখন;
পদে পদে অলক্ষণ ঘটিছে যখন
নিশ্চয় জানিও সখি না হ'বে মঙ্গল!
নতুবা, আনন্দে মগ্ন সবার হৃদয়—
বিষাদে আকুল কেন অন্তর আমার!

সখী। তব কথা শুনি রাণি হাসি পায় মনে!
এ শুভ দিবসে কেন অমঙ্গল চিন্তা
ভাবিয়া হৃদয়ে—হতেছ ব্যাকুল তুমি,
দুহিতার পরিণয়ে হয়েছে আসীন
দেশ দেশান্তর হ'তে কত শত ভূপ;
আনন্দেতে পরিপূর্ণ আজি এ ভবন,
নীরবে বসিয়া কেন গণিছ প্রমাদ?
এ নহে উচিত তব—চল যাই দোঁহে,

হেরিতে গবাক্ষ হ'তে স্বয়ম্বর শোভা—
কোন নরপতি-গলে সচন্দন মালা
প্রদানি কুমারী আজি উজ্জ্বল করিবে
কীর্ত্তির মহান স্তম্ভ—যশের মন্দিরে,
সূর্য্যবংশ পূজ্য খ্যাতি রাখিয়া ধরায়!

(নেপথ্যে বাহুদেব।)

হায় হায় সর্ব্বনাশ হইল আমার,
অখ্যাতি রটিল ভবে—যায় কুলমান;
লভিলাম বহু যশ প্রজানুরঞ্জনে—
কেহ না করিল নিন্দা শাসনে আমার,
পাপিষ্ঠা দুহিতা হ'তে ঘুচে গেল সব।

(নেপথ্যে পদশব্দ।)

সখী। আসিছেন মহারাজ স্বরে অনুমানি,
যাই সখী গৃহ হ'তে—আসিব আবার;
বুঝাও নাথেরে তব—বিষাদিত ভাবে
আসিছেন এইদিকে ভেটিতে তোমায়।

(একদিক দিয়া সখীর প্রস্থান, অপরদিক দিয়া বাহুদেবের প্রবেশ।)

বাহুদেব। কি দেখিব আর প্রিয়ে—কলঙ্কে এ পুরী
চিরতরে পূর্ণ হ'ল—ভদ্রার প্রকৃতি—

জানিতাম ভাল আমি, তাই উপেক্ষিয়া
ছিলাম বিবাহে তার ; তব কথা মতে
স্বয়ম্বর মহাসভা বৃথা রচিলাম,
সাধিতে বিবাহ তার—কিন্তু, অভাগিনী
ভদ্রাবতী, লিখে নাই তাহার কপালে
বিধি চির সুখভোগ—আসিল কত যে
রাজা নিমন্ত্রণে মোর—কারে না বরিল—
হীন জনে হৃদি তার করিল অর্পণ!
নানারূপে কত ভূপ নিন্দিল আমায়,
বিধিমতে অপযশ পাইলাম ভাল ;
রাখিতে জীবন আর সাধ নাই মনে—
জ্বলন্ত অনলে কিম্বা অতল সাগরে
ত্যজিব এ ছার প্রাণ—অথবা ছেদিব
গ্রীবা শাণিত কৃপাণে—প্রজানুরঞ্জন,
হিতাহিত রাজকার্য্য নাহি লাগে ভাল ;
রম্য রাজ্য সিংহাসন, এ চারু ভবন—
আঁধারের পুরী সম নেহারি নয়নে।

মহিষী। মহারাজ বৃথা কেন ভাবনা-লহরী
বাহিতে উজান বেগে পাতিয়াছ হৃদি!
বাঁধহে তরঙ্গ রঙ্গ—ধীমান আপনি,

বিবেচিয়া দেখ মনে চিন্তার উদয়ে
কিবা সাধে প্রতিকার—চিন্তাকুল নর
পরিণামে অনুতাপ নাহি ভাবে মনে ;
তোমার আমার চিন্তা সব অকারণ,
ঈশ্বর কার্য্যের মূল—ইচ্ছায় যাঁহার
সৃজন বিনাশ হয় ; বুঝিতে তাঁহার
মায়া কেবা শক্তি ধরে ? অবলম্ব ভাবে
নর-নারী কার্য্যে রত—জ্ঞানময় তিনি
দিয়াছেন হেন বুদ্ধি ভদ্রা তনয়ারে,
সাধিয়াছে কার্য্য বালা তাঁর ইচ্ছামত !
মঙ্গলামঙ্গল-ফল জীবন-কাননে
বিধির বিধানে সবে লভে ভাগ্যগুণে ;
অসার যতেক কিছু ভাবনা মোদের,
ভাবেন সে দয়াময় বিশ্বের ভাবনা ;
বিশ্বচিন্তা নাম তাই—তাঁহার নিয়মে
অসঙ্গত নাহি কিছু—বুঝি মনে মনে,
অমূলক চিন্তা-স্রোতে কেন ঢাল চিত !
দুঃখ শোক পরিতাপ চিন্তার সঙ্গিনী ;
তাই বলি প্রাণকান্ত কর চিন্তা ত্যাগ।

বাহুদেব। যা কহিলে সত্য সব জানি প্রিয়তমে,

ভীষণ শোকের ঊর্ম্মি করিছে নিয়ত—
উদ্বেলিত হৃদি মম ; স্মরণের পথে
আসীন হতেছে সেই অপ্রিয় আচার !
একমাত্র কন্যারত্ন মিলাইল ধাতা—
তাহাতেও এ জীবনে সুখ না লভিনু,
মোর আজ্ঞা অবহেলি কুজাতি কুরূপ
বরে করিল বরণ—সভাস্থলে হ'ল
শেষ অপমান ; অস্তমিত যশ-শশী
হ'ল চিরতরে—বুঝি দেখ প্রিয়তমে,
কোন প্রাণে আমি ধৈরয ধরিব প্রাণে ?
বুক ফেটে যায়—হেন বিষম সন্তাপে,
বার্দ্ধক্য বয়সে বিধি বুঝি বালিকায়
দিল মোরে আপনার উদ্দেশ্য সাধনে ;
হেন কলঙ্কের রেখা ছিল মোর ভালে !

মহিষী। এরূপ বিলাপ নাথ সাজে কি তোমায় ?
অটল অচল-শৃঙ্গ সামান্য বাতাসে
নহে কভু স্থানচ্যুত—বিজ্ঞজন তুমি,
প্রজাপুঞ্জ সুখদুঃখ আপন প্রসাদে ;
তুচ্ছ শোকে তব চিত—হেন বিচলিত
কভু না সম্ভবে ; কর্ম্মপাশে বদ্ধ দোঁহে—

তাই চিন্তা কন্যা-হেতু—বৃথা মায়াভ্রম ;
বিলাসি বিষয় ভোগে—দারা সুত আদি
দেখ সংসার-বন্ধনে ; ত্যজি মায়ামোহ,
রাজধর্ম্ম কর সার—দরিদ্রে বরিলা
ভদ্রা বিধির লিখন—কি হবে ভাবিয়া ;
ডাকাইয়া মন্ত্রীবরে করহ আদেশ
রচিতে আবাস তার পুরীর বাহিরে,
থাকিবে তথায় সেই পতি সম্মিলনে ;
এ রাজ-ভবনে আর নাহি প্রয়োজন।
পর্ব্বত-দুহিতা যথা সাগর উদ্দেশে
শত শত উপত্যকা অতিক্রমি ধায়
নগর প্রান্তর বন—নাহি মানে মানা ;
তেমতি প্রকৃতি তার—গতিও সেরূপ।
রাজার দুহিতা হয়ে নতুবা কখন
রাজপাল ত্যজি বরে জনেক অধমে ?
ভাবিতে তাহার কথা নাহি প্রয়োজন।

বাহুদেব। প্রেয়সি! সাধিব কার্য্য তব কথা মতে,
রমণী যুক্তির মূল বুঝিলাম স্থির ;
জাতি ধর্ম্ম রক্ষা হ'বে—থাকিবে দুহিতা
অভিমত পতি সনে হইয়া মিলিত !

তোমার প্রবোধ বাক্যে লভিলাম জ্ঞান ;
এই দণ্ডে ডাকাইয়া অমাত্য-প্রধানে,
আদেশিব রচিবারে সুরম্য ভবন
নগরের বহির্ভাগে ; নয়নের মণি
ভদ্রা—অন্ধের নয়ন, কেমনে জীবনে
তারে দিব বিসর্জ্জন—বার্দ্ধক্যের যষ্টি
সেই মোদের চরমে—নয়নে নয়নে
রাখি সদা চায় প্রাণ—ভুবন আঁধার
হেরি বিহনে তাহার—কোন প্রাণে তারে
জীবনে বিদায় দিব—জনমের তরে !
পুরুষ পরুষ হিয়া—গৃহস্থলী নারী,
সংসারের সুখ সব—লভি ললনায় ;
একদুগ্ধে দধি ননী উপাদেয় যত
সৃজিত যেমতি—কিম্বা, চন্দ্রিমা উদয়ে
বিলুপ্ত তিমির যথা জগত-মাঝারে ;
মনের মালিন্য নরে করিবারে দূর
মোহিনী-মূরতি তথা সৃজিল বিধাতা ;
জায়াকায়া মানবের আরাম বিরামে—
সমাজ হইল সৃষ্ট দম্পতী-মিলনে,
সাধিব সাধিব কার্য্য তব অভিমতে—

সেবিতে দুহিতা সম কে আছে ভুবনে!
যাও যাও দ্বারদেশে কে আছ প্রহরী,
ত্বরায় ডাকিয়া আন সচীব প্রধানে।

(নেপথ্যে) যথাদেশ মহারাজ চলিনু এখনি,
বায়ুভরে তুলা রাশি যথা যায় উড়ে;
অবিলম্বে দাস তব—সচীব-প্রধানে
আপনার সন্নিধানে লইয়া আসিবে।

মহিষী। প্রাণনাথ, যায় দিন, দেখিতে দেখিতে
জীবন ফুরায়ে এল—নিকটে শমন
ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হতেছে দোঁহার;
সংসার-সমুদ্রপারে যাইতে হইবে—
তরিতে সে পরাবার যে তরী সহায়,
ধর্ম্মকাজ এ জগতে কর্ণধার তার;
দারা সুত আদি যত—মায়ার কারণ,
থাকিয়া নয়ন-পথে—কণ্টকের প্রায়
নিয়ত বিবিধ বিঘ্ন করে উৎপাদন;
নহে কভু তৃপ্তিকর অন্তিম কালের।
পূজ্যপাদ অগ্রগণ্য তুমি মহীতলে,
তোমার উপরে ন্যস্ত সম্রাজ্যের ভার;
অনিত্য অসার যত সংসার চিন্তায়

নহে কভু অভিভূত ক্ষণেকের তরে
তব সম বিজ্ঞ জন—নির্ভরে নিয়ত
প্রজাপুঞ্জ সুখ দুঃখ আপনার করে।
পুণ্যকাজ এ জীবনে সবা হ'তে সার,
উপার্জ্জিলে এ রতন—মঙ্গল-সদন ;
অনিবার যায় দূরে বিষম বিপাক !
অপার আনন্দ-নীরে মগ্ন হয় মন,
চরমে পরম সুখ—যদিও সাধিতে
কার্য্যকালে বোধ হয় বিষম কঠোর,
তাই বলি পুণ্যকর্ম্মে যুক্তি করি সার,
জগদীশ গুণ গানে কাটাব দুজনে।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। হেন কালে নরমণি—কিবা প্রয়োজনে
আহ্বানিলে আজ্ঞাধীনে আরাম-আলয়ে ;
শীতল প্রকৃতি-ধারা—নিশা সমাগমে,
সংসারের শ্রম যত করি সমাপন
আসিল যে যার বাসে—নিস্তব্ধ ধরণী—
নীরব হইল ক্রমে সংসারের রোল ;
মৃদু মন্দ বহিতেছে স্নিগ্ধ সমীরণ,
ভিজায় ভুবন-তল নিশির শিশিরে ;

দীপ-মালা ঘরে ঘরে তিমির নিবারে,
বিরাম-দায়িনী নিদ্রা—সহচরীবেশে
ধরিতে কোমল ক্রোড়ে আছে অপেক্ষিয়া,
দিবসের শ্রম নরে করিবারে দূর ;
আশু হেন কার্য্য কিবা ঘটিল অকালে,
যে হেতু আদেশ মোরে ভেটিতে রাজন।

বাসুদেব। শুন মন্ত্রি, বিজ্ঞ তুমি খ্যাত চরাচরে,
অভদ্রা ভদ্রার কথা জানত সকলি ;
এ জীবনে তার মুখ পুনঃ না দেখিব,
আদেশ রচিতে বাস নগর বাহিরে ;
থাকিবে যথায় সেই পতি-সহবাসে,
দেহ তারে ভক্ষ্য ভোজ্য প্রয়োজন মত—
যেন সেই পুরী মধ্যে না করে প্রবেশ ;
অবিলম্বে সাধ কার্য্য—যাই নিদ্রাবাসে।

মন্ত্রী। যথা দেশ মহারাজ পালিব যতনে,
এই দণ্ডে আজ্ঞাদিব রচিতে ভবন
নগরের বহির্ভাগে কর্ম্মচারী গণে ;
না থাকিবে রাজ গৃহে ভদ্রাবতীবালা
কালি ঊষাগমে—নিশিতে সকল কার্য্য
হ'বে সম্পাদিত, আছে যত কর্ম্মচারী

নিমিষে রচিবে গৃহ—কি ভাবনা তার।
কিন্তু, এই নিবেদন সুধাই চরণে,
অকর্ম্মণ্য থাকিবে কি নৃমণি-জামাতা ?
একটি তটিনী-তটে রচিলে নিবাস,
থাকিবে সুখেতে তথা রাজার দুহিতা ;
পাইবে বিষম দুঃখ জামতা আপন
থাকিলে অলস ভাবে ; মানব-জীবনে
শ্রম উপার্জ্জিত অর্থ—সবা হ'তে সার,
পরঅন্নভোজী জন সতত কুণ্ঠিত ;
প্রজানুরঞ্জক তাই নিবেদি চরণে—
বন্দর রক্ষার কার্য্য অর্পিতে তাহায়।

বাহুদেব। মন্ত্রিবর ! সাধ কার্য্য—যথা অভিমত,
দিরুক্তি না আছে মম তোমার কথায় ;
যাও ত্বরা, মম আজ্ঞা করহ সাধন,
বৎসর সমান জ্ঞান—ক্ষণেক বিলম্বে।

মন্ত্রী। অনুমতি যথা প্রভু, করিতে পালন
চলিল কিঙ্কর তব—আজ্ঞাধীন দাস।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

বাহুদেব। গভীরা যামিনী প্রিয়ে—ক্লান্ত কলেবর,
হস্তপদ গতি ক্রমে হতেছে শিথিল

অবশা বিবশা মন—নিমীলিত আঁখি,
টলিতেছে কলেবর নিদ্রার আবেগে ;
শয়ন-ভবনে চল—অবনত মুখে
দাঁড়ায়ে রহিলে কেন—কি আর ভাবিছ।

মহিষী। চল যাই প্রাণকান্ত করিতে শয়ন,
হয়েছ কাতর তুমি বিষাদ চিন্তায় ;
যাবে দাসী সাথে সাথে সেবিতে চরণ!
ছার এক কন্যা হেতু—কত শোক তাপ
নাজানি ভুঞ্জিলে তুমি কোমল পরাণে ;
অবাধ্য সন্তান জন্ম—দুঃখের কারণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ক্ষীরোদ সমুদ্র—তীরস্থ ভবন।

(গৃহভ্যান্তরে শ্রীবৎস ও ভদ্রাবতী—তটে
কয়েকজন কর্ম্মচারী আসীন।)

গীত।

ভদ্রাবতী। প্রাণ-পতি মিনতি চরণে।
কাঁদিবে কাঁদাবে চির, এই কি হে ছিল মনে।

অবশা বিবশা মন—নিমীলিত আঁখি,
টলিতেছে কলেবর নিদ্রার আবেগে ;
শয়ন-ভবনে চল—অবনত মুখে
দাঁড়ায়ে রহিলে কেন—কি আর ভাবিছ।

মহিষী। চল যাই প্রাণকান্ত করিতে শয়ন,
হয়েছ কাতর তুমি বিষাদ চিন্তায় ;
যাবে দাসী সাথে সাথে সেবিতে চরণ।
ছার এক কন্যা হেতু—কত শোক তাপ
নাজানি ভুঞ্জিলে তুমি কোমল পরাণে ;
অবাধ্য সন্তান জন্ম—দুঃখের কারণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ক্ষীরোদ সমুদ্র—তীরস্থ ভবন।

(গৃহভ্যান্তরে শ্রীবৎস ও ভদ্রাবতী—তটে কয়েকজন কর্ম্মচারী আসীন।)

গীত।

ভদ্রাবতী। প্রাণ-পতি মিনতি চরণে।
কাঁদিবে কাঁদাবে চির; এই কি হে ছিল মনে।

তুমি নাথ রাকা শশী, কুমুদিনী আমি দাসী;
বিষাদ তিমির পশি, সাধে বাদে আলাপনে!
কি জানি কাহার ভাব, দিবা নিশি সদা ভাব;
হেরি তোমা হেন ভাব, দুঃখ বাসি ক্ষণে ক্ষণে।
অসার ভাবনা যত, ভাবিবে বলহে কত;
পালিতে সংসার-ব্রত, উদাস কেবা ভুবনে॥

(শ্রীবৎসের চরণধারণপূর্ব্বক)

প্রাণপতি হও স্থির—শুন মোর কথা,
দুর্ণীবার চিন্তা-ভার করহ বর্জ্জন;
হেরি তোমা ম্লান মুখ পাই প্রাণে ব্যথা,
মুছে ফেল অশ্রুজল দুঃখিনী-জীবন!
বিমোহন গুণে তব হইয়া মোহিত
পিতা মাতা রাজ্য সুখ ত্যজিয়া সকল;
বরিণু প্রণয়ে তোমা—অর্পিলাম চিত,
সেবিব যে সাধ মনে ওপদ যুগল।
দিনে দিনে জীর্ণবপু অনুতাপানলে,
গৃহধর্ম্ম পরিহরি—ভাবিলে এ ভাবে
সংসারের কার্য্য আর্য্য কভু নাহি চলে,
ভাবিতেছ সদা যারে বিধাতা মিলাবে।

শ্রীবৎস। দয়াবতী তুমি সতী সাধ্বী মহীতলে,
সভাস্থলে নৃপদলে করিয়া বর্জ্জন

বরিলে প্রণয়-হার অভাজন গলে ;—
মহেশ আদেশ যথা করিতে পালন!
কাঙ্গালিনী হ'লে চির ভাবিলে না কভু,
ত্যজিলে সাম্রাজ্য-সুখ আপন ইচ্ছায় ;
দুঃখে যায় দিন মোর—সে দুঃখ নাশিলে,
মোর লাগি পতিপ্রাণা এ ক্লেশ তোমার।
অযথা মিলনে হেন কুপিত হইয়া
কহিলেন রূঢ় কত জনক তোমায় ;
নগর বাহিরে বাস—এ মুখ চাহিয়া
পাশরি সকল দুঃখ প্রেয়সী আমার!
তাহাতে পিতার মন প্রবোধ কি মানে,
মায়মোহ-পাশে তব আবদ্ধ নৃমণি—
তোমার দুঃখের ব্যথা বাজে তাঁর প্রাণে ;
বন্দরের কার্য্য মোরে তব হিত গণি।
দারুণ বচন হেন কিন্তু না সুধাও,
এ ভাবে মজিয়া পারি জীবন ত্যজিতে ;
সংসার কি ছার তায়—যে প্রাণ উধাও,
বিস্মৃতি-সলিলে তাহা নারি মুছাইতে।
আঁধারের আলো মোর—নয়নের মণি,
পতিব্রতা সাধ্বী সতী সে চিন্তা আমার ;

যতদিন আছে প্রাণ—দিবস রজনী
ভাবিব, গাইব নিত্য সুযশ তাহার।

ভদ্রা। প্রাণকান্ত, হও শান্ত—সমভাবে দিন
না যায় কাহার কভু, ভাবি দেখ মনে,
বহুকাল গেল দুঃখে—বপু ক্ষীণ দীন;
অপকার পদে পদে বিষাদ চিন্তনে।
সন্তাপের অমানিশি পোহাবে অচিরে,
বিকাশিবে হৃদিতল সুখ-ভানু-করে;
পুনঃ পা'বে রাজ্য ধন, মহোৎসব-নীরে
ভাসিবে নিয়ত তবে—থাক ধৈর্য্যধরে।
বহুদর্শী বিজ্ঞজন কাতর না হয়,
শোক তাপ যায় দূরে ভবেশ স্মরণে;
পুনঃ পুনঃ পরিতাপে ব্যথিলে হৃদয়,
লভিবে বা কিবা ফল—কেন ভাব মনে।

শ্রীবৎস। বুঝিয়া বুঝিতে নারি, শুন প্রিয়তমে,
চিন্তামর হৃদি-প্রাণ—চিন্তার চিন্তায়
করিয়াছে জ্ঞান হারা; বিনা সমাগমে
দ্বাদশ বৎসর গত—সে মোর কোথায়!
হায় হায় মোর লাগি ত্যজি রাজ্যসুখ
কতদিন গেল তার কাননে কাননে;

নিদারুণ দুঃখভোগে ক্ষণেক অসুখ
শুনি নাই একদিন তাহার বদনে।
কি আর তাহার কথা কহিব তোমায়,
উথলিয়া উঠে হৃদে শোক-পারাবার;
রাজ্যধন পত্নী-হারা—এ দিন দশায়
দুঃখভোগ আর কত কপালে আমার।
যাই প্রিয়ে নদী-তটে—থাক গৃহবাসে,
বন্দর-রক্ষক ভার উপরে আমার;
অপেক্ষয়ে রক্ষিগণ—যদি তরি আসে,
আমি না যাইলে কার্য্য না হ'বে রাজার।

(গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীবৎসের সমুদ্রতটে
উপবেশনান্তর ক্ষণেক মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক।)

প্রচণ্ড প্রকাণ্ড কাণ্ড নয়নের পথে,
সুনীল সলিল-রাশি রহেছে ব্যাপিয়া;
অবিরত তোলপাড়—পূর্ণ মনোরথে
ধরণী গ্রাসিতে যেন আসিছে ধাইয়া।
আগু পাছু ঊর্শ্মিমালা—প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
পরস্পরে ঠেকিতেছে—যাইছে ভাঙ্গিয়া,
শ্বেতময় ফেণারাশি তায় উদ্‌গীরণে;
ভীষণ গরজে যায় গগন ফাটিয়া।

ভীমবেগে প্রভঞ্জন বহিছে নিয়ত,
এরূপ প্রবল বাত্যা কভু হেরি নাই ;
বোধহয় ব্রহ্মাণ্ডেতে আছে বায়ু যত,
মিলিয়াছে এককালে সবে এই ঠাঁই।
উড়িতেছে ফেণ-পুঞ্জ—পবন সহায়,
সহস্র মুকুর যেন হেরি প্রসারিত ;
কত শত ইন্দ্রধনু কিবা শোভা পায়
ভিতরে ভিতরে তার—মনোবিমোহিত!
শন শন সমীরণ লাগে মুখে গায়,
তরঙ্গে তরঙ্গে তুলে তুমুল তুফান ;
বরুণ পবনে দ্বন্দ্ব—প্রলয়ের প্রায়,
ঘন ঘন-নাদে পূর্ণ হেরি সর্ব্বস্থান!
বিবাদ বিরোধ-চক্রে অসার মানব
ভূতলে স্বজাতি প্রতি সাধে অত্যাচার ;
গর্ব্ব খর্ব্ব হয় তার পরাক্রমে তব,
সীমাবদ্ধ জনপদ প্রসারে তোমার।
অতুল বিক্রমশালী জগত-বিজেতা
অক্ষম তোমার কাছে পদ-সঞ্চালনে ;
পার্থিব বিষয় নাশে তুমি সার নেতা—
অনন্ত ব্যাপিয়া স্থিতি তোমার ভুবনে।

মানব কৌশল বলে যুগ যুগান্তরে
রচিল যে রম্য হর্ম্ম পুরী মনোহর ;
হেলায় খেলায় তব লয় চিরতরে,
তব হাতে পায় ত্রাণ—কেবা হেন নর?
হে বারিধি, একদিন কাঁদায়ে আমায়,
দলিয়া হৃদয়-তন্ত্র পীড়িয়া মরমে—
জনেক বণিক তব পাইয়া সহায়
লয়েগেছে হরে মোর প্রাণ-প্রিয়তমে।
যাহার বিরহানলে হৃদয় আমার
জ্বলিতেছে অনিবার—দিবস যামিনী ;
ত্যজিয়াছি সুখভোগ—অসার সংসার,
কোথায় রাখিলে সেই বিরাম-দায়িনী।
হায় হায় সে যে মোর পতি-প্রাণা সতী,
পতিজ্ঞান পতিধ্যান—কিছুই না জানে ;
কি করিলে বল বল সে রমার গতি,
চিত্ত-পটে অঙ্কি যারে বেঁচে আছি প্রাণে!
ভুবন অরণ্যময়—ঘোর অন্ধকার,
ভীষণ শ্মশান-দৃশ্য নয়নে নয়নে ;
ছলনা অসত্য-জালে ব্যাপ্ত চরাচর,
গৃহে, বনে সুখলেশ নাহি পাই মনে।

স্মরিলে প্রিয়ার কথা বুক ফেটে যায়,
রাজরাণী ভিখারিণী ত্যজি গৃহবাসে
সেবিতে এ ভাগ্যহীনে—প্রাণ উপেক্ষায়
কত দুঃখ সহিয়াছে আপন প্রয়াসে !
ওহো ওহো পড়ে মনে দারুণ ঘটন,
স্বর্ণপাট লয়ে যবে আসি তব তটে
সে পাপ তরণী ডাকি রোহণ কারণ ;
যথা ছিল সে বণিক—বাহিল নিকটে।
অর্থলোভে ভ্রান্ত হ'য়ে লইল তুলিয়া,
ভাবিলাম দুঃখভোগ বুঝি শেষ হ'ল ;
অবসরে পা'ব ক্রমে মোর প্রাণ-প্রিয়া,
প্রক্ষিপ্ত সাগর-জলে তার প্রতিফল !
অন্তিম সেকালে মোর অরি-ভাব সবে,
কাহার লাগিবে ব্যথা অভাগা-রোদনে ;
কুরূপা কামিনী কোন—হাহাকার রবে
উঠিলা কাঁদিয়া তায় অভাগার সনে।
সেই মোর সাধ্বীসতী—স্থির অনুমানি,
সরলা সরলমূর্ত্তি—লুপ্ত নাহি রয় ;
নতুবা, কে আছে হেন—শুনি মোর বাণী
পরদুঃখে দুঃখ তার হইবে উদয় !

সেই হ'ল শেষ দেখা এ মোর জীবনে,
পুনঃ যে হেরিব কভু না দেখি উপায়;
বিষাদে বিষাদ বাসি সে জন বিহনে,
সে ভাবে যতনে মোরে কে আছে ধরায়।

(সাগরগর্ভে বাণিজ্য-তরির একপার্শ্বে প্রবেশ।)

১ম নাবি। বসে কেটা গেঁটা গোটা দেখ্না মামু বাঁদে,
দেখ্ছি যেরে সেই ব্যাটারে, ফেল্লে বুঝি ফাঁদে।
২য় নাবি। ওরে বাবা সার্লে বুঝি, লাগ্ছে মোরে ডর;
কোথায় যাব কি করিব বাঁচাবার উপায় কর।
সওদা। ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও অবোধ নাবিক,
পণ্যদ্রব্যে বহুভার হয়েছে তরণী;
বন্দরে অপেক্ষে হের রাজ কর্ম্মচারী—
তল্লাস লইবে স্থির—কোথায় নিস্তার!
৩য় নাবি। মাঝ দরিয়ায় চালাই লায়,
কোন শালা বা ধরে,
ডহর জলে ভেসে যাব—
ভয় কি মশাই তারে?
শ্রীবৎস। কে যায় বাহিয়া তরি অগাধ সলিলে?
রোধহ রোধহ গতি—লইব সন্ধান,

ঘটিবে প্রমাদ ঘোর চালাইলে পুনঃ ;
রাজনীতি বিপর্য্যয় কভু না আচর !

সওদা। (স্বগত)

একি হেরি অসম্ভব—স্বরে অনুমানি
সেই লোক, স্বর্ণপাট হরিয়া যাহার
ক্ষেপিনু সমুদ্র-জলে ;—কেমনে বাঁচিল,
বন্দর রক্ষক কার্য্য কে দিল উহারে !
সর্ব্বনাশ হ'ল বুঝি—নাহি দেখি ত্রাণ,
পরিচয়ে জানিয়াছি সঙ্গে যে রমণী
গৃহিণী তাহার ; জানিতে পারিলে ওই
রক্ষা নাহি পা'ব কেহ—দিবে সে যাতনা ;
পীড়িয়াছি একে তায়—পুনঃ জায়া হরি
দিয়াছি বিষম ক্লেশ—কি করি উপায় !

শ্রীবৎস। রক্ষিগণ, যাও ত্বরা—লও কূলে তুলে
যাহা কিছু রত্ন ধন আছেও তরিতে ;
সাবধান যেন কেহ না পারে পলাতে—
বাঁধহ আরোহীগণে—দিও না ছাড়িয়া।
(স্বগত) বিধাতা সদয় বুঝি হ'ল এত দিনে
নতুবা বিষাদ পূর্ণ—এ হৃদয়-হ্রদে
আনন্দ-হিল্লোল কেন উথলি উঠিছে !

বুঝিয়াছি অনুমানে, স্থির সে বণিক—
স্বর্ণপাট হরি যেই ছলিয়া আমায়
ক্ষেপিল জলধি-জলে—নিধন কারণ;
পাইব কি প্রাণ-প্রিয়া এই তরণীতে?
বহুদিন সে রতনে করেছে বঞ্চিত
দুর্ম্মতি নিষ্ঠুর সাধু—আছি অবগত
উঠেছিল কেঁদে সেই সাগর ক্ষেপণে।

সওদা। বন্দর রক্ষক কার্য্যে সুবিজ্ঞ আপনি,
কি হেতু আদেশ প্রভু অনুচরগণে
করিতে বন্ধন সবে—কিবা অপরাধে
অন্যায় বিচার হেন, মহাজন আমি—
যাতায়াত আছে মোর নৃমণি-সভায়;
অযুক্তি এ কার্য্যে তব কলঙ্ক রটিবে,
হাসিবেক বিজ্ঞজন—দেখ বিবেচিয়া
বিনা দোষে গুরুদণ্ড না হয় বিহিত।

শ্রীবৎস। বঞ্চক বণিক তোর নাহি পড়ে মনে,
জীবন সর্ব্বস্ব ধন প্রিয়ায় আমার
আনিয়া জলধি-তটে তরি উদ্ধারিতে;
তুলিয়া তরণী'পরে—লম্পট পামর
গিয়াছিলি ল'য়ে তায়—কাঁদায়ে আমায়;

পুনঃ, যবে যাচিলাম স্বর্ণপাট সহ
আরোহিতে নৌকা তব—ছার ধনলোভে
দিয়া স্থান তরণীতে—অকূল পাথারে
নিক্ষেপিলি দয়াহীন—যাচিনু যে কত
প্রাণ-দান হেতু—কর্ণপাত না করিলি
কাতর বচনে মম—ধিক, কোন মুখে
নির্দ্দোষী বলিয়া পুনঃ দাও পরিচয়।
শুন রক্ষিগণ, দেখ বণিক-ভাণ্ডারে
কোথা সে নয়ন-তারা চিন্তাবতী মম;
সুবর্ণের পাটগুলি আনহ ত্বরায়।

(রক্ষিগণ কর্ত্তৃক তরণী অনুসন্ধানে কতকগুলি স্বর্ণপাট শ্রীবৎস সমীপে আনয়ন।)

১ম রক্ষি। মশাই এ যে বড্ড ভারি,
রঙটা সোণার মত;
আন্‌লুম সবাই এই কখানা,
রইল প'ড়ে কত।
আর এক কথা—মাগী একটা
দেখ্‌তে কদাকার;
নৌকোর ভেতর পড়ে আছে—
কাছে যাওয়া ভার।

(তরণী হইতে সওদাগর অবতীর্ণ হইয়া)

সওদা। হরিলি সর্ব্বস্ব-ধন অন্যায় আচারে,
সমুচিত প্রতিফল পাইবি ইহার;
চলিনু ভূপতি কাছে বিচার কারণে,
হীন কর্ম্মচারী হ'য়ে—হেন গর্ব্ব তোর!
করিলি যথেচ্ছা ভাবে মোর অপমান,
ইতর তুই যে লোকে—মানীর সম্মান
কেমনে বুঝিবি বল—দেখি কিবা ঘটে।

(নাবিকগণের প্রতি।)

সাক্ষ দিবে যথাযথ কর্ণধারগণ,
এস এবে মোর সাথে তরণী ত্যজিয়ে;
অহিত করিল কেবা নাহি তার ঠিক—
মিছামিছি ওই দুষ্ট পীড়নে মোদের।

[নাবিকগণ সহ সওদাগরের প্রস্থান।

শ্রীবৎস। কর যাহা অভিরুচি—ভীত নহি তায়,
যাইব নৃমণি কাছে নির্ভয় হৃদয়ে;
হইলে আদেশ তাঁর—দেখিব বিচারে
কেবা হারে কেবা জেতে—সত্যের প্রভাবে।

(রক্ষিগণের প্রতি।)

যাও যাও রক্ষিগণ সকলে মিলিয়া,
যতনে লইয়া এস সেই মহিলায়।
(স্বগত) পতি-প্রাণা সতী সেই আছে কি জিবীতা,
না জানি বিচ্ছেদে মোর কি দশা তাহায়!
(রক্ষিগণের তরণী সমীপে গমনান্তর চিন্তাদেবীকে উত্তোলন)
শ্রীবৎস। এই কি সে সতী মোর নয়ন-পুতলি,
না—না—হেন কৃষ্ণা নহে সে স্বর্ণ-প্রতিমা।

(দৈববাণী।)

পতি জ্ঞান পতি ধ্যান—পতিগত প্রাণ,
ধন্য ধন্য সাধ্বীসতী পতি-মতি-গতি ;
পর পুরুষের মূর্ত্তি নাহি পায় স্থান
পবিত্র হৃদয়ে তব—ঘোষিবে ভারতী।
একাকিনী তরি মাঝে লম্পট সমাজে
রক্ষিলে সতীত্ব ধর্ম্ম—ধন্য এ শকতি ;
ওই দেখ তব কান্ত শ্রীবৎস বিরাজে,
পূর্ণ এবে মনোরথ পতিপ্রাণা সতি!
স্বরূপ সে রূপ পুনঃ লও চিন্তাবতি,
প্রসন্ন তোমার প্রতি আমি প্রভাকর ;

ভেটিতে স্বামীরে তব যাও দ্রুতগতি,
পতি সনে সম্মিলনে জুড়াও অন্তর।

(চিন্তার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্তি এবং রক্ষিগণ সহ শ্রীবৎস সমীপে আগমন।)

চিন্তা। শত অপরাধ দাসী ও পদ-কমলে,
বিস্মৃতি-সলিলে মুছি যত মম দোষ
ক্ষমিবে কি গুণ-মণি—পা'ব পুনঃ ঠাঁই
রাখিতে মস্তকে মোর ও দুটী চরণে;
জুড়াতে তাপিত প্রাণ আর কিবা আছে।
(রোদন)

শ্রীবৎস। এস এস পতিপ্রাণা—অন্ধের নয়ন,
হৃদয়ে রাখিব তোমা হৃদয়ের মণি;
যত দুঃখ প্রিয়তমে অভাগা কারণ,
কত ক্লেশ হারা হ'য়ে সহিলে না জানি।
যে দিন সমুদ্র-জলে সাধু দুরাচার
করিল ক্ষেপণ মোরে—দেখা তব সনে
শেষ হ'ল জন্ম মত জীবনে আমার,
বাঁচিব, পাইব তোমা না জানি স্বপনে।
সহায় বেতাল তাল—ভাসিতে ভাসিতে
ভেলা প'রে সিক্তবাসে ঠেকি মঞ্চে মঞ্চে

অজরা অক্ষত দেহে—কাঁদিতে কাঁদিতে
আসিলাম সৌতিপুরে—মালিনী মালঞ্চে।
যথায় সে রম্ভাবতী মালাকার-জায়া
রাখিলা যতনে মোরে তনয়ের মত;
তোমা হারা হ'য়ে কিন্তু—যেন মৃত্যু-কায়া,
সুখ ভোগে পরিতাপ বাড়িল নিয়ত।
হেন ভাবে দিন যায়, পরে রাজবালা
বরিল প্রণয়ে মোরে—দেবীর আদেশে;
সংসারের গতি বিধি না জানে সরলা—
মহারাজ বাম হ'ল তায় অবশেষে!
নগর বাহিরে বাস ত্যজি নিকেতন—
মোর হেতু পায় দুঃখ নৃমণি-নন্দিনী;
পিতা মাতা রত্নধনে দিয়া বিসর্জ্জন
হইয়াছে অভাগিনী—বিষাদ-সঙ্গিনী।
ওই যে আসিছে ছুটে তড়িতের প্রায়,
অহঙ্কার তেজ দর্প নাহি দেহে তার;
কাঁদি যবে তোমা তরে—কতই বুঝায়,
কে জানে কোমল প্রাণ হেন অবলার।

(ভদ্রাবতীর অদূরস্থ গৃহ হইতে শ্রীবৎস ও চিন্তার কথোপকথন দর্শনে বেগে বহির্গমনপূর্ব্বক চিন্তাকে প্রণাম করিয়া।)

ভদ্রা। দিদি দিদি কাঁদ কেন—মুছ আঁখি-জল,
মোরা দুটী ব'নে মিলি গৃহে যাই চল ;
সাধ ছিল সদা মনে হেরিতে তোমায়,
নিরখি ও চারু রূপ নয়ন জুড়ায় ;
আমোদের দিন আজি হইল মোদের,
এত দিনে শোক তাপ ঘুচিল নাথের।

চিন্তা। সুখে থাক জন্ম জন্ম ভগিনী আমার,
লভিলাম স্বামী-ধন আজি তোমা হ'তে ;
জুড়াল তাপিত-প্রাণ কথায় তোমার—
গুণবতী নাম তব ঘোষিবে জগতে।
পাইব যে পতি পুনঃ—ভাবিনি কখন,
নির্ম্মূলিত আশা-লতা তুমিই বাঁচালে ;
সোদরা ছিলাম পূর্ব্বে মোরা দুইজন—
ইহলোকে ভালবাসা—ভালই দেখালে !

(নদীগর্ভ হইতে লক্ষ্মীর আবির্ভাব।)

লক্ষ্মী। দুঃখ-নিশি অবসান শ্রীবৎস রাজন,
রমণী যুগল লয়ে সুখে কর বাস ;
অচিরে পাইবে পুনঃ তব রাজ্যধন,
দুর্দ্দান্ত শনিরে আর নাহি কিছু ত্রাস !
আমি লক্ষ্মী অনুকূল নিয়ত তোমায়,

পূর্ণ হ'ল দুঃখভোগ—ভাগ্যের লিখন ;
ঘোষিবে ভুবনে তব কীর্ত্তি অনিবার,
পুণ্য মনে ভুঞ্জে দুঃখ—কে আছে এমন।

(অন্তর্দ্ধান)

শ্রীবৎস। প্রণমি কমলে দেবি চরণ-কমলে,
তনয়ের সুখ দুঃখ ভাবেন জননী ;
যথায় তথায় থাকি—ডাকি মা মা বলে,
পদতলে দিও স্থান বিষ্ণুর ঘরণী !

(রক্ষিগণের প্রতি)

যাও আজি রক্ষিগণ বাসায় যে যার,
পাপিষ্ঠ সে সাধু গেছে—নৃমণি-সদনে ;
অনতি বিলম্বে আজ্ঞা হইবে রাজার
যাইতে তাঁহার কাছে—যাই এইক্ষণে।

[রক্ষিগণের প্রস্থান।

চল যাই সবে মিলি আবাসে এখন,
নদী-তটে অপেক্ষিতে নাহি প্রাণ চায় ;
অপার আনন্দ-নীরে মগ্ন হৃদি মন,
দুঃখের সুখের কথা কহিব তথায়।

[সকলের গৃহ প্রবেশ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(বাহুদেব, মন্ত্রী, পারিষদবর্গ, বণিক প্রভৃতি আসীন)

বাহু। কি করি উপায় এবে সচীব-প্রধান,
অত্যাচার হেন তার না পারি সহিতে ;
অকারণে মহাজনে করে অপমান—
সমযোগ্য নহে সেই বন্দর রক্ষিতে।
কপালে কলঙ্ক মোর বিধির লিখন,
বরিলা দুহিতা তাই দীন মালাকরে ;
না জানে ভদ্রের মান অভদ্র কখন,
বুঝিনু যে আসে ঘাটে তায় হীনাচরে।
প্রজাপুঞ্জ ভুঞ্জে দুঃখ না হয় বিধান,
রাজধর্ম্ম ইহলোকে প্রজানুরঞ্জন ;
তনয়ের সম প্রজা—চির পরিচিত,
কর্ম্মচারী হ'তে হবে সে ব্রত লঙ্ঘন।
সমুচিত প্রতিফল করিব বিধান,
এই দণ্ডে সভাস্থলে করহ আদেশ
আসিবারে ত্বরা তায়—লইব প্রমাণ
কি হেতু সাধিল সেই এরূপ বিদ্বেষ।

চাহিয়া ভদ্রার মুখ—রোষ পরিহরি
ক্ষমিয়া ছিলাম তায় পূর্ব্ব অপরাধে ;
পুনঃ হেন নীচ কার্য্য—কেমনে পাশরি,
তার প্রতি গুরুদণ্ড সাধিব অবাধে।

মন্ত্রী। ধর্ম্মপতি মহারাজ বিদিত ধরায়,
অবিচার প্রভু কার্য্যে সম্ভবে কখন ;
অবিলম্বে রাজদ্বারে আনি দিব তায়,
যথাযোগ্য হবে স্থির দোষী কোন জন।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

সওদা। কি আর কহিব ভূপ আপন সমীপে,
সর্ব্বস্ব হরিল সেই রাজ-কর্ম্মচারী ;
যাহা কিছু রত্ন ধন ছিল তরি মাঝে।
কত যে নিষ্ঠুরভাবে করিল দলন
না আছে নির্ণয় তার—মোর লোক যত
দারুণ পীড়নে সবে হইয়া শঙ্কিত
স্বস্বব্যস্তে চারিধারে কে কোথা পলা'ল ;
রক্ষা মোর তার হাতে তব নাম লয়ে,
নতুবা সে রক্ষিগণে দণ্ড আজ্ঞাদানে
নিধন করিত মোরে—স্থির অনুমানি।

সভাপণ্ডিত। হেন বাণী তব সাধু অসম্ভবমানি,

দ্বাদশ বৎসর সেই রাজ-কার্য্যে রত ;
কত শত মহাজন আসে প্রতিদিন—
তাঁর কাছে পণ্য-পূর্ণ তরণী লইয়া,
না করিল অভিযোগ কেহ তাঁর নামে
দিনেকের তরে—এই সুদীর্ঘ সময়ে ;
নির্দ্দোষীর মত তুমি দাও পরিচয়,
বিনা অপরাধে দণ্ড কে শুনেছে কবে ?
নিশ্চয় লইছে মনে ছিল তব দোষ,
নতুবা সম্ভবে কভু এরূপ পীড়ন !

(সুবর্ণ-পাট সহ শ্রীবৎস ও মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। রাজ সভা পরিহরি যাইনু যখন,
পথের কিঞ্চিৎ দূরে পাইনু দেখিতে
আসিতেছে দ্রুতপদে বন্দর-রক্ষক
ভেটিবারে নরনাথ উদ্বিগ্ন হৃদয়ে,
কতিপয় স্বর্ণ-পাট রহিয়াছে হাতে ;
পর দ্রব্য লয়ে কিন্তু নির্ভয় হৃদয়
নিরখি আকারে তার ; না পারি বুঝিতে
কেবা দোষী কে নির্দ্দোষী হেন কার্য্য স্থলে !

শ্রীবৎস। কাতর মিনতি, করি অবগতি,
শুন নরপতি, সুধাই পায় ;

বঞ্চক লম্পট, ওই সাধু শঠ,
হরি স্বর্ণ-পাট, পলায়ে যায়।
হারায়ে রতন, ভাবিনু তখন,
কখন রাজন, পাইব দেখা।
বন্দরে ও জন, আসিল যখন,
লভিনু এ ধন, কপালে লেখা।

বাহু। সুবর্ণ ইষ্টকগুলি—বহুমূল্য ধন,
কেমনে সম্ভবে তোমা—হীন মালাকরে?
কি হেতু সাধুর স্বর্ণ—করিলে হরণ,
পরাজয় স্থির তব নিরখি বিচারে।

শ্রীবৎস। সুবিচার ধর্ম্মপতি যাচে আজ্ঞাধীন,
স্বর্ণপাট যত ভূপ—সর্ব্বস্ব আমার;
প্রমাণে দেখা'ব তোমা কেবা অধিকারী,
বৃথা করে অভিযোগ পাপিষ্ঠ বণিক।

বাহু। বিষম শঙ্কটে এ যে পড়িনু এখন,
এক বস্তু দুইজনে করে অধিকার;
ভাল, সাধু, কহ তব কি আছে প্রমাণ,
লয়ে যাও স্বর্ণ-পাট উত্তর প্রদানে।

সওদা। ধর্ম্মমতি ধরাপতি দেখ বিবেচিয়া—
অতুল ঐশ্চর্য্য-শালী আমি মহাজন,

ছার এ রতন লাভে মিথ্যা না কহিব ;
সুবর্ণ ইষ্টকগুলি সম্পত্তি আমার।

শ্রীবৎস। মহারাজ! অন্য কিছু নাহি নিবেদন,
আছে পাট পরস্পর যোড়া দুই ভাগে ;
দ্বিখণ্ড করিতে উহা আদেশ বণিকে,
এক খণ্ডে পরিচয় পাবেন উহার।

বাহু। কর সাধু দুইখান এই স্বর্ণপাট,
রাখ মান আপনার সুলভ উপায়ে।

(বণিক কর্ত্তৃক স্বর্ণপাট দুই খণ্ড করণে চেষ্টা ও নিষ্ফল।)

শ্রীবৎস। ওই দেখ নরমণি, নারিল বণিক
দ্বিখণ্ড করিতে পাট, আজ্ঞা যদি হয়,
এই দণ্ডে খণ্ড খণ্ড করি সমুদয়।

বাহু। অসাধ্য এ কার্য্য সাধু বুঝিনু তোমার,
ভাল, মালাকর, দেখাও প্রমাণ তুমি।

শ্রীবৎস। কোথায় বেতাল তাল—বিশ্বস্ত কিঙ্কর,
রাখ লজ্জা সভাস্থলে সাহায্য প্রদানি।

(শ্রীবৎস কর্ত্তৃক স্বর্ণপাট গ্রহনান্তর দ্বিখণ্ড করণ।)

হের এবে নরমণি কাহার বিষয়,
স্বর্ণ-পাটে দেখ নাম রহেছে অঙ্কিত ;

বাহু। একি অপরূপ—শ্রীবৎস চিন্তার নাম,
হেরি স্বর্ণপাটে—সুর যক্ষ নর মাঝে
কে দেব আপনি—কহ, কোন মায়াধর
মায়া করি ভদ্রা হেতু আসিলে এ পুরে
ছলিতে আমায়—পরিচয় দেহ ত্বরা।
শ্রীবৎস। বাসনা শুনিতে যদি—করি নিবেদন,
অধম নির্গুণ আমি হীন-বুদ্ধি নর;
শঙ্কা নাহি কর নৃপ—নহি নীচ জাতি,
না করে মিলন বিধি উত্তম অধমে;
বিচিত্র প্রাগ্দেশ পুরী—রাজধানী মম;
পালিতাম প্রজাগণে তনয়ের মত,
সুখেতে যাইত কাল সজ্জন-মিলনে;
কিন্তু, প্রভু, দৈবাধীন—মানব-জীবন!
জলধি-কুমারী সনে বাধায়ে বিরোধ,
মিমাংসিতে মোর ঠাঁই দোঁহে উপনীত;
প্রভাতে আসিলে কালি হইবে বিচার,
এই বলি মুক্তিলাভ লভিনু উভয়ে;
হেন প্রশ্নে দুই জনে কি দিব উত্তর—
ভাবিয়া আকুল মনে নিশি জাগরণে
স্বর্ণ-রৌপ্য সিংহাসন রচন কারণ

মম পাশে দুইভিতে করিনু যুকতি ;
যথাকালে সভাস্থলে আসিল দুজনে,
স্তব স্তুতি করি দোঁহে রাখিলাম মান ;
কমলা লইল ঠাঁই সুবর্ণ আসনে,
বসিয়া রজত-পীঠে বামে ভানু-সুত
প্রকাশিল অভিমত উত্তর কারণে—
নীরবে ক্ষণেক থাকি কহিনু তাহায়
বাম ভাগে কহে লোকে সাধারণ ঠাঁই ;
বাধিল প্রমাদ ঘোর এই অপরাধে,
কুহকে পড়িয়া তার গত রাজ্যধন,
বনে বনে দুঃখ ভোগে মৃত্যুকায়া সম
যাপিতে ছিলাম দিন—বিধির বিপাকে
প্রাণের প্রতিমা মোর জীবন-সঙ্গিনী
সাধ্বী সতী পতিব্রতা হরিল চিন্তায়
এই প্রবঞ্চক সাধু—পুনঃ একদিন
এই যত পাট লয়ে লইনু সহায়
দুষ্টে, লভিতে মুকতি বিজন বিপিনে ;
ক্ষেপিলা সাগরে তায় ওই পাপমতি।
শোক তাপে আসি পরে এ তব নগরে
দৈবযোগে নরনাথ আপন দুহিতা

ভদ্রাবতী হ'ল মোর বিষাদ-সঙ্গিনী
পরিণয়-হার মোরে করিয়া বরণ।
আজি দয়াময় দীনে হইল সদয়,
লভিনু সে স্বর্ণপাট—প্রাণের চিন্তায়;
বন্দরে পাইনু সব সাধুর তরিতে।

বাহু। একি কথা শুনি আজি—শ্রীবৎস নৃমণি
জামাতা আমার!—পবিত্রিল কুল মম
ভদ্রাবতী বালা—ধন্য ধন্য সে দুহিতা,—
শুভক্ষণে জন্ম তার হইল এ কুলে;
মিলিল প্রাণের প্রাণ এই ধরাপতি!
রক্ষিতে বার্দ্ধক্যে মোরে—সুতা হেতু তার;
হরগৌরী ক'রে পূজা সার্থক তনয়া!
বিষম বিষাদ গণি—বিষাদিত মনে
যাপিলাম এত দিন ভাসি শোক-নীরে,
অপ্রিয় আচারে যার স্বয়ম্বর স্থলে;
সেই পুনঃ হৃদি প্রাণ অপার আনন্দে
করিল পূরণ আজি—উজ্জ্বল হইল
পুরী এ শুভ মিলনে—কে আছে কোথায়
মঙ্গল বারতা হেন ঘোষ অন্তঃপুরে;
যাও ত্বরা আছে তারা সদা মন দুঃখে—

এমন সুখের দিন না ভাবি স্বপনে।
ক্ষম বৎস অপরাধ—করেছি পীড়ন
তোমা না পারি' চিনিতে—সার্থক জীবন,
উল্লাসে হৃদয় মন উথলি উঠিছে।

শ্রীবৎস। বন্দে দাস পদাম্বুজে পূজ্য মহোদয়,
লঘুজনে হেন স্তুতি নাহি তোমা সাজে;
পিতা তুমি পুত্র আমি—না হয় বিহিত
অকল্যাণ এ বিধান তনয়ের প্রতি!
স্নেহ-পাশে বদ্ধ পিতা বিদিত জগতে,
অপরাধী ওই পদে আছে পদে পদে
দীনহীন এইজন; বিতরি করুণা
দিলেন আশ্রয় তাই বেঁচে আছি প্রাণে।
সকাতরে যাচে এবে এই আকিঞ্চন,
চিন্তাতুর চিত মোর যে চিন্তা কারণে—
এতদিনে তার সনে হয়েছে মিলন;
নয়নের অন্তরালে রাখি সে রমায়
হেরি যেন শোক-মাখা—এ ভব-সংসার।
বহু দিন সেই পুনঃ বণিক-সদনে
দুঃখেতে কাটায়ে কাল—দেখিয়া আমায়
ভাবিছে কতই মনে ক্ষণেক বিলম্বে;

আছে গৃহে রাজবালা মিলি তার সনে,
সাধু সম দুরাচার পশিলে তথায়—
বিপাক ঘটিবে পুনঃ অভাগার ভালে;
তাই বলি শঙ্কা সদা প্রমাদ বা ঘটে।
যে হেতু পুরুষ তথা না আছে জনেক,
উদ্বিগ্ন হৃদয়ে আমি এসেছি ছুটিয়া
সুধাইতে বণিকের অপ্রিয় আচার;
মোর অগ্রে রক্ষিগণ গিয়াছে চলিয়া।

বাহু। বঞ্চিত অপত্য ধনে আছি এ জগতে,
একমাত্র ভদ্রাবতী—জীবন-সম্বল
বরিয়াছে তোমা বৎস—ভাগ্যধর মানি
আমি এ চারু মিলনে—মাতিল হৃদয়
মন অনন্ত আনন্দে—সুখের স্বপন-
লীলা খেলিতেছে রঙ্গে—ধন্য সে দুহিতা
উজলিল কুল মম বিবাহ-উৎসবে!
যাও মন্ত্রি, পাত্র মিত্র সকলে মিলিয়া,
নদী-তটে যথা আছে—অন্ধের নয়ন;
প্রাণ হ'তে প্রিয়তম সে মোর দুহিতা
সাধ্বী-সতী চিন্তাবতী—আনন্দ-মিলনে;
পতিপ্রাণা সেই চিন্তা, রমণীর মণি,—

অনাহারে বনে বনে করিয়া ভ্রমণ
দৈব বশে সাধিবারে পর উপকার ;
পিঞ্জর আবদ্ধ সারী বিষাদে যেমতি—
আহারে বিহারে সুখ না পায় ক্ষণেক,
দিবানিশি পায় চেষ্টা উড়িয়া পলা'তে,
কত খুসী হয় প্রাণে—ভাঙ্গিলে পিঞ্জর।
নিঠুর বণিক-করে তেমতি অবলা
মুক্তিলাভে নানা ভাবে করিয়া প্রয়াস,
সতীত্ব অমূল্য ধনে যতনে রাখিয়া
পাইয়াছে প্রাণকান্ত শ্রীবৎস রাজনে ;
দুঃখ-নিশি অবসান কহিও তাহায়।
পরে, দোঁহে চতুর্দ্দোলে বসায়ে আদরে,
সাজায়ে বিবিধ সাজে মণি মুক্তা হারে ;
ল'য়ে এস সভাস্থলে—করিব সার্থক
আঁখি, জুড়া'ব হৃদয় শ্রীবৎসের করে
নিজ করে দুহিতায় করিয়া অর্পণ!

মন্ত্রী। মোহিল হৃদয় মন আজি মহোৎসবে,
যাই প্রভু তব আজ্ঞা করিতে পালন ;
এস এস সভাসদ যে আছ যথায়,
হেরিব নয়ন ভরে সেই চিন্তাবতী ;

অসাধ্য সাধিত হয় যে রমার গুণে,
না জানি দেখিতে তাঁর কি রূপ মাধুরী!
রাজবালা ভদ্রাবতী কাঙ্গালিনীবেশে
আহা মরি কত দিন দুঃখেতে যাপিল;
ঘুচিবে মনের দুঃখ আজি সরলার,
ঘোষিবে সুযশ-রাশি তাঁর এ ভুবনে।

[মন্ত্রী ও কয়েকজন সভাসদের প্রস্থান।

বাহু। পুলকিত চিত প্রাণ নাহি সরে বাণী,
হেন যে সুখের দিন ঘটিবে আমার
না ভাবি স্বপনে কভু—শ্রীবৎস নৃমণি
জামাতা আমার—কিবা আছে সুখ হেন!
এস বৎস, ধর এই মণিময় হার,
পরিহরি হীন বাস—লও রাজবেশ;
রাজদণ্ড ছত্র আদি তব অধিকার—
সিংহাসন রাজ্য ধন বার্দ্ধক্য বয়সে
নাহি সাজে আর মোরে—পূরিল বাসনা;
আজি হ'তে রাজকার্য্য অর্পিণু তোমায়।

(বাহুদেবের শ্রীবৎসকে পরিচ্ছদ প্রদান ও শ্রীবৎসের রাজবেশধারণ।)

(শূন্যে গীত)

কবে যে কি হ'বে, কে জানে তা ভবে,
নর নারী সবে, আকুল ভাবে।

সুখ-দুঃখ-ভার, আলোক আঁধার;
এক যায় আর, বিরাজে ভাবে।
নিদয়ে সদয়, শঙ্কায় অভয়,
ধরমের জয়, ঘোষিবে ভাবে।
পরমাদ গণি, পরাজিত শনি,
শ্রীবৎস নৃমণি, স্বভাবে ভাবে।

শ্রীবৎস। পিতঃ পিতঃ আজ্ঞাধীন সদা আমি তব,
যা কর বিধান মোরে হইবে তেমতি;
দুঃখার্ণবে কর্ণধার তুমিই তারিতে,
পাইনু জীবন দান প্রসাদে তোমার;
বন্দর-রক্ষক কার্য্য লভি তোমা হ'তে—
হারানিধি চিন্তাবতী পাইনু যাহায়;
দুরাচার রাজদ্বারে হইল আনীত।

বা'হু। দয়া মায়া হীন তুই বঞ্চক বণিক,
কোন প্রাণে দুঃখ দিলি শ্রীবৎস রাজনে?
স্ত্রীভেদ করিয়া হায় পুনঃ অর্থ লোভে
অতল জলধি-তলে করিলি ক্ষেপণ;
নির্দ্দয় হৃদয়ে তোর নাহি দয়া লেশ—
না হ'ল কুণ্ঠিত চিত হেন আচরণে?

সওদা। ক্ষমাময় নরমণি ক্ষমা কর মোরে,

অজ্ঞান আছিনু আমি—পরুষ আচারে
পীড়িয়াছি তাই ভূপ ওই মহীধরে ;
হেন কার্য্য এ জীবনে আর না করিব।

বাহু। যে কাজ করেছ তুমি নিঠুর বণিক,
ক্ষমা যোগ্য নহে তাহা ত্রিলোক মাঝারে,
কোন মুখে চাহ ক্ষমা—সমুচিত দণ্ডে
হইবে শাসিত আজি ; নাহি পরিত্রাণ
তোর এই রাজপুরে—অপরাধী যার
কাছে, বিচার করিবে—সেই গুণমণি ;
রাজ-কার্য্য-হিতাহিত না বর্ত্তে আমায়।

শ্রীবৎস। মহারাজ, পাই দুঃখ বিধি বিড়ম্বনে—
মানবের সাধ্য কিবা ঘটাইতে হেন ?
নিমিত্তের ভাগী সাধু—কি দোষ উহার,
বিনা দণ্ডে দেহ মুক্তি বণিক-নন্দনে !

বাহু। বাখানি বিচার তব শ্রীবৎস রাজন,
সহিষ্ণুতা পরিচয় দেখাইলে ভাল—
বিনা দণ্ডে দোষী জনে আদেশি বিদায় ;
স্থানান্তরে যা রে চলে দুর্ম্মতি বণিক—
স্মরণের পথে যেন থাকে এ ঘটন ;
ধর্ম্মবলে বলী যেই কোথা তার লয় ?

সওদা। শিরোধার্য্য রাজ-আজ্ঞা—লইনু বিদায়,
হেন কার্য্য এ জীবনে আর না করিব।

(এক দিক দিয়া বণিক প্রভৃতির প্রস্থান;
অপর দিক দিয়া মন্ত্রী প্রভৃতির প্রবেশ।)

বাহু। কই কোথা মন্ত্রীবর—প্রাণের পরাণ
স্নেহের লতিকা মোর সেই ভদ্রাবতী;
কোথা বা সে চিন্তাদেবী—পতিপ্রাণা বামা,
বল বল রেখে এলে কোথায় তাদের?

মন্ত্রী। নরনাথ! অন্তঃপুরে গিয়াছেন দোঁহে,
ওই যে আসিছে সবে মহিষীর সনে।

(ভদ্রাবতী, চিন্তা, মহিষী ও সখিগণের প্রবেশ।)

বাহু। নিরখি তোমায় আজি নন্দিনি আনন্দে
হৃদি উথলি উঠিল—প্লাবনের ধারা
যবে শুষ্ক মরুভূমে প্রদানি স্নেহের
বারি জীবন্ত করয়ে কণ্ঠাগত প্রাণ
তাপিত, পিপাসী পান্থে; অথবা যেমতি
দিক হারা কর্ণধার অকূল সাগর-
মাঝে কূল হারাইয়া নিরখি আকাশ
প্রান্তে ব্যাকুল অন্তরে অন্বেষণ করি
যবে পায় দরশন সেই ধ্রুবতারা;
তেমতি বাছনি, তোর দরশনে মম

জীবনের যত দুঃখ ঘুচিল সকল ;
এস একবার নিঠুর পিতার কোলে
ভুলিয়া সকল দুঃখ—পিতা বলে মা গো
ডাক একবার আর্য্য-কুল-উজ্জলিনী !

ভদ্রা। (বাহুদেবের চরণে প্রণামান্তর)
হেন অমঙ্গল কথা বলনা বলনা,
ধরি গো চরণে ; মোরে, ক্ষমা কর তুমি,
শত দোষে অপরাধী নিকটে তোমার ;
দুহিতা হইয়া আমি লঙ্ঘিয়া আদেশ
করেছি মানের খর্ব্ব পবিত্র দিবসে
সেই স্বয়ম্বর স্থলে—এত দোষ দেখি
পিতঃ স্নেহের নয়নে—ক্ষমা যে করিলে
তাহাই পরম লাভ—সার আশীর্ব্বাদ।
রাজপুরী হ'তে মোরে করিয়া বিদায়,
না জানি কোমল প্রাণে—বাজিয়াছে কত !
সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী জনক জননী
সদা রত সন্ততির মঙ্গল সাধনে।
সুখেতে গিয়াছে দিন নির্ব্বাসন কালে
তোমার কৃপায় পিতঃ—পাইয়াছি পুনঃ
তথা স্নেহের ভগিনী—ওই চিন্তা দেবী।

বাদল। এস এস চিন্তাবতি! পতিপ্রাণা সতী
পূজিতে পতির পদ ত্যাজি রাজ্য সুখ
বনে বনে কত দুঃখে করিয়া ভ্রমণ
বন্দী শেষে সাধু করে দৈবের ঘটনে!
সতীত্ব পরম ধন নারীর জীবনে,
জরায়ুত ধর অঙ্গ তপন-প্রসাদে
রক্ষিতে সে সার রত্ন শঙ্কিত হৃদয়ে;
সতী বলে খ্যাতি তব ঘোষিবে ভুবনে।

চিন্তা। (বাহুদেবের চরণে প্রণাম পূর্ব্বক)
পিতঃ পিতঃ প্রণিপাত ও পদ-কমলে,
লভিনু এ স্বামী'ধনে তব কৃপাবলে;
পতি হারা দীন ভাবে গেল কত দিন,
তোমা হ'তে মোর আজি ঘুচিল সে দিন;
ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে থাকে চাতক যেমতি—
জলধর-ধারা বিনা নাহি তার গতি,
তপন জলধি হ'তে সে বারি যোগায়;
তাপিনীরে তুমি তাতঃ তেমতি সহায়;
দেখিলে স্বামীরে যেই সস্নেহ নয়নে
তাই পায় এ দুঃখিনী পুনঃ সুখ মনে।

(শ্রীবৎসকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে)

প্রাণনাথ প্রাণকান্ত হৃদয়ের নিধি,
বিধি যে মিলাবে হেন—কে জানে এ বিধি।

মহিষী। সাধ্বী সতী পতিপ্রাণা পতি-মতি-গতি !
পতিভক্তি হেরি তব জুড়াল নয়ন,
আশিষী থাকহ সুখে ল'য়ে ভদ্রাবতী
পতি সনে চির হেন হইয়া মিলন।

রাজ। পূর্ণ এবে প্রিয়তমে হৃদয় বাসনা,
প্রেমময় সমুদয় যে দিকে নিরখি ;
সুখের সাগরে ভাসি অপার আনন্দে
হইয়াছি জ্ঞান হারা—আজি শুভ দিনে
শুভক্ষণে স্নেহময়ী প্রিয় দুহিতায়
ফুল্লপ্রাণে করি দান জামতার করে
রাজ্য ধন যাহা কিছু সকল মিলায়ে ;
সার্থক নয়ন মন হইবে দোঁহার !
না সহে বিলম্ব আর অধীর হৃদয়,
এস বৎস, লও করে নয়নের মণি
জীবন সর্ব্বস্ব ধন ভদ্রাবতী বালা ;
অভাগা রতনে সদা রাখিও যতনে !
সরলা বালিকা মোর কিছুই না জানে

সংসারের রীতি নীতি ; মরম বেদনা
যেন না পীড়ে তাহায় ক্ষণেকের তরে ।
এস বৎসে চিন্তাবতী পতিপ্রাণা সতী,
দাও কর লও কর হৃদয়-রতনে।

(সিংহাসনোপরি মধ্যে শ্রীবৎস, দুইপার্শ্বে চিন্তা ও ভদ্রাকে সংস্থাপন পূর্ব্বক।)

মগন আনন্দ-নীরে হৃদি মন প্রাণ,
বিমল উজ্জ্বল শোভা নিরখি নয়নে !

শ্রীবৎস। বিধির বিচিত্র লীলা কে করে নির্ণয়,
রাজ বেশে পুনঃ মোরে হেরিল ভূলোক!
চিন্তার উদ্ধার হ'বে না জানি স্বপনে,
রাজবালা ভদ্রাবতী বরিবে আমায়
না ভাবি চিন্তায় কভু,—অপূর্ব্ব ঘটন,
পরীক্ষায় পাই ত্রাণ তাঁহার প্রসাদে !

১ম সখী। লোক-অপবাদ-রজনী পোহা'ল,
শোক-তাপ-তন্দ্রা কোথায় পলা'ল।

২য় সখী। ভায় দশ দিশি প্রণয়-আলোকে,
পড়িল বালুকা পরবাদী চ'কে।

৩য় সখী। আনন্দ-সুগন্ধ-হিল্লোল বহিল,
পাগল, হৃদয়-মধুপ ধাইল।

১ম সখী। এ সুখ প্রভাত আর নাহি হ'বে,
আমোদিত সবে আজি মহোৎসবে।
২য় সখী। এক বৃন্তে দুটি ফুল সুধা বাসে,
ফুল্ল প্রাণ, করি পান, সুখে ভাসে!
৩য় সখী। পুরবাসী যত পুলকিত চিত,
পতি সনে সতী মরি কি মিলিত!

(পূর্ণমূর্ত্তি শনির আবির্ভাব)

শ্রীবৎস। নমি নীলাম্বর, সৌরি, শনৈশ্চর,
পাতঙ্গি, গ্রহ-নায়ক।
তপন-তনয়, মন্দ, মায়াময়,
সুখ-দুঃখ-বিধায়ক।
দুর্জ্জন-দলন, পঙ্গু, জনার্দ্দন,
ছায়া-সুত, দর্পহারী।
সুনীল-লোচন, অসিত বরণ,
জীব-শিব-মন্দ-কারী।
আমি হীন মতি, কিবা জানি স্তুতি,
কর গতি দয়াময়।
তুমি গুণাধার, সর্ব্ব ঘটে সার,
দেহ দীনে পদাশ্রয়।

শুন হিত বাণী, শ্রীবৎস নৃমণি,
বাঁধ মোরে ভক্তি-ডোরে।
যে ভজে আমায়, সদা সুখ তায়,
কর হেলা মোহ-ঘোরে।
গত রাজ্যধন, রত্ন সিংহাসন,
দ্বাদশ বৎসর দুঃখে!
কভু বাস বনে, কভু হীন সনে,
দিনেক না গেল সুখে!
হেন যত আর, আমি মূলাধার,
দেখহ বুঝিয়া মনে।
জলধি ক্ষেপণ, বনিতা হরণ,
সাধি বাদ মম সনে।
হেরি তব ভাব, মনে অনুভাব,
মোর পূজা এবে ল'বে।
তাই তোমা প্রতি, আজি তুষ্ট মতি,
আশিষী শুনহ তবে।
পুনঃ নরবর, হবে রাজ্যেশ্বর,
বিভব বাড়িবে তব।
শতপুত্র পা'বে, পরে স্বর্গে যাবে,
ঘটিবে মঙ্গল সব।

যে লয় এ নাম, নহি তাহে বাম,
সিদ্ধকর মনস্কাম।
শুভ আমি লোকে, সদা পূজ্য লোকে,
পরিচয়ে ধরা ধাম।

[শনির অন্তর্দ্ধা

শ্রীবৎস। প্রণমি চরণে দেব, ভকত-রঞ্জন,
করুণা-নয়ন-পথে রাখিও অধীনে ;
থাকিতে জীবন কভু আর না ত্যজিব
ও রাজীব পদযুগ—ভকতি-কুসুমে
রচি' হৃদয়-আসন, বসায়ে যতনে
তায় প্রেমাঞ্জলি দানে—যত দিন প্রাণ
জুড়া'ব সকল ব্যথা—পূজিয়া তোমায়।

সখিগণ। গীত।

আহা মরি একি মনোহারী।
বিশ্ব পাগল প্রায় রূপ নেহারি।
ঊর্দ্ধমুখে চরাচর করে দরশন, ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় যত তারকা তপ
দীপ করে দিগঙ্গনা আসিতেছে সারি সারি।
এসেছে বসন্ত সহ মলয় পবন, সুগন্ধি চামর করে করিতে ব্যজ
গায় গান পাখীগণ ফিরি ফিরি চারি ধারি।
অবাকি' স্বরগ হেরে মরত মিলন,
ছাইয়া আকাশতল, মোহিল ভুবন ;
জয় জয় সতীপতি বলে সুর নরনারী।

যবনিকা পতন।